সন ১৩২৭ মাঘ
কলিকাতা, ৯নং হেষ্টিং ষ্ট্রীট,
আর, ক্যাম্বে এণ্ড কোং
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PLAYS

By

S. C. Bose B. A.,

Bar. at Law

Buddha	(In English. Published by Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., London.)	Re 1.
Nala and Damayanti	(In English.)	Re 1.
Pundarik	(In Bengali. Pictorial.)	Re 1.

R. Cambray and Co.,

9 Hastings Street,

Calcutta.

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৺সতীশচন্দ্র বসুর স্মৃতি উদ্দেশে

দাদা —

তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ

লয়েছিনু করে তুলি ,

আলেখ্য লিখন আজি সমাপণ,

হের করে চিত্রাঞ্জলি।

তুমি ত আলেখ্যশেষ,

স্মৃতি মাত্র অবশেষ,

কেমনে তোমারে ভুলি ?

আজি

হতেছে স্মরণ তোমারি চরণ,

লহ অর্ঘ করে তুলি।

নিবেদন

—•••—

বহুকাল পূর্ব্বে যখন 'হিউগো'র 'নত্র্ দাম দ পারী' প্রথম পাঠ করি তখন—'বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি' এই প্রস্তাবটির জ্বলন্ত চিত্র দর্শনে মোহিত হইয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতে নাট্যনিষ্ঠ সুতরাং তখনি মনে হইয়াছিল যে 'ফ্রলো'র অধঃপতনে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় একখানি নাটক রচনা করিলে ভাল হয়। দুই একজন সাহিত্যিক বন্ধুকে অনুরোধও করিয়াছিলাম কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চ্চা করি নাই সুতরাং নিজে এরূপ গুরুতর দায়ীত্ব গ্রহণ করিব ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। সম্প্রতি আমার ইংরাজিতে লিখিত 'বুদ্ধ' ও 'নলদময়ন্তী' নাটকের অভিনয় সাদরে গৃহীত হওয়ায় মনে করিলাম এইবার মাতৃভাষায় একখানি নাটক প্রণয়ন করিব, ভাবিলাম যদিও বাঙ্গলা ভাষায় সম্যক পারদর্শী নহি তবুও বাঙ্গালির সন্তান—যাহা লিখিব, ভাষা ভাল হউক মন্দ হউক, বাঙ্গলাই হইবে। সেই ধৃষ্টতার ফল এই 'পুণ্ডরীক'। এই নাটকের ভিত্তি 'নত্র্ দামে' বিশ্লিষ্ট উপরোক্ত প্রস্তাবটির উপরেই স্থাপিত ও ইহার গল্পাংশ ঐ উপন্যাসের কোন কোন ঘটনার ছায়া অবলম্বনে রচিত। তবে সে ছায়া ছায়ামাত্র,—'পুণ্ডরীক' ফরাসি উপন্যাস 'নত্র্ দামের' বাঙ্গলা নাটকাকৃতি নহে।

কেহ কেহ বিদেশীয় সাহিত্য হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলায় নাটক, উপন্যাসাদি প্রণয়ন করা অত্যন্ত গর্হিত মনে করেন। আমি সে মতের পক্ষপাতী নহি। অন্ততঃ নাট্যরচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা

যাইতে পারে যে মূল গল্প কল্পনা করা নাট্যকারের প্রধান কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ, পুরাণ, পুরাতন প্রবাদ, বা হিন্দু অথবা মুসলমান এমন কি ইংরাজি গ্রন্থাশ্রিত অনেক নাটক বাঙ্গলা সাহিত্যে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। 'পুণ্ডরীক' নাটকখানিকে বিচার করিবার জন্য ইহার গল্পাংশের মূল কোথায় এ অনুসন্ধান না করিয়া নাটকে যাহা আমার, অর্থাৎ অভিনয়োপযোগিতা, ভাষা, কথোপকথন, চরিত্র-চিত্রণ, অঙ্কগর্ভাঙ্ক-গঠন, ঘটনা-সংযোজন, মূল ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত-যোজনা-কৌশলে নাটকখানিকে অনিবার্য্যভাবে নির্ব্বহণমুখে পরিচালন,—এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া দোষ গুণ প্রদর্শন করিলে বাধিত হইব। বাঙ্গলা গদ্য বা পদ্য পূর্ব্বে কখন লিখি নাই; ইহাই আমার প্রথম। যত্ন করিয়া লিখিয়াছি ও লিখিয়া নিজে সন্তুষ্ট হইয়াছি। সাধারণে সন্তুষ্ট হইবেন কি না তাহা সাধারণের বিচার্য্য।

মুদ্রাঙ্কণে দুই একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে; অনুগ্রহ করিয়া সেগুলি সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব।

গ্রন্থকার

পাত্র পাত্রীগণ।

——:০:——

পুণ্ডরীক	অম্বরদুর্গে শিলাদেবীর মন্দিরবাসী ব্রহ্মচারী
উষানাথ	অম্বরের সেনাপতি
ভৃঙ্গার	পুণ্ডরীকের বাল্য-সহপাঠী কবি
কাশীমদ	পুণ্ডরীকের পালিত দাস
রুস্তানা	ইরাণি ভিখারিণী
শাকি	সন্তানহারা পাগলিনী
কমলা	উষানাথের প্রেমিকা
অমলা	কমলার ভগ্নি

সিপাহীনায়ক, সিপাহীগণ, কারাধ্যক্ষ, কারারক্ষিগণ, ঘাতক, নাগরিকগণ, মন্দিরের সন্ন্যাসীগণ, কমলার সহচরীদ্বয়, নাগরিকাগণ।

——

পুণ্ডরীক।

——:০:——

প্রথম অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[অম্বর। আর্ব্বলিপর্ব্বতশিখরে রাজা মানসিংহের দুর্গের সন্নিকটস্থ পথ; সময় অপরাহ্ন, রক্তরবিকরে দৃশ্য প্লাবিত, বৃক্ষলতাদি ফলে ফুলে পূর্ণ, দর্শকবৃন্দ বেষ্টিতা হইয়া মঞ্চের মধ্যস্থলে রুস্তানা নাচিতেছে ও গাহিতেছে।

গান।

দিল্ পায়া বাহারকা,
ফির্ ভি যোয়ান হোয়ে, শাধমান,—
শাধমান, শাধমান, শাধমান, শাধমান, হো।
চাম্পা, চামেলি. গুল্ বুটে চমন্ মে,
পিও, পিলাও, হো বাগমান,
ফির ভি যোয়ান হো, শাধমান,—
শাধমান, শাধমান, শাধমান, শাধমান, হো।

নৃত্যগীতের মধ্যে ভৃঙ্গার সম্মুখ বাম হইতে উৎসুক নয়নে প্রবেশ করিল ও এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিস্মিত নেত্রে রুস্তানাকে দেখিতে লাগিল। নৃত্যগীত শেষ হইলে দর্শকবৃন্দ 'বাহবা', 'বাহবা', 'সাবাস', 'সাবাস' ইত্যাদি বলিতে লাগিল। রুস্তানা আবার নৃত্য

করিতে লাগিল ও নাচিতে নাচিতে তাহার করতালের অপর দিকে দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে পুরস্কার সংগ্রহ করিতে লাগিল ; কেহ দিল, কেহ দিল না। সর্ব্বশেষে নৃত্য করিতে করিতে ভৃঙ্গারের নিকট আসিয়া রুস্তানা করতাল পাতিল। ভৃঙ্গার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কারণ তাহার নিকট এক কপর্দকও ছিল না ; সে তাহার কটিবন্ধ হইতে একটি পুরাতন ছেঁড়া গেঁজে বাহির করিল ও তাহার মধ্যে অর্থ আছে কি না দেখিবার জন্য টিপিতে ও ঝাড়িতে লাগিল।]

রুস্তানা

আর অত খুঁজ্‌চ কি ? ফুরিয়ে গেছে।

ভৃঙ্গার

(স্বগত) কবেই বা ছিল যে ফুরাবে !

রুস্তানা

নাই··· ? তবে আমি চল্লাম। (আবার নাচিতে নাচিতে ও গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।)

গান।

(তবে) চল্লাম আমি গৃহপানে,
চাব' না আর তোমা' পানে,

ভৃঙ্গার

শোন, শোন, যেওনা।

রুস্তানা

কিছু দাও ত শুনি।

ভৃঙ্গার

দেখ, আমি কবি, এক লক্ষ কবিতার কবি ; তোমাকে উপজাতি বা

অনুষ্টুপ ছন্দে একটা সদ্যরচিত পদ্য শুনিয়ে বক্‌সিস্ করচি। আমার অর্থ নাই, কিন্তু গদ্যে, পদ্যে, সাহিত্যে, সমালোচনায় আমি দরিদ্র নহি। কবিতা শুনে প্রাণটা তর্ করে বাড়ি যাও।

রুস্তানা

ওগো কবি ঠাকুর! তোমার উপজাতি বা অনুষ্টুপ শুনে ত আমার পেট ভর্‌বে না, আমি চল্লাম। (নাচিয়া গাহিয়া আবার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।)

গান।

(তোমার) কাব্য, গদ্য,
সদ্য পদ্য,
এসব খবর কে জানে ?
(আমি) পথে ফিরি,
ভিক্ষা করি,
অনুষ্টুপের কি ধার ধারি ?
ভিক্ষা, ভিক্ষা, এই এক দীক্ষা
পেয়েছি এ জীবনে ;
(ওগো) কবি ঠাকুর, এই এক শিক্ষা
পেয়েছি প্রাণে প্রাণে।

ভৃঙ্গার

যেওনা, যেওনা, শোন। দেখ, অনেক দেখ্‌লাম কিন্তু দুনিয়ার এই উঁচু নীচুর কিছু ভাব পেলাম না।

রুস্তানা

দুনিয়া আবার উঁচুনীচু কোথায় পেলে ? আমি ত দেখি দুনিয়াটা খুব সমতল।

ভৃঙ্গার

তা তুমি দেখ্‌বে না কেন, তোমার বয়স কি? কিন্তু তুমি ত দেখ্‌তে খুব সুন্দরি,—সৌন্দর্য্যে, নৃত্যগীতচাতুর্য্যে অপ্সরানিন্দিতা,—আবার এদিকে দেখ্‌চি আমারি মত পথের ভিখারি। এত উঁচু কি এত নীচু হয়?

রুস্তানা

[নাচিয়া গাহিল।]

ভিখারি ত ভিক্ষা দাও না মানে মানে,
আমি চলে যাই মোর গৃহ পানে...

ভৃঙ্গার

[নাচিয়া গাহিল, তৎসঙ্গে রুস্তানা নৃত্য করিতে লাগিল।]

আমি ছাড়ি বল তোমায় কোন প্রাণে,
আমায় টান্‌চে তোমার প্রাণের টানে।

রুস্তানা

[নাচিয়া গাহিল, তৎসঙ্গে ভৃঙ্গার নৃত্য করিতে লাগিল।]

আমি প্রাণ জানিনা, প্রেম জানিনা,
মন টানে মোর ঘর পানে ;
ভিখারি ত ভিক্ষা দাও না মানে মানে...

রুস্তানা ও ভৃঙ্গার

[উভয়ে নাচিতে নাচিতে গাহিল, দর্শকবৃন্দ গানে যোগ দিল।]

(তবে) চল যাই দুজনে, দুদিক পানে,

ভৃঙ্গার

তোমার বিদায় নিয়ে অভিমানে,

রুস্তানা।

না, না, প্রেমে ছেলাম দিয়ে মানে মানে।

রুস্তানা, ভৃঙ্গার ও দর্শকবৃন্দ

[সকলে একত্রে নাচিল ও গাহিল।]

তবে চল যাই দুজনে, দুদিক পানে,
কেহ চাহিব না আর কারও পানে।

[মঞ্চের পশ্চাৎ বাম হইতে কাশীমদ বেগে প্রবেশ করিল। পুণ্ডরীক তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিয়া দূরে একটী উচ্চ স্থান হইতে ঘটনাবলি দেখিতে লাগিল। তাহার আপাদমস্তক এক খানি কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয়ে আবৃত। কাশীমদ কুব্জ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার এক চক্ষু অন্ধ, সম্মুখের দুইটি দন্ত ভগ্ন ও একটি পদ বক্র কিন্তু তাহার শরীর অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। সে প্রবেশ করিয়াই রুস্তানাকে আক্রমণ করিল ও তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রুস্তানা কটিদেশ হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল ও 'রক্ষা কর', 'রক্ষা কর', 'ছেড়ে দে', 'ছেড়ে দে', ইত্যাদি বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। ভৃঙ্গার ও দর্শকবৃন্দ কাশীমদের আক্রমণে প্রথমে ভীত হইল বটে কিন্তু তদ্দণ্ডেই সকলে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল ও 'দস্যু', 'দস্যু', 'সিপাহী', 'সিপাহী', ইত্যাদি বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। ভৃঙ্গার গোলমালের মধ্যে সামান্য আহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল ও ভূমিতলে পড়িয়া রহিল। তখনি, 'ভয় নাই', 'ভয় নাই', ইত্যাদি শব্দ অনতিদূর হইতে শ্রুত হইল ও অশ্বপৃষ্ঠে

উষানাথ একদল সিপাহী লইয়া বেগে প্রবেশ করিল। সিপাহী-গণ কাশীমদকে আক্রমণ করিল ও উষানাথ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া কাশীমদের হস্ত হইতে রুস্তানাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল। এই সমস্ত দেখিয়া পুণ্ডরীক অলক্ষিতে পলায়ন করিল, কাশীমদ ধৃত হইল।]

উষানাথ

(সিপাহীদিগের প্রতি) আক্রমণকারি পিশাচকে ধর ও তার হস্তপদ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করে কারাগারে লয়ে যাও। কাল প্রাতে বিচারভূমে উপনীত করিও; যাও, লয়ে যাও। (রুস্তানার প্রতি) বালিকা, আঘাত লেগেছে কি ?

[সিপাহীরা ও দর্শকবৃন্দ কাশীমদকে লইয়া প্রস্থান করিল। ভৃঙ্গার যেখানে পড়িয়াছিল সেইখানেই পড়িয়া রহিল। রুস্তানা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল সম্মুখে উষানাথ; তাহার রূপে ও পরিচ্ছদে সে মোহিতা হইল ও একটু সরিয়া গিয়া তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল। সেই দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উষানাথের প্রতি তাহার হৃদয়ে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইল; সে উষানাথের মুখ হইতে চক্ষু না ফিরাইয়া উত্তর করিল :]

রুস্তানা

না...

উষানাথ

তুমি ভয় ক'র না, আর তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। তোমার আক্রমণকারি পাষণ্ড ধৃত হয়েছে ও কাল প্রাতে তার ধৃষ্টতার উপযুক্ত দণ্ড পাবে।

রুস্তানা

(উষানাথের মুখ হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়া) আমার ত্রাণকর্ত্তা, আমার জীবনদাতা, এই অনাথিনী ভিখারিণীর আজ আপনি জীবন দান করেছেন। আপনাকে আমি প্রণাম করি। (প্রণাম করিল ও উষানাথ তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিল।)

উষানাথ

আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হ'বার কোন কারণ নাই। আমি অম্বরের সেনাপতি, রাজ্যে শান্তি রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে। (ঈষৎ হাসিয়া) বিশেষতঃ, সুন্দরি, এরূপ কর্ত্তব্যপালন সুযোগ ত আমার মহা ভাগ্যের কথা...

রুস্তানা

আপনাকে...(সংযত হইয়া)...আপনার আজ রাত্রের উপকার আমি জীবনে কখন ভুল্‌ব না।

উষানাথ

বালিকা !...তোমার নাম কি ? তোমার বেশ দেখে ত মনে হয় তুমি ইরাণি।

রুস্তানা

হ্যাঁ, আমি ইরাণি বটে, আমার নাম রুস্তানা ইরাণি।

উষানাথ

রুস্তাণা ইরাণি ! অতি সুন্দর নাম ! তোমার রূপও যেমন সুন্দর তোমার নামটিও তেমনি সুন্দর, তোমার সবই সুন্দর...

[উষানাথ রুস্তানাকে স্পর্শ করিতে যাইতেছিল ; রুস্তানা বিরক্ত না হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে একখানি মরকত মণ্ডিত পদকে ব্যস্ত ভাবে হাত দিয়া একটু সরিয়া গেল।]

উষানাথ

তোমার বক্ষঃস্থলে ওখানি কিসের পদক, আর ওর জন্যই বা তুমি এত ব্যস্ত কেন ?

রুস্তানা

এ পদকের ভিতর কবচ আছে, আমার মাকে ফিরে পাবার কবচ।

উষানাথ

মাকে ফিরে পাবার কবচ! সে কি, তুমি কি তোমার মাকে হারিয়েছ না কি ?

রুস্তানা

হ্যাঁ, আমি তখন এক বৎসরের শিশু। শুনেছি এই ইরাণি বেদেরা যাদের সঙ্গে আমি বাস করি, এরাই আমার মার কাছ থেকে আমাকে চুরি করে এনেছিল। এদের দলের মধ্যে যে স্ত্রীলোকটি আমাকে মানুষ করেছিল সেই আমাকে এই কবচ ধারণ করিয়ে গেছে. আর বলে গেছে এরি বলে একদিন আমি আমার মাকে ফিরে পাব। কিন্তু এ কবচের নিয়ম এই যে যদি আমি কখন কোন পরপুরুষকে স্পর্শ করি, যদি আমি কখন নষ্ট হই ত এ কবচের গুণও নষ্ট হবে, আর আমি আমার মাকে পাব না।

উষানাথ

বালিকা, আশির্ব্বাদ করি খুব সত্বরই তুমি তোমার মাকে ফিরে পাও। ভয় কর না, আমার দ্বারা তোমার কবচের কখন কোন অনিষ্ট হবে না।

রুস্তানা

সে বিশ্বাস আমার সম্পূর্ণ হয়েছে।

উষানাথ

তোমার গৃহ কতদূর ? দস্যুর হাত থেকে একবার রক্ষা পেয়েছ কিন্তু রাত্রে বনপথে একাকিনী গৃহে ফিরে যাবে কি করে, আবার যদি পথে কেহ তোমাকে আক্রমণ করে ?

রুস্তানা

নগর প্রান্তে, পর্ব্বতের উপরে ইরাণি বেদেরা বাস করে, আমি তা'দেরি সঙ্গে থাকি, তা'দেরি সঙ্গে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই। বনই আমাদের আবাস, আকাশই আমাদের আচ্ছাদন...রাত্রে একাকিনী বনে পথচলা আমার খুব অভ্যাস আছে, তবে আজ রাত্রে...

উষানাথ

...দস্যুর হাতে পড়েছিলে বলে একটু ভয় করচে, না ? তা যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে ত চল, আমি তোমাকে গৃহে রেখে আসচি।

রুস্তানা

না, না, আপনি সেখানে যাবেন না, বেদেরা বড় খারাপ লোক। তা'রা আমাকে খুব যত্ন করে বটে, আমাকে তা'দের রাণি বলে ডাকে, কিন্তু অচেনা লোকেদের উপর তা'রা বড় অত্যাচার করে, তা'দের বড় কষ্ট দেয়।

উষানাথ

(হাসিয়া) তার জন্য তোমার কোন ভয় নাই, চল আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি। তুমি ইরাণি, ঘোড়ায় চড়া নিশ্চয়ই তোমার অভ্যাস আছে ; অশ্বপৃষ্ঠে আমার পশ্চাতে আরোহণ কর, এক মুহূর্ত্তে গৃহে উপস্থিত হবে।

[শাকি পাগলি প্রবেশ করিয়া উষানাথকে বাধা দিল।]

শাকি

বাবা, যেওনা, ঐ পিশাচির সঙ্গে যেওনা, ঐ কুহুকির সঙ্গে যেওনা, আমার সন্তানহারিণীর সঙ্গে যেওনা! ওরা যাদু জানে, তোমায় কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে তোমায় খাবে; আমার সোনাকে খেয়েছে, কচ্‌মচ্‌ করে খেয়েছে, তেমনি করে তোমায় কামড়ে কামড়ে খাবে, তুমি যেওনা...

উষানাথ

কে এ পাগলি?

শাকি

আমি পাগলি নই, পাগলি বলে আমার কথা ঠেল না। সকলকে জিজ্ঞাসা কর, আজ ১৫ বৎসর আমার প্রাণের সোনাকে হারিয়ে আমি পথে পথে ঘুরচি, দেশ দেশান্তরে অন্বেষণ করচি; কই কোথাও ত পেলাম না। ঐ কুহুকিরা, ঐ বেদ্দিনিরা তাকে নিয়ে গেছে, নিয়ে গিয়ে তাকে খেয়েচে, আমার সোনাকে খেয়েচে, আর তাকে কোথায় পাব? সোনা, সোনা, মা আমার, তোমার পাগলিনী মা যে তার জীবনের প্রতি মুহুর্ত্তে তোমাকে অন্বেষণ কর্‌চে, তুমি কি আর দেখা দেবে না? সোনা, সোনা...

উষানাথ

পাগলি, কে কাকে খেয়েছে?

শাকি

তুমি তা জান না, বাবা? কেন, সবাই ত জানে। তবে শোন, আমার একটি মেয়ে হয়েছিল, সোনার মত একটি মেয়ে তাই তার নাম দিয়েছিলাম 'সোনা'; এমন স্বর্ণকান্তি মেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কারও হয় না। এক বছরের হ'ল, ঘরে শুইয়ে রেখে গেছি, এসে দেখি নাই...

ঐ ইরাণিরা, ঐ বেদিনিরা, ঐ কুহুকিরা চুরি করে নিয়ে গেছে। সেই থেকে আমি পাগলিনী...তা'রি শোকে আমি উন্মাদিনী...

উষানাথ

পাগল!...চল রুস্তানা, তোমাকে রেখে আসি।

[রুস্তানা তখন পলায়ন করিয়াছে, ভৃঙ্গার আহত হইয়া দূরে পড়িয়াছিল সেও তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে; উষানাথ ইহা দেখিতে পায় নাই।]

কই, রুস্তানা কোথায় গেল? রুস্তানা, রুস্তানা···(অন্বেষণ করিতে করিতে) কই, কোথাও ত নাই; অন্তরালে কি অপেক্ষা করচে? পাগলিকে দেখে কি বনের মধ্যে লুক্কাইত হয়েছে?···দেখি···(যাইতে উদ্যত হইল।)

শাকি

না, না, যুবক, যেওনা, আমার নিষেধ শোন···যেওনা···শুন্‌বে না, যাবে?—তোমার কি মা নাই? গেলে, তোমার মাও আমার মত পাগলিনী হবে,—আমারি মত উন্মাদিনী হয়ে পথে পথে ঘুরবে,—আমারি মত কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবে, দিবারাত্র মাথা খুঁড়্‌বে আর বুক চাপ্‌ড়াবে, তবুও ত তোমাকে পাবে না। আমি ১৫ বৎসর খুঁজেও আমার সোনাকে পাইনি। তুমি সুন্দর, আজ আমার সোনা থাক্‌লে তোমারি উপযুক্ত হ'ত,···তাকে নিয়ে গেছে, তোমাকেও নিয়ে যাবে··· ওরা সুন্দর বড় ভালবাসে। বাবা, বাবা, তুমি যেও না, একবার তোমার মার কথা মনে করে ঐ কুহুকির অনুসরণ প্রত্যাখ্যান কর!

উষানাথ

না, আর যাব না! অকৃতজ্ঞ ইরাণি পালিয়েছে! আর তোর কথা শুনে প্রাণটাও কেমন ছম্‌ছম্‌ করচে। পাগলি, তুই কে?

শাকি

আমায় চেন না, আমায় চেন না, হি হি হি হি হি, আমি যে শাকি পাগলি…

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[অম্বর দুর্গ ; দ্বিতলে উষানাথের বিলাস আগার। মঞ্চের সম্মুখে কক্ষ, পশ্চাতে বারান্দা। বারান্দার পশ্চাতে সহর দেখা যাইতেছে। কক্ষের মধ্য বামে, পালঙ্কের উপর উষানাথ ও কমলা উপবিষ্টা। দুইজন সহচরী তাহাদের ব্যজন করিতেছে। কমলা গান গাহিতেছে, উষানাথ তাহার সঙ্গে বীণা বাজাইতেছে ও এক একবার গানে যোগদান করিতেছে। অমলা গীতবাদ্যের সঙ্গে কক্ষের মধ্যস্থলে নৃত্য করিতেছে।]

গান।

আজিকার দরশনে,
তব সুখ পরশনে,
আমাকে হারায়ে গেছি প্রেমাবেশে গলিয়া।
এ প্রেম-সুখ-মদিরা,
বহে মন্দাকিনী ধারা,
অলসে আবেশে যাই সে ধারায় ভাসিয়া।
প্রাণ ভরা অনুরাগে,
প্রীতি পূর্ণ সে সোহাগে,
প্রতি পলে রহি, প্রিয়, তোমাতেই ডুবিয়া।
তুমি ছবি কামনার,
সুখ স্বপ্ন সাধনার,
হৃদয়-জুড়ান ধন, থাক হৃদে জাগিয়া।

উষানাথ

অতি মিষ্ট গান।

কমলা

মিষ্টতর, বীণার সঙ্গে তোমার কণ্ঠের তান।

অমলা

আর মিষ্টতম, তোমাদের ঐ ত্রিবেণিতে আমার নৃত্যের তুফান!

উষানাথ

বাস্তবিক, এ ত্রিধারায় তরঙ্গ তুলেছ তুমি, অমলা!

অমলা

(উষানাথের প্রতি) সত্য বল্‌চেন? আমার নৃত্য আপনার ভাল লাগে? তবে দিদিকে আর একটা গান গাহিতে বলুন না, আমি আবার নাঁচ্‌চি।

উষানাথ

(কমলাকে) আর একটি গান গাওনা কমলা, বেশ লাগ্‌চে।

কমলা

বেশ লাগ্‌চে কোন্‌টি? আমার গান না ভগ্নির নৃত্য?

গান।

তোমা' চেয়ে প্রিয় মম স্মৃতি তোমারি,
না ডাকিতে আসে,
রহে মম পাশে,
নিশিদিন বুকে রেখে ত'ারে নেহারি।
না হেরে তোমার মুখ
অবসিত সব সুখ,
ঝরে যবে অবিরল নয়নের বারি—

স্মৃতিপটে হেরে মুখ,
ভুলে যাই সব দুঃখ,
নাহি পুনঃ দরশন চাহি তোমারি।

অমলা

(উষানাথকে) বলুন ত এইবার, আপনার বেশি ভাল লাগে আমার নৃত্য না দিদির গান?

উষানাথ

দুইই আমার সমভাবে যদিও বিভিন্ন কারণে ভাল লাগে। যখন তোমার দিদির কণ্ঠস্রোত আমার হৃদয়সাগরে উপনীত হয় তখন আমি স্নিগ্ধ, আবেশে অভিভূত হই; কিন্তু যখন সেই সঙ্গে তুমি নৃত্য কর, তখন সেই শান্ত সুধাস্রোতে কি যে উচ্ছ্বাস উপস্থিত হয়, আমি একেবারে আত্মহারা হ'য়ে যাই।

[নিম্নে রাস্তা হইতে রুস্তানার গান শ্রুত হইল।]

গান।

ইয়ে হাঁসি আচ্ছি নেহি,
হিঁয়াহাঁ দিল পর বিজলি চল গেহি,
নিচি নজ্‌রোঁ সে মেরি জান,
মুস্কারানা ছোড় দে।

কমলা

অমলা, শোন, বাহিরে কি সুন্দর গান হচ্চে; দেখ ত কে গাইচে। (অমলা বারান্দায় যাইলে উষানাথের প্রতি) সেনাপতি, সংখ্যাতীত নরহত্যা করেও সাধ মেটে না, আবার নারীহত্যার জন্য এত লোলুপ! আমাকে ত মেরেছ, তাতেও তৃপ্তি নাই; কেবল পুরাতন ছেড়ে নূতনের সন্ধান। পুরুষের কি কিছুতেই শান্তি নাই?

উষানাথ

পুরাতনেই পূর্ণ পরিতৃপ্ত, এ প্রাণে নূতনের আর স্থান নাই! তবে শান্তি, সব পুরুষের আছে কিনা জানি না, প্রেমিকের ত কোন অবস্থাতেই নাই। রণক্ষেত্রে নরহত্যা ক'রে প্রেমক্ষেত্রে তার প্রায়শ্চিত্ত করি; সেখানে মারি, এখানে মরি; কিন্তু মরেও ত শান্তি নাই। তোমাকে পূর্ণ-প্রাণে ভালবাসি, মনে হয় আর বেশি ভালবাসবার আমার শক্তি নাই। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তোমার চোখে নূতন সৌন্দর্য্য দেখি, কথায় নূতন সুখ পাই, চুম্বনে নূতন সুধা আস্বাদন করি। সে সুখ, সে সুধা, সে সৌন্দর্য্য নিত্যনূতন, আর আমি সেই নব উত্তেজনায় প্রতিদিন নবভাবে উদ্দিপ্ত, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত হই। তবে আর শান্তি কই? প্রেমে সুখ আছে কিন্তু শান্তি নাই।

কমলা

সুখই বা কোথা? যাকে আত্মসমর্পণ করেছি, পরজীবনের কথা বল্‌তে পারি না, কিন্তু ইহজীবনে যাহা আমার ব'লে মনে করি তাহা সমস্ত অযাচিত যাকে দান করেছি···যাকে ভেবে সুখ, দেখে সুখ, যার স্পর্শে অতুল স্বর্গ সুখ, সে যদি মনে হয় আমার নয় অপরের, তা হ'লে রমণি প্রাণে কি কষ্ট, কি বৃশ্চিকদংশন হয়, নিষ্ঠুর ব্যাধ, তা কি তোমার কল্পনা করবার ক্ষমতা আছে? (উষানাথের হাত ধরিয়া আগ্রহের সহিত) আমার বাঞ্ছিত, আমার প্রীয়তম, বল, সত্যবল, একবার অকপট অন্তরে বল, আমার দানের কি কিছু প্রতিদান পেয়েছি?

উষানাথ

পেয়েছ কি না, আমার বিলোল দৃষ্টিতে, আলিঙ্গনের আবেগে, চুম্বনের উষ্ণতায়, সে প্রশ্নের উত্তর কি এতদিন পাও নাই? তবে যদি আমার জন্য কখন কোন কল্পিত কারণে মনঃকষ্ট পেয়ে থাক ত সে কষ্টও কি সব সুখের চেয়ে বেশি সুখকর নয়? আচ্ছা, একটা পরীক্ষা ভেবে দেখ;

মনে কর, ঐরূপ কোন কষ্টে বা অভিমানে অধীরা হয়েছ ; সেই সময়ে যদি কোন মহাপুরুষ এসে তোমায় বলেন,—'তোমাকে কুহুকবলে তোমার প্রেম ও প্রেমিকের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি দান করে তোমার সব কষ্টের অবসান করচি'—তুমি কি শান্তি আশায় সেই বিস্মৃতি অঙ্কে শয়ন করে আমি, আমার প্রেম, আমার স্মৃতি,—এ সব ভুলতে চাইবে ?

কমলা

না, ন, তা চাইব না, তার চেয়ে আমার কষ্ট ভাল।

উষানাথ

(আলিঙ্গন করিয়া) তবে বল, প্রেমে কষ্ট নাই ; আর যদিও থাকে ত সেই কষ্টই সুখ, সেই শত-বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণাই শত-সুধাস্রোতের অনন্ত আকর !

কমলা

তুমি বীর, শত্রু মাঝে বাণযুদ্ধে, না নারি মাঝে বাকযুদ্ধে ?

উষানাথ

বল্‌তে পারি না, কিন্তু উপস্থিত ত তুমি বাকযুদ্ধে পরাজিতা, এখন মধুরকণ্ঠে আর একটি গান শুনিয়ে জেতার তুষ্টি সাধন কর।

কমলা

তোমার কাছে পরাজয় ত আজ আমার নূতন নয়! অমলা শোন, (বারান্দা হইতে আসিল) তোমরা তিনজনে সমবেত হয়ে নৃত্য কর।

গান।

দুঃখের সাগরে, প্রেমসিন্ধু নীরে,
সুখের লহর আজি ছুটিছে।
মরম বীণার, ছিঁড়েছিল তার,
সে ছিন্ন তন্ত্রী পুনঃ ধ্বনিছে।

(আজি) ক্ষম অপরাধ, ত্যজ অবসাদ,
এত অনুরাগ কোথা গিয়েছে ?
(তোমার) লইয়া চুম্বন, হৃদি আলিঙ্গন,
যদি ভিখারিণী দোষী হয়েছে,
(তবে) লও ফিরাইয়ে সে মুখ চুম্বন,
হৃদিভরা সেই প্রেম আলিঙ্গন ;
হৃদে, ওষ্ঠে পুনঃ
স্থাপি ওষ্ঠ, হৃদি
অভাগিনী ক্ষমা মাগিছে।

[গান শেষ হইলে নেপথ্যে বারান্দার নিম্নে রাস্তা হইতে রুস্তানার গান আবার শ্রুত হইল ও অমলা ছুটিয়া বারান্দায় গেল।]

গান।

ইয়ারকি গলিওঁ মে কেঁও কর্
ইয়ার যানা ছোড় দে,... ...

অমলা

দিদি, দিদি, দেখ্‌বে এস, রাস্তায় একজন বেদেনি কি সুন্দর নাচ্‌চে আর গান কর্‌চে; পথে কত লোক জমা হয়েচে!

কমলা

কই দেখি, (উষানাথকে) তুমি না বল্‌ছিলে কাল সন্ধ্যার সময় একজন ভিখারিণী বেদেনিকে পথে দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলে? দেখ্‌বে এস না, সেই কি না।

উষানাথ

চল যাচ্চি, কিন্তু বৃথা যাওয়া, আমি তাকে চিন্‌তেও পার্‌ব না। (সকলে বারান্দায় গেল। রুস্তানার গান আবার শ্রুত হইতে লাগিল।)

গান।

কিস্তরহা বুল্‌বুল্‌ চমন্‌ সে
আশিয়ানা ছোড় দে......

কমলা

কি সুন্দর নৃত্য, পা যেন ভুমি স্পর্শ করুচে না। ঐ কি তোমার সেই ভিখারিণী ?

উষানাথ

হ্যাঁ, বোধ হয় সেই বালিকাই হবে। সন্ধ্যার সময় অল্পক্ষণের জন্য দেখেছিলাম, ঠিক স্মরণ নাই।

অমলা

দেখুন, একজন লোক কাল কাপড়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্চে।

উষানাথ

রাস্তায় কত লোক যায়। কিন্তু, কাল সন্ধ্যার সময়, যখন ঐ বালিকাকে দস্যু আক্রমণ করেছিল তখনও মনে হচ্চে যেন ঐ রকম কাল কাপড়ে আবৃত একটা লোককে পালাতে দেখেছিলাম। দস্যুর দলের কোন লোক হবে বোধ হয়।

অমলা

বেদেনিকে উপরে আস্‌তে বলুন না ; এলে, বেশ এখানে একবার নাচ্‌তে বলব'।

সহচরীদ্বয়

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাকুন ওকে এখানে।

উষানাথ

কি হবে ! বিশেষতঃ, আমার বিশ্বাস ও আমাকে চিন্‌তেও পারবে না ; আমি ত ওর নাম পর্য্যন্ত জানি না।

অমলা ও সহচরীদ্বয়

না, না, ডাকুন না ওকে উপরে।

উষানাথ

(হাসিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, ডাকৃচি। (বারান্দার প্রাচিরের উপর ঝুঁকিয়া রুস্তানাকে ডাকিল) বালিকা, বালিকা, ··· হ্যাঁ ··· সম্মুখে দ্বার দেখ্‌তে পাচ্চ; ঐ দ্বার দিয়ে একবার উপরে এস। (অমলাকে) যাও, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। এস কমলা আমরা এই খানে বসি, বালিকা এখনি আসবে। পালঙ্কটা একটু এই ধারে সরিয়ে দি তা হ'লে নৃত্যের স্থান আরও প্রসস্থ হবে।

[অমলা ও রুস্তানা কক্ষের দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। অমলা পালঙ্কের নিকট গেল ; রুস্তানা প্রবেশ করিয়া উষানাথকে দেখিবামাত্র একটু লজ্জিতা ও অভিভুতা হইল ও দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল ; কমলা তাহাকে দেখিয়া একটু গম্ভীর হইল।]

উষানাথ

(রুস্তানাকে) এই যে, এস। (কমলাকে) বালিকা খুব সুন্দরি, না কমলা ? চেয়ে দেখ···

কমলা

(অন্য দিকে দৃষ্টি রাখিয়া) মন্দ কি !

অমলা

ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এদিকে এস না। (রুস্তানা অগ্রসর হইল, উষানাথও তাহার দিকে একটু অগ্রসর হইল।)

উষানাথ

বালিকা, আমাকে কি তোমার স্মরণ আছে ?

রুস্তানা

(ঈষৎ হাসিয়া) হ্যাঁ...

কমলা

তোমার ত খুব স্মরণ শক্তি !

উষানাথ

কাল সন্ধ্যার সময় ত আমার কাছ থেকে বেশ পলায়ন করলে! আমাকে কি তোমার ভয় করছিল, না বিশ্বাস হচ্ছিল না ?

রুস্তানা

না, না...

উষানাথ

তুমি ত পালালে, রহিল কাছে তোমার ঐ সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে সেই এক কদর্য্য পাগলি! যাক্, আক্রমণকারি পশুটা, খবর পেলাম, মন্দিরের ব্রহ্মচারির পালিত দাস; বেটা তার জারজ সন্তান হ'বে! বলে, ব্রহ্মচারিটা ভারি পণ্ডিত আর ঘোরতর নিষ্ঠাবান; কিন্তু ওদের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই··· মাথায় জটা, কপালে ফোঁটা ও সব বেটা সমান। তা, ও পশুটার মৎলব কিছু বুঝ্লে ?

রুস্তানা

না, তা ত আমি কিছুই বুঝি নাই।

উষানাথ

কি ধৃষ্টতা, বামন হয়ে চাঁদে হাত! কিন্তু আজ খুব শিক্ষা হয়ে গেছে; দ্বিপ্রহর রৌদ্রে, তপ্ত বালির উপর ফেলে বেটার বুকের উপর পাঁচ মণ পাথর চাপিয়ে রেখেছিল। শুনলাম, যাবার দশা হয়ে এসেছিল···

রুস্তানা

আহা…

উষানাথ

আবার 'আহা'! শুন্‌লাম তুমি নাকি তাকে সেই সময় গিয়ে জল দিয়েছিলে, সেবা করেছিলে। তোমার জন্যই তাকে ধরলাম্‌, তোমার জন্যই তার সেই শাস্তি, আবার তুমিই তাকে জল দাও, সেবা কর, আর বল 'আহা'!

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম……
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

বলে, 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর'!

অমলা

রাস্তায় ত অমন চমৎকার গান করছিলে, নাচ্‌ছিলে। রাস্তায় যে গানটি গা্ইছিলে এখানে সেইটি একবার গাও না।

রুস্তানা

সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে; আবার, বড় মেঘ উঠেছে, বোধ হয় ঝড় বৃষ্টি হবে।

উষানাথ

না, না, বালিকা! আনন্দে নৃত্য গীত কর, তোমার কোন ভয় নাই। পথে যেতে যদি ভয় করে ত আমি তোমায় রেখে আস্‌ব; আর ত আমাকে তোমার ভয় করে না?

[কমলা তীব্র দৃষ্টিতে উষানাথের দিকে চাহিল; রুস্তানা তাহা লক্ষ্য না করিয়া নাচিল ও গাহিল।]

গান।

ইয়ারকি গলিওঁ মে কেঁও কর
ইয়ার যানা ছোড় দে,
কিস্তরহা বুল্‌বুল চমন্ সে
আশিয়ানা ছোড় দে।
ইয়ে হাঁসি আচ্ছি নেহি,
হিঁয়াহাঁ দিল পর বিজলি চল্ গেহি.
নিচি নজ্‌রোঁ সে মেরি জান,
মুস্কারানা ছোড় দে॥

উষানাথ

কি সুন্দর নৃত্যনৈপুণ্য, কি মিষ্ট গান!

কমলা

বেশ ভুষা কিন্তু বড় ইতরের মত।

অমলা

বাস্তবিক, তুমি বড় অসভ্যের মত পোষাক্ পরেছ। বেদেনি, তুমি এত সুন্দরি, এ রকম কাপড় পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও কি করে?'

[অমলা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বারান্দায় চলিয়া গেল।]

কমলা

অর্দ্ধোরুকের উপর কোন একটা আভরণ নাই, ছি!

উষানাথ

বালিকা! যে যা বলুক্, তুমি কিছু শুন' না। তুমি উত্তর দাও, 'যে নিজে সুন্দরি, তার আবার সুন্দর পরিচ্ছদের প্রয়োজন কি?'

অমলা

(বারান্দা হইতে) দিদি, দিদি, শীঘ্র এস; রাস্তায় একজন লোক কত রকম কি খেলা দেখাচ্ছে, দেখ্‌বে এস।

কমলা

(অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে) কি খেলা, অমলা ? কে দেখাচ্চে ?

অমলা

ঐ যে লোক্‌টা, বোধ হয় এই বেদেনির দলের লোক। দেখ্‌বে এস না।

[কমলা গম্ভীরভাবে বারান্দায় গেল ; সেই সুযোগে উষানাথ রুস্তানার নিকট অগ্রসর হইল।]

উষানাথ

(রুস্তানার প্রতি) আমার বড় সৌভাগ্য, তোমার আমাকে স্মরণ আছে।

রুস্তানা

কাল ত বলেছি, আপনাকে জীবনে কখন ভুলব না।

উষানাথ

দেখ, এখানে আলাপ করবার বেশি সুযোগ নাই। কাল রাত্রি এক প্রহরের সময় বিরামবাগের দ্বারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো ; করবে ?

রুস্তানা

করব, যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তে বলতেন, যেতাম !

উষানাথ

তুমি আমাকে ভালবেসেছ ?

রুস্তানা

কাল বলব।

উষানাথ

বলবে ?...

[উষানাথ রুস্তানার মুখচুম্বন করিতে যাইতেছিল এমন সময় দেখিল সম্মুখে কমলা। এই সময়ে বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টি আসিল]

কমলা

কি সেনাপতি, ইরাণদেশে সৈন্যসংখ্যা কত, কি তাহারা আহার করে, কি পরিচ্ছদ পরিধান করে, এ সমস্ত আবশ্যকীয় রাজনৈতিক সংবাদ নর্ত্তকীর নিকট সংগ্রহ করা বোধ হয় সমাপ্ত হয়েছে ?

উষানাথ

(ত্রস্তে) হাঁ্যা, আমি…এই…জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম যে ইরাণ দেশে সৈন্যেরা…কিরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে…

কমলা

আর, 'কিরূপ বীরত্বের সহিত সেখানকার সেনাপতি তার প্রেমিকার চক্ষের উপর একজন ভিখারিণীকে আলিঙ্গন করে ?' এ প্রশ্নের কি উত্তর পেলেন ? ভিখারিণী, আলিঙ্গনে উন্মত্তা ছিলে, বোধ হয় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অবসর পাও নি। ব্যভিচারিণী, ব্যভিচারে মত্ত হয়ে পথে পথে পথের লোকের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াও, শীলতা শীষ্টাচার কোথা থেকে শিখ্‌বে ? সুধু ঐ দস্যুর বামন হয়ে চাঁদে হাত নয়, মনে রেখ স্থলবিশেষে তুমিও অতি বামন, আর চাঁদে হাত দিতে গিয়ে তোমারও শাস্তি ও শিক্ষা ঐ দস্যুর অপেক্ষা অনেক বেশী হতে পারে। তুমি স্ত্রীলোক, আজ এই পর্য্যন্ত। পেটের জন্য পুরস্কারের আশায় এসেছ, এই ভিক্ষা নাও ; আর দ্বার উন্মুক্ত, এখনি এখান থেকে দূর হয়ে যাও।

[কমলা পালঙ্কের উপর বালিশে বুক রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল ; অমলা ও সহচরীদ্বয় ছুটিয়া কমলার কাছে গেল। রুস্তানা ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট গিয়া উষানাথের দিকে

একবার ফিরিয়া চাহিল; উষানাথ প্রথমে একবার কমলার কাছে ছুটিয়া গেল ও তখনই দ্বারের নিকট রুস্তানার কাছে আসিল। সেই সময় বাহিরে বিদ্যুত ও বজ্রাঘাত হইল।]

উষানাথ

কাল আস্‌বে?

রুস্তানা

আস্‌ব…

[অম্বর দুর্গস্থিত অষ্টভুজা শিলাদেবীর মন্দিরে পুণ্ডরীকের অধ্যয়ন কক্ষ। কাশীমদ উপবিষ্ট; পুণ্ডরীক এক খানি কৃষ্টবর্ণ উত্তরীয় উন্মোচন করিতে করিতে প্রবেশ করিল।]

পুণ্ডরীক

কাশীমদ, কখন এসেছ?

কাশীমদ

পিতা, আমার আজ গিয়াছিলেন?

পুণ্ডরীক

কখন এসেছ?

কাশীমদ

(ভীত হইয়া) এইমাত্র।

পুণ্ডরীক

তোমার দণ্ডের সব সংবাদ পেয়েছি: কষ্ট কি বড় বেশী হয়েছিল?

কাশীমদ

পিতা, আপনার কৃপায় শরীরে যেরূপ বললাভ করেছি তাহাতে দাস কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু, পিতা, একটা বড় কষ্ট হয়েছিল; সে কষ্ট আমার নূতন কিন্তু বড় তীব্র, বড় ভয়ানক!

পুণ্ডরীক

বৎস, আমারি জন্য তোমাকে এই নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, সে জন্য আত্মগ্লানিতে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত। বৎস, সন্তান, আমাকে ক্ষমা করিও।

কাশীমদ

(পুণ্ডরীকের পদে নতজানু হইয়া) পিতা, ভগবান্, আমার ইষ্টদেবতা, আমি আপনাকে ক্ষমা করব! জানেন না কি, আমার শরীর, মন, আমিত্ব সবই আপনার; আমার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই নাই? আমি আপনার দাস, আপনার ক্রীতদাস!

পুণ্ডরীক

তুমি আমার কৃতজ্ঞ সন্তান!

কাশীমদ

ভগবান! শুনেছি আমার মা আমাকে প্রসব করে পথিপার্শ্বে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন···বোধ হয় ভেবেছিলেন মানুষ নয়, পশু প্রসব করেছেন। সেই মাতৃপরিত্যক্ত, আসন্নমৃত্যুমুখেপতিত, পশুশাবক-রূপী সদ্যজাত শিশুকে আপনি পথ থেকে কুড়িয়ে এনে পালন করেছেন, শিক্ষা দিয়ে পশুকে মানুষ করেছেন। আমার প্রাণ আপনার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় পূর্ণ। আপনি আমার পিতা, আপনি আমার ভগবান।

পুণ্ডরীক

কাশীমদ, তোমার পশুর আকার হলেও তুমি মানুষ...(স্বগত) আমার মত মানুষের আকারে পশু নও। যাক্...কাশীমদ, তুমি কি নূতন যন্ত্রনা পেয়েছিলে যাতে তোমার এত কষ্ট হয়েছিল ?

কাশীমদ

প্রভু, দণ্ডাজ্ঞার পর ত সিপাহীরা হস্তপদ আবদ্ধ করে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে, তপ্ত বালুকার উপর আমাকে নিক্ষেপ করলে আর এক খানা গুরুভার প্রস্তর আমার বুকের উপর চাপিয়ে দিলে। প্রথমে তুচ্ছ মনে করেছিলাম ; ভ্রম ! দেখ্তে দেখ্তে কষ্ট অসহ্য মনে হ'তে লাগল,' অনিচ্ছাস্বত্বেও 'জল', 'জল' বলে চিৎকার করতে লাগলাম। চতুর্দ্দিকে দর্শকবৃন্দ আমার যন্ত্রণা দেখে হাস্তে লাগ্‌ল', ব্যঙ্গ কর্‌তে লাগ্‌ল'। প্রাণ যায়, এমন সময় দেখলাম এক অপ্সরানিন্দিতা দেবীমূর্ত্তি আমার প্রাণদাত্রীরূপে স্বর্গ থেকে নেমে আস্‌চেন। তিনি আমায় সান্ত্বনা দিলেন, আঁচল দিয়ে আমার কপালের ঘাম উন্মোচন করলেন, তুষার শীতল জল দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করলেন, আমি বাঁচলাম। তিনি কে জানেন ? কাল সন্ধ্যার সেই নর্ত্তকী—যাকে আক্রমণ করেছিলাম বলে আমার ঐ শাস্তি হচ্ছিল।

পুণ্ডরীক

সেই ভিখারিণী ইরাণি বালিকা !

কাশীমদ

হ্যাঁ, পিতা, সেই বালিকা। কিন্তু তিনি ইরাণি নন, ভিখারিণী নন, তিনি দেবী। যখন তাঁর সুকোমল করস্পর্শে আমার সব যন্ত্রণা দূরীভূত হচ্ছিল তখন সেই দেবীর উপর পশুর মত অত্যাচার করেছি ভেবে মনে বড় কষ্ট হচ্ছিল ; বালিকার উপর কি যেন এক নূতন ভাবে আমার হৃদয়

আপ্লুত হচ্ছিল। পিতা, আজ আবার আপনি সেই বালিকাকে অনুসরণ কর্‌তে, আক্রমণ কর্‌তে গিয়াছিলেন? বোধ হয় তার উপর কোন অত্যাচার হয় নি? আর, আমি আজ আপনার সঙ্গে ছিলাম না, বোধ হয় আপনারও কোন অমঙ্গল ঘটে নি?

পুণ্ডরীক

প্রগল্‌ভ পশু! কার উপর আক্রমণ, অত্যাচার? সে তোমার কে? তুমি দাস, আজ্ঞা পালনমাত্র তোমার অধিকার, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা নয়!

[কাশীমদ ভীত হইয়া এক পার্শ্বে গিয়া বসিল। ভৃঙ্গার প্রবেশ করিল।]

ভৃঙ্গার

কিন্তু, একজন সহপাঠী বাল্যবন্ধুর সে অধিকার থাক্‌তে পারে, কি বল দেবতা?

পুণ্ডরীক

কে, ভৃঙ্গার? এতদিন কোথায় ছিলে? শোন, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।

ভৃঙ্গার

আমারও যৎকিঞ্চিৎ আছে, না হ'লে এই ভরাসন্ধ্যাবেলা মনুষ্য-রক্তলোলুপা মা অষ্টভুজার মন্দিরে এসেছি। তার উপর, প্রবেশ করেই প্রাঙ্গণে প্রথম দৃশ্য,—হাড়িকাট; —দেখ্‌লে গা কেঁপে ওঠে, ঘাড়ে মুণ্ডুটা ঠিক আছে কি না, সন্দেহ উপস্থিত হয়।

পুণ্ডরীক

তোমার এত কি বিশেষ আবশ্যক, ভৃঙ্গার?

ভৃঙ্গার

আবশ্যক আছে বৈ কি, দেবতা! তা না হ'লে এই ফাঁসি, ছুরির হাত থেকে এড়িয়ে এসে আবার ঐ হাড়িকাটের কাছ মাড়াই! তার উপর, মাথাটা কবির মাথা, একলক্ষ কবিতার কবির মাথা, মাথাটাও ত বড় সস্তা নয়।

পুণ্ডরীক

দেখ, কাল সন্ধ্যার সময় দেখলাম তুমি পথিমধ্যে একটা বেদেনির সঙ্গে নৃত্য করছিলে; আজ আবার দেখলাম্ তারি সঙ্গে নৃত্য করচ', তার জন্য ভিক্ষা করচ'; তোমার এতদূর অধোগতি হয়েছে?

ভৃঙ্গার

দেখ দেবতা, দুনিয়ার ঐ অধঃ উর্দ্ধর, উচু নীচুর কিছু ভাব পেলাম না। এই আমি কবি, একলক্ষ কবিতার কবি...বলনা, তোমার সঙ্গে কবিতাতেই বাক্যালাপ করচি...

পুণ্ডরীক

না, না...তুমি এমনিই বল।

ভৃঙ্গার

জান ত, চতুষ্পাঠিতে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, অলঙ্কার, ইত্যাদি তোমারই সঙ্গে অধ্যয়ন করলাম; ক্রমে হয়ে উঠ্‌লাম এক মস্ত কবি, একলক্ষ কবিতা রচনা করলাম কিন্তু পেটের দুঃখ ঘুচ্‌ল না; ভৃঙ্গার বামুন যে ভিখারি সেই ভিখারিই রয়ে গেল। অনেক দেখে, অনেক ঠেকে এইটি শিখলাম যে পয়ার লিখে পেট ভরে না। কাল দেখি, প্রাতঃকাল থেকেই ক্ষুধার প্রকোপ বড় বেশি হয়ে উঠ্‌ল;—কথায় বলে 'লক্ষিছাড়ার ভক্ষি বাড়া'। সারাদিন সহরে ঘুর্‌লাম কিন্তু এমন একজনকেও দেখ্‌তে পেলাম না যে বুভুক্ষু কবিকে আদর আহ্বান করে, অন্নদান করে।

অপরাহ্ণে দেখি পথে ঐ ছুঁড়ি নাচ্‌চে, খুব জমিয়েছে, চারিদিকে লোক হৈ হৈ, কর্‌চে। ছুঁড়ি ভিক্ষা চাইতে এল আমার কাছে; খুলেই বল্‌লাম, 'উপস্থিত অর্থের কিঞ্চিৎ অভাব তবে একটা কবিতা শুনতে চাও ত শুনিয়ে দিতে পারি'। ছুঁড়ি গোড়ায় বিগ্‌ড়েছিল বটে, কিন্তু ক্রমে বেশ রাজি হয়ে আসছিল এমন সময়, দেবতা, তোমার কাশীমদ এসে…

পুণ্ডরীক

যাক্‌…তারপর আজ আবার জুট্‌লে কি প্রকারে?

ভৃঙ্গার

'যাক' কেন দেবতা, গায়ে কি তাত্‌ লাগ্‌ল? আচ্ছা, তবে এখন থাক সে কথা। যেমন কাশীমদ ছুঁড়িকে গিয়ে ধরা আমি ত তখনি মরা। তার পর তার নল, নিল, গয়, গবাক্ষ নিয়ে সেনাপতি উষানাথের আগমন ও কাশীমদ রাক্ষসের হাত থেকে সিতার উদ্ধার। ছুঁড়িটা দেখলাম উষানাথকে দেখেই মজগুল্‌, তার মুখ থেকে আর চোখ্‌ ফিরাতে চায় না।

পুণ্ডরীক

(ব্যস্তভাবে) তারপর?

ভৃঙ্গার

তারপর, উষানাথ—বেটা চরিত্রহীন, পাষণ্ড,—মনে কর্‌লে ছুঁড়ি বুঝি ঘাল; বলে 'আমার পেছনে ঘোঁড়ার উপর চড়, তোমাকে ঘরে রেখে আস্‌চি'। সেদিনকার ছোঁড়া, রাজার ভাইপো বলে একেবারে সেনাপতি হয়ে গেছে, মনে করে বেটার সাতখুন মাপ, কোথায় ছুঁড়িকে উড়িয়ে নিয়ে যেত, কে জানে। তবে ছুঁড়িও বেদের বাচ্চা, দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, দেশের লোক্‌কে চরিয়ে খায়, এক কথায় কথার ভাব বুঝে নিলে, বল্‌লে 'না, রাত্রিবেলা বনে বেড়ান আমাদের খুব অভ্যাস আছে',

এই বলেই চম্পট, আর বাবাজি আমার বনে দাঁড়িয়ে ভেকা! তখন ঐ পাগলিটে, যে বেটি তোমার মন্দিরে পড়ে পড়ে দিনরাত মাথা খোঁড়ে আর দেখ্‌তে পেলেই বেদেনিদের গালপাড়ে, সেই মাগিটে তখন ছোঁড়ার সঙ্গে কি প্রলাপ বকছিল।

পুণ্ডরীক

তোমার দশা কি হল?

ভৃঙ্গার

আমি ত দেখলাম পাখি হাতছাড়া হয়; সন্ধ্যা ভোজনের অনেকটা সুবিধা হয়ে আসছিল, দাঁওটা ছাড়ি কেন, পেছনে পেছনে ছুট্‌লাম।

পুণ্ডরীক

পাহাড়ে, বনের মধ্যে সেই অন্ধকারে পথ দেখ্‌তে পেলে কি করে?

ভৃঙ্গার

পথ দেখ্‌তে পেলাম না বলেই ত পথ হারালাম। এমন সময়, সেই অন্ধকার বনে এক যমদূতের মত চেহারা ঘাড়টি ধরে একটা বস্তির ভিতর টেনে নিয়ে গেল। দেখেই বুঝলাম বেদে বস্তি। উপস্থিত করলে দলের সর্দ্দারের কাছে। তিনি ত মহা সভা করে বসে আছেন, কেহ অহিফেন সেবন করে গম্ভীর ভাবে মগ্ন, কেহ ভাঙ্গ পানে ভোর, কেহবা গঞ্জিকায় দম্‌ দিচ্চেন, সকলে আমাকে দেখে মহা খাপ্পা,—বলে, 'আমাদের রাণিকে পথে ধরেছিলি, আবার বাড়ি অবধি এসেছিস্'। সর্দ্দার বেটা হুকুম দিলে, 'তোর দণ্ড ফাঁসি'!

কাশীমদ

(নিকটে আসিয়া) ফাঁসি!

ভৃঙ্গার

হ্যাঁ, ফাঁসি!

পুণ্ডরীক

তারপর, তারপর ?

ভৃঙ্গার

তারপর, আমার ধমনির উষ্ণরক্ত একদম জল। তৎক্ষণাৎ এক বেটা আড়া থেকে এক গাছা দড়ি ঝুলিয়ে দিলে আর ক'জন মিলে তার নিচে একটা কাটের চৌকি বসিয়ে দিলে। বন্দবস্ত সব ঠিক, যেন বেটাদের ফাঁসি দেওয়াই ব্যবসা। হাত পা বেঁধে ত আমাকে চৌকির উপর খাড়া করলে, গলায় রজ্জুটিও সংলগ্ন হ'ল, ভাবলাম 'রজ্জুগলে' নাম দিয়ে একটা কবিতা রচনা করে ফেলি; কিন্তু, দেবতা, ভয়ে তখন ভাব যুটুল' না! তবুও বেটাদের বল্‌লাম, 'আমি শত্রু নই, বন্ধু, কাব্য রচনা করে থাকি, এক লক্ষ্য কবিতা রচনা করেছি,' ইত্যাদি। সর্দ্দার বেটার বোধ হয় মন একটু ভিজ্‌ল; বল্লে, 'আচ্ছা যদি আমাদের দলের কোন বেদেনি তোকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়, আর তার পর যদি তুই আমাদের দলে ভিড়িস ত তোর ফাঁসি মকুব, কিন্তু যদি কোন বেদেনিই তোকে না চায় ত যে ফাঁসি সেই ফাঁসি।'

কাশীমদ

তোমার ত দেখচি, ঠাকুর, আমার চেয়ে নির্যাতন বড় বেশীই হয়েছে।

ভৃঙ্গার

শোন্, জানোয়ার, আগে শেষ অবধি শোন, তারপর মন্তব্য প্রকাশ করিস! গলা ত দেবতা, রজ্জুতে আবদ্ধ, পা কিন্তু তখনও চৌকিতে ঠেকে। নানা বর্ণের মেয়ে মানুষ সব বেরুতে সুরু হ'ল। কেউ খোঁড়া, কেউ খেঁদা, কেউ শুট্‌কো, কেউ গেঁটা; কিন্তু দেবতা, আমি তখন ফাঁসির আসামি, ভয়ে চেহারা ভেস্তে রয়েছে, আমায় তখন কে নেবে বল? একে একে তা'রা ত সব পাশ কাটা'ল, আর আমারও শেষ আশার শেষ হ'ল,

দোদুল্যমান হই আর কি, এমন সময় ছুটে এল সেই ছুঁড়ি, এসেই বল্লে, 'ঐ আমার স্বামী'!

পুণ্ডরীক

সেই ইরাণি! বল্লে, তুমি তার স্বামী?

ভৃঙ্গার

আবার কে, দেবতা? মহা হৈ হৈ পড়ে গেল, গলা থেকে দড়ি গাছটা যেন আপনি খসে পড়্‌ল। সর্দ্দার বেটা আমাদের পায়ের কাছে একটা কলসী ভেঙ্গে দিয়ে বল্লে, 'যা, এক বছরের জন্ম তোরা স্বামী ও স্ত্রী'!

পুণ্ডরীক

সত্যই বিবাহ করলে?

ভৃঙ্গার

বিয়ে কর্‌ব না ত কি ঝুল্‌ব, দেবতা?

পুণ্ডরীক

যাক্, তারপর রাত্রিবাস কর্‌লে কোথা?

ভৃঙ্গার

আবার কোথা? নব শ্বশুরালয়ে! যাচ্ছিলাম যমালয়, জুটে গেল শ্বশুরালয়। এই জন্যই বলে, 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব'।

পুণ্ডরীক

এক শয্যায় শয়ন করেছিলে?

ভৃঙ্গার

হুঁ...

পুণ্ডরীক

তাকে স্পর্শ করেছিলে?

ভৃঙ্গার

ঐটি কেবল হয়নি, দেবতা।

পুণ্ডরীক

তাকে বিবাহ করলে, এক সঙ্গে শয়ন করলে, আর তাকে স্পর্শ কর নাই?

ভৃঙ্গার

সে বড় মজার কথা। শয্যার উপর বসে নববধূর হাতটি ধরতে গেছি, লাফিয়ে পালাল'। বুকে কি একটা কবচ আছে তাতে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে বল্লে, 'আমাকে ছুঁওনা'। আমি মনে করলাম ওটা বুঝি স্ত্রীজাতিসুলভ প্রথম মিলনের একটু মৌনলজ্জা। একটু কাছ ঘেঁষে গেলাম, —ও বাবা, কোমর থেকে এক ছোরা বার করে বল্লে 'খবরদার' বিশ হাত সরে দাড়ালুম, ফাঁসির হাত থেকে এড়িয়ে এসে আবার ছুরিতে এগুই। ছুঁড়ি বড় হাসতে লাগল, আমারও বড় কৌতুহল হল, জিজ্ঞাসা করলাম 'বৌ ছোঁর না ত কিসের বিয়ে'? উত্তর দিলে, 'আমি না নিলে যে দিত ঝুলিয়ে'। কথাটা বুঝলাম, বল্লাম 'বেশ, ধরি মাছ ত না ছুঁই পানি, এই সম্পর্কই থাক'। তা দেবতা, তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। ছুঁড়ির একটা বেশ সুন্দর ছাগলবাচ্ছা আছে, সেইটাকেই কোলে নিয়ে বাকি রাতটুকু সুখে কাটিয়ে দিলাম। তুমিও যেমন দেবতা, আমি কবি, দার্শনিক কবি,—শাস্ত্র, পাতঞ্জলের পর আর ছুঁড়িতে ছাগলে বিশেষ প্রভেদ থাকে না।

পুণ্ডরীক

কোন পুরুষ তাকে কখন স্পর্শ করে নাই?

ভৃঙ্গার

তার বুকে কবচ থাকতে সে যে কোন পুরুষকে ঘেঁষতে দিয়েছে

এ বিশ্বাস্ হয় না, তারপর তার কোমরে যা ছোরা আছে তার কাছে এগোয় কার সাধ্য।

পুণ্ডরীক

তুমি আমার পদস্পর্শ করে শপথ কর, বল যে তুমি বা আর কেহ কখন তার কেশাগ্রও স্পর্শ করে নাই।

ভৃঙ্গার

সবই কর্‌তাম, দেবতা, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আর তাই শুধাতেই আজ এসেছি...

পুণ্ডরীক

কি কথা ?

ভৃঙ্গার

কথা প্রথম এই যে কোথায়, কোন্ নবপরিণীত স্বামী ও স্ত্রী, বিবাহ বাসরে, ফুলশয্যায় শয়ন করে পরস্পরে স্পর্শ কর্‌লে কি না কর্‌লে, তুমি জন্মসন্ন্যাসীন্, তোমার এ সব খবরের জন্য এত অস্থিরতা কেন বল দেখি ?

পুণ্ডরীক

থাম·

ভৃঙ্গার

না, দেবতা, আমি থাম্‌ছি না। লোকে বলে পাহাড়েও ফাড় ধরে, তা তুমি ত দেখ্‌ছি বেশ চিড় খেয়েছ। কিন্তু এ বড় তাজ্জবের কথা...

পুণ্ডরীক

হুঁ... (ভৃঙ্গারের নিকট হইতে দূরে গিয়া তাহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইল।)

ভৃঙ্গার

তুমি বাল্যসন্ন্যাসী,—অধ্যয়নে, চরিত্রগঠনে জীবনটাকে পাত করেছ। চিরকাল পেচকের মত চিন্তাশীল, সহপাঠীদের সঙ্গে ত কখন কোন ক্রীড়া কৌতুকে যোগদান করনি যেন তাদের সঙ্গে বস্‌লে, হাস্‌লে তোমার জাত যেত। কেবল অধ্যয়ন, অধ্যয়ন, অধ্যয়ন, আর নিষ্ঠা, নিষ্ঠা, নিষ্ঠা! গোঁপ বেরুতে না বেরুতেই ত দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শাস্ত্রাদি সব শেষ কর্‌লে, দেশ বিদেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা তোমার কাছে আস্‌ত মত জিজ্ঞাসা কর্‌তে, দেশের লোকে বল্‌ত তুমি মানুষ নয়, দেবতা। তা, দেবতা, তুমি স্বর্গের দেবতা, তোমাকে কাল থেকে নরকের নিম্নস্তরে দেখ্‌ছি কেন? এত উঁচু কি এত নীচু হয়?

পুণ্ডরীক

ভৃঙ্গার, সহপাঠী, বন্ধু, কেন দেখ্‌ছ তাই বল্‌বার জন্যই তোমার সঙ্গে আবশ্যক। শোন, এ সংসারে উঁচু নীচু কিছু নাই। জগৎ আমাকে জগৎ থেকে তুলে স্বর্গে স্থান দিয়েছিল, আর তুমি, লোকে বলে তুমি উন্মাদ···

ভৃঙ্গার

ঐ সম্বন্ধে, দেবতা, লোকের সঙ্গে আমার বিশেষ মতভেদ আছে। আমি উন্মাদ কিসে? অ্যাঁ?...বল্‌বে, মহাজনেরা বলে গেছেন যে পাগল, প্রেমিক ও যাঁরা পদ্য লেখেন এ তিন জাতিই এক ছাঁচে ঢালা। তা, দেবতা, যদিও সে প্রস্তাবে মত দি, ত সে হিসাবেও ভেবে দেখ তুমি ত উপস্থিত প্রেমিক আর আমি পদ্য লিখেই থাকি, সুতরাং আমরা উভয়েই তুল্য মূল্য, এক জাতীয় ও এক ছাঁচে ঢালা, সুতরাং উভয়েই পাগল! কেমন? কিরূপ প্রবল যুক্তি, কিরূপ অকাট্য নির্ণয়···অ্যাঁ··· ?

পুণ্ডরীক

ভৃঙ্গার, তুমি ত আমারি প্রস্তাব সমর্থন করছ। তুমি চিন্তাশক্তিহীন তবুও ঐ বালিকাকে বিবাহ করে, নিশীথে, নিভৃত-কক্ষে, দাম্পত্যশয্যায় শয়ন করে তার প্রেমালিঙ্গন প্রার্থনা করেছিলে। বালিকা, যে কারণেই হউক; নিষেধ করেছিল; তুমি অমনি সংযত হয়ে একটা ছাগশাবককে কোলে নিয়ে মহাসন্তোষে রাত্রি শেষ করলে। আর আমি,—আমার অভিমান, আমি বিদ্বান, শুদ্ধাচারী, সংযমে আদর্শচরিত্র,—আমি শুধু তাকে দেখেছি, দূর থেকে দেখেছি মাত্র, আমি আজ দুর্নিবার বাসনাবশে উন্মাদ; আমার দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, অস্তিত্ব সব ঐ পথভিখারিণী ইরাণি বালিকার দৃষ্টিসঙ্ঘর্ষে বিদারিত, বিচূর্ণিত হয়েচে! ছি, ছি, ছি,...

ভৃঙ্গার

পড়েছ যে বড় উঁচু থেকে, দেবতা,—জখম ত একটু বেশীই হবে। কিন্তু ঔষধি ত তোমার নিজের কাছেই আছে। মেয়েমানুষ ত আজীবন প্রত্যাখ্যান করে এসেছ, তারা এক পথে গেলে তুমি তাদের উল্টো পথে যেতে। কিন্তু এও জানি, যদি কখনও স্ত্রীলোক দেখে কোনরূপ চিত্তবিকারের আশঙ্কা করতে, তৎক্ষণাৎ অধ্যয়ন ও কঠোরতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে সুচনাতেই রোগের শান্তি করতে। সেইরূপ একটা দাওয়াই ছাড়, দেবতা; তুমি স্বর্গের দেবতা, তোমার পা পেছলালে আমরা মর্ত্তের মূর্খ মানুষ, আমরা দাঁড়াই কি করে?

পুণ্ডরীক

ভ্রম, ভৃঙ্গার! শুধু রমণিদর্শনে পুরুষের কখন চিত্তবিকার হয় না। কালের ক্রীড়াপুত্তলি পুরুষ, কালপূর্ণ হলে তার অন্তঃশত্রু সমূহ আপনি জাগরিত, আপনি উন্মত্ত হয়ে উঠে। তখন আর তার বিপ্লুতবৃত্তিনিচয় সংযমের শাষন মানে না,—অস্থির হয়ে চারিদিকে আপন তৃপ্তির আধার

অন্বেষণ করে। তখন, কোথা হ'তে তার বাঞ্ছিতপ্রতিমা অপ্সরাবেশে আপনি এসে সম্মুখে উপস্থিত হয়, আর বৃত্তিপ্রপীড়িত পুরুষ উন্মত্ত হয়ে তাকে আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে আহ্বান করে, তাকে হৃদয়ের লৌহদ্বার খুলে দিয়ে তথায় পূর্ণ আধিপত্য দান করে। আমি মূর্খ, তাই মনে করেছিলাম এ প্রাণ পাষাণ প্রাচিরে বেষ্টিত, কামিনীলিপ্সা কখন এ হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ভগবান...ভগবান...কেন তুমি মানব হৃদয়ে সংযমশক্তি এত ক্ষীণ করেছ?...কেন তুমি পশুপ্রবৃত্তিকে এত প্রবল করেছ?...কেন তাকে মনুষ্য হৃদয়ে এত বেশি স্থান, এত বেশি অধিকার দান করেছ?...

ভৃঙ্গার

দেবতা, পড়েছ ত প্রেমে আমার ঐ শুট্‌কো ছুঁড়ির? তা, কবেই বা তাকে দেখ্‌লে, আর এর্‌ই মধ্যে কি করেই বা এত মজ্‌লে...? ছুঁড়ি এদিকে মিন্‌মিনে কিন্তু কাজে ত বড় ওস্তাদ দেখ্‌ছি!

পুণ্ডরীক

কবে তাকে দেখেছি? সে ঘটনা অতি সামান্য কিন্তু কি ভয়ানক পরিণাম! একদিন এই অধ্যয়ন কক্ষে, ঐ বাতায়নে বসে প্রকৃতির সান্ধ্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করছিলাম। সমস্ত বিশ্ব তখন রক্তরবিকরে বিভাসিত যেন প্রকৃতিসতি তার রক্তিম ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা কেটে শশধরের প্রতিক্ষা কর্‌ছে। সেই সময় হঠাৎ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হ'ল... সেরূপ দৃশ্য আর জীবনে কখন দেখি নাই। দেখ্‌লাম, ঐ ইরাণি বালিকা করতাল বাজায়ে পথে নৃত্য কর্‌ছে। মনে হ'ল যেন সে অলোকসুন্দরী নারী মরজগতের নয়, ত্রিদিবের। তার সৌন্দর্য্যে, শরীরসৌষ্ঠবে, নিপুণপাদবিক্ষেপে আমি চমৎকৃত হলাম, সম্মোহিত হলাম...চক্ষু আর সে দৃশ্য হ'তে ফির্‌তে চাহিল না। মনে হ'ল যেন ঐ মোহিনী নর্ত্তকী

শত সংখ্যাতীত মূর্ত্তি ধারণ করে আমার অন্তরের অভ্যন্তরে নৃত্য কর্‌ছে ; হৃদয় অভীভূত হ'তে লাগ্‌ল ..অন্তরের শুদ্ধতা, সংযম যেন সমস্ত জড়ীভূত, নিদ্রাগত হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল...দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণে একটা ভীতির সঞ্চার হ'ল·· মনে হ'ল যেন নিয়তি আমাকে গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে·· ভাবলাম পালাই ! কোথায় পালাব ?···হর্ম্ম্যতলের মর্ম্মরসমূহ যেন আমাকে আকোটি গ্রথিত করেছে...আমি জড়পুত্তলির ন্যায় সেখানে বসে রহিলাম···শরীর তুষার শীতল, মস্তিস্ক জ্বলন্ত অঙ্গার ! তখনি দেবী মন্দির হ'তে সন্ধ্যা আরতির বন্দনাগীতি শ্রুত হ'ল, আর মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সেই মোহজাল ইন্দ্রজালের ন্যায় আমার কল্পনা-নয়ন হ'তে অপসারিত হল···ছুটে মন্দিরে গেলাম, মা শিলাদেবীর পদে আত্মনিক্ষেপ কর্‌লাম, কিন্তু মনে হ'ল অন্তর হ'তে কি যেন অন্তর্হিত হয়েছে, আর আস্‌বে না, আর জাগ্‌বে না... । অনসন, অধ্যয়ন শতগুনে বৃদ্ধি কর্‌লাম...সব পণ্ড...সব পণ্ড...সব পণ্ড...

ভৃঙ্গার

দেবতা, আজ তোমার অবস্থা দেখে, আমি হাল্‌কা মানুষ, আমারও বুক ফেটে যাচ্ছে, এ দুনিয়ার উপর ঘৃণা হচ্ছে। যাই হোক্‌, দেবতা, তুমি ও ছুঁড়িকে ছেড়ে দাও...সংযমে, সাধনায় দ্বিগুণ মনোনিবেশ কর ; উন্মাদ বলে কথাটা ঠেল না, দেখ্‌বে এখনি এই ক্ষণিকের কুজ্ঝাটিকা কেটে গিয়ে আবার দিব্যালোক বিকশিত হবে।

পুণ্ডরীক

আর আলোকের বিকাশ হবে ! আমি আজীবন ঐ আলোকের অনুসন্ধান করেছি...ঐ অন্বেষণে,—অনসনে, অধ্যয়নে, নিষ্ঠায়, কঠোরতায়, শুদ্ধাচারে, শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করেছি,···ব্যর্থ, সব ব্যর্থ··· ! দুর্নিবার বাসনার ধার কার সাধ্য রোধ করে ?···ঐ দেখ, ভৃঙ্গার, এক

মূর্খ পতঙ্গ, আমারি মত আলোক অন্বেষণে ধাবিত হয়েছে,···আবার দেখ, পথে এক উর্ণনাভ কি ভয়ানক জাল বিস্তার করে তারই জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে!···ঐ দেখ, পতঙ্গ ধৃত...উর্ণনাভ উর্দ্ধশ্বাসে তাকে গ্রাস কর্‌তে যাচ্ছে!···আমিও ঐ আলোকপ্রয়াসী পতঙ্গের মত চিত্তবৃত্তির মহাজালে আবদ্ধ হ'য়ে পীড়িত, নিষ্পেশীত হচ্ছি।...আত্মপ্রতারিত শাস্ত্রজ্ঞান! তুমি অসহায়, শরণাপন্ন মানবকে কল্প কল্পান্তর হ'তে আলোক মরিচিকার পথ প্রদর্শন কর্‌ছ·· আর ক্ষুদ্র মানব পথে নিজপ্রবৃত্তির লৌহজালে বিজড়িত হয়ে অনন্তকাল শতনির্যাতন সহ্য কর্‌ছে! শাস্ত্র, তুমি মিথ্যা...মিথ্যা দর্শন, বিজ্ঞান... মিথ্যা ইন্দ্রিয়-দমন, চরিত্র-গঠন···মিথ্যা শুদ্ধাচার, সংসারবর্জ্জন···ভগবান, ভগবান···তুমি...মিথ্যা...

ভৃঙ্গার

ছি, ছি, দেবতা, অতদূর যেওনা! প্রেমে পড়েছ, প্রলাপ বক... ভগবানকে নিয়ে টানাটানি কেন? বরং, ঐ ব্বেটাকেই ডাক, প্রাণে শান্তি পাবে।

পুণ্ডরীক

না, না, এ হৃদয়ে আর শান্তি নাই! উদ্দাম, অপ্রতিহত বেগে বাসনা স্রোত আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে,—আর আমি বাতবিক্ষুব্ধ, উত্তাল-তরঙ্গশীরে ক্ষুদ্র তৃণের মত উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হতে হতে চলেছি। প্রতি-রোধের উপায় নাই,...যতই চেষ্টা কর্‌ছি, আজীবনের রুদ্ধস্রোত আজ ততই উন্মত্ত হয়ে, উদ্বেলিত হয়ে, বালির বাঁধ বিদীর্ণ করে, উচ্ছলিত কলেবরে আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, সংযম সমস্ত বিপ্লাবিত, ব্যাপ্ত কর্‌ছে।...কূল নাই, ভৃঙ্গার! কূল নাই, আমি অকূলে পতিত···আমি মহা নরকসমুদ্রে নিমজ্জিত!...

[দৃশ্যাবলি পরিবর্ত্তন কৌশলে নরক পরিদৃশ্যমান হইল;
নরকাগ্নিমধ্যে রুস্তানা নৃত্য করিতেছে।]

ওই…ওই…নরক…নরক…লোলজিহ্ব নরকাগ্নি চারিদিকে হু হু জ্বলচে! তার মধ্যে ইরাণি, তাণ্ডব নৃত্য কর্‌ছে…আমায় ডাক্‌ছে, আমায় টান্‌ছে, আমায় যেন কি অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ করেছে…আমি এ আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পার্‌ব না,…এ আবাহন আমি প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার্‌ব না…ঐ চলে যায়,…ইরাণি যেওনা,…দাঁড়াও,…অপেক্ষা কর,…তোমার জন্য আমি ঐ জ্বলন্তনরকসমুদ্রে ঝম্পপ্রদান কর্‌ব!

[শাকির বেগে প্রবেশ]

শাকি

বাবা…বাবা!…!

নেপথ্যে গান।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি…

[নরকের ছায়া অদৃশ্য হইল, ও মঞ্চের সম্মুখ আলোক পুনর্দ্দীপ্ত হইলে দৃষ্ট হইল যে পুণ্ডরীক কাশীমদের ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। ভৃঙ্গার ও শাকি হতবুদ্ধি হইয়া দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছে। সেই সময় নেপথ্যে মন্দির হইতে বন্দনাগান শ্রুত হইতে লাগিল ও সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে যবনিকা পতিত হইল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

——:o:——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[দুর্গের নিকটবর্ত্তী বনপথ। মঞ্চ প্রায় অন্ধকার; বৃক্ষের অন্তরাল হইতে স্থানে স্থানে চন্দ্রালোক পড়িয়াছে। ভৃঙ্গার যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রবেশ করিল; তাহার পশ্চাতে পুণ্ডরীক আসিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। ভৃঙ্গার ভয়ে চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।]

ভৃঙ্গার

ও বাবারে! রাম, রাম, রাম।

পুণ্ডরীক

চুপ, চীৎকার কর না···আমি! কোথা যাচ্ছ?

ভৃঙ্গার

কে? দেবতা! উঃ, বাঁচলাম! আমি মনে করেছিলাম কোন উপদেবতা! তা, তুমি দেবতা এই রাত্রে ভুতের মত ভীষণ আকৃতি করে কোথায় যাচ্চ? বড় ভয় হয়েছিল, দেবতা। স্থানটা বড় খারাপ··· রাম, রাম, রাম···

পুণ্ডরীক

তুমি একা কোথা যাচ্ছ, তোমার ইরাণি কোথায়?

ভৃঙ্গার

তাকে নিয়েই ত বড় গোলে পড়েছি, দেবতা। ভিক্ষা শেষ করে দু'জনে ঘরে ফিরছি, এই পথ দিয়ে যাচ্ছি, ব্যস...আর নাই; কোথাও

আর তাকে দেখ্তে পাচ্ছি না। সে দিনের মত ত তোমার কালীমদ তাকে কোথাও উড়িয়ে নিয়ে গেল না? বল, দেবতা যদি জান ত...না হ'লে আবার বাড়ি ফিরে ফাঁসির ফ্যাসাদে পড়্তে হবে। কেও?... রাম, রাম, রাম...

পুণ্ডরীক

কখন চলে গেল দেখ্তে পেলে না? যাচ্ছিলে ত দু'জনে এক সঙ্গে?

ভৃঙ্গার

এক সঙ্গে বইকি, দেবতা! এরই মধ্যে কখন সে কোন দিকে গেল অথবা আমিই কখন কোন দিকে এলাম, কিছুই ঠাওরাতে পার্ছি না।

পুণ্ডরীক

বড় আশ্চর্য্য!

ভৃঙ্গার

আশ্চর্য্য বৈকি, দেবতা, আমি ত তাজ্জব। তার এ সব পথ খুব চেনা আছে, এম্‌নি ত তার পথ হারাবার কথা নয়!

পুণ্ডরীক

আরও আশ্চর্য্য, সে আমারও লক্ষ্য ব্যর্থ করেছে।

ভৃঙ্গার

তুমি আমাদের অনুসরণ কর্‌ছিলে না কি, দেবতা?

পুণ্ডরীক

হাঁ্যা,... আমি দেখ্‌লাম তোমরা দু'জনে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌ছ, তারপর এই স্থানে এসে হঠাৎ আর তাকে দেখ্তে পেলাম না।

ভৃঙ্গার

বুঝেছি, সেই জন্যই এত রাত্রে এই স্থানে! আচ্ছা, দেবতাদের কি সব বাড়াবাড়ি···উঠ্‌তেও যেমন পড়্‌তেও তেমন? আগুন লাগ্‌ল

ত হাউইএর মত শোঁ, শোঁ করে একেবারে স্বর্গে, আর নিবল আগুন ত তেমনিই আবার শোঁ, শোঁ, করে একেবারে 'পপাত ধরণিতলে'! আমাদের, দেবতা চড়াই কম সুতরাং পড়লেও বড় বেশী চোট্ লাগে না, সাম্‌লে যাই। তোমার হাতে ওকি, দেবতা... ?

পুণ্ডরীক

একে নিবিড় বন, তার উপর রাত্রিকাল···ও একটা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র মাত্র!

ভৃঙ্গার

অ্যাঁ...সত্যই তবে বনে ভয় আছে নাকি, দেবতা? অ্যাঁ, আমার ত অস্ত্র নাই, তুমি এ নিরস্ত্রকে রক্ষা কর, দেবতা,···রাম, রাম, রাম, রাম, রাম···

পুণ্ডরীক

তুমি নিশ্চয় জান সে কোন অভিসারে পলায়ন করে নাই?

ভৃঙ্গার

নিশ্চয় জানি, দেবতা! আমি তার স্বামী, তার স্বয়ংবরের স্বামী, আমাকেই সে বড় আমল দেয়, পরপুরুষ ত পরের কথা!

পুণ্ডরীক

অন্তরালে সরে এস, কার পদশব্দ শ্রুত হচ্চে!

ভৃঙ্গার

অ্যাঁ, কিসের শব্দ! বাবারে! রাম, রাম, রাম, রাম, রাম··· য পলাতি স জীবতি ··

[ভৃঙ্গার ছুটিয়া পলাইল ও অপর দিক হইতে অশ্বপৃষ্ঠে উষানাথের প্রবেশ।]

উষানাথ

কে ওখানে ? কার কণ্ঠস্বর ? দস্যু বা দানব যেই হও সম্মুখে এস, সাক্ষাৎ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হব না। কৈ, কোথায় তুমি ?

পুণ্ডরীক

(বৃক্ষান্তরাল হইতে স্বগত) এই স্থানেই ইরাণি পলাতক, এই স্থানেই উষানাথ,…অপবিত্রা ইরাণি !

উষানাথ

কৈ, কোথায় কে ?

পুণ্ডরীক

(গম্ভীর-স্বরে) সেনাপতি উষানাথ !

উষানাথ

কে তুমি অন্ধকারে অন্ধকার চেহারা ? কিন্তু যেই হও নামটি ত বলেছ ঠিক। আবরণ উন্মোচন কর, বল এ রাত্রে আমার সঙ্গে তোমার কি আবশ্যক।

পুণ্ডরীক

অভিসারে যাচ্ছ ?

উষানাথ

হ্যাঁ, তাও ঠিক…গোপনের আবশ্যক কি !

পুণ্ডরীক

এক প্রহর রাত্রে ?

উষানাথ

হ্যাঁ, সে সময়ও ত উত্তীর্ণ প্রায়। সবই যদি জান ত বনে বৃথা বাক্যব্যয় করে সময় নষ্ট করাচ্ছ কেন ? তুমি নিজের পথ দেখ, আমি সোজা আমার পথে চলে যাই।

পুণ্ডরীক

এ পথে সোজা কোথায় যাবে, বিরামবাগে ?

উষানাথ

বাঃ, সে খবরও আছে দেখ্ছি। তবে ত এও জান সেখানে ইরাণি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার মত ঐ অন্ধকার মূর্ত্তির সঙ্গে সময় নষ্ট না করে সুন্দরি ইরাণির সঙ্গে দুটো প্রেমালাপ কর্‌লে কাজ দেখ্‌বে।

পুণ্ডরীক

তোমার ইরাণি ত রুস্তানা।

উষানাথ

বহুত আচ্ছা! বল্‌ছ ত সবই ঠিক। এখন একবার নিজের পরিচয়টা ত দাও। যদি প্রেত হও ত সে ইরাণির কাছে যে কবচ আছে সেখানে কোন কারচুপিই চল্‌বে না। আর যদি প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হও ত এস... থাকে ত তরবারি উন্মোচন কর...রণক্ষেত্রের মত প্রেমক্ষেত্র রক্তে প্লাবিত করে শোণিতসিক্ত হস্তে প্রেমিকার কাছে উপস্থিত হই। অভিসারে প্রেমিকা ও প্রতিদ্বন্দ্বী এ দুইএর একত্র সমাবেশ বীরের পক্ষে বড় আনন্দের কথা। এস... প্রস্তুত হও...।

[পুণ্ডরীককে তরবারী আঘাত করিতে উদ্যত হইল]

পুণ্ডরীক

সেনাপতি উষানাথ, অভিসার কাল বয়ে যায়!

উষানাথ

প্রেমিকা-প্রাপ্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বী-পাত এ উভয় সুখই যদি একত্র সম্ভব হয় ত সে দুইএর মধ্যে একটা সুখ ছাড়ি কেন ?

পুণ্ডরীক

সেনাপতি ! কাল হউক বা একদিন, একমাস, এক বর্ষ পরে হউক, একদিন আবার এই স্থানে, এই সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ; তখন তোমার আবাহন উপেক্ষা করব না। এখন যাও, তোমার অভিসার কাল্ বয়ে যায়। (প্রস্থান)

উষানাথ

আশা করি কাল রাত্রেই এই স্থানে আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এখন চল্লাম, এতক্ষণ বোধ হয় ইরাণি নিরাশ হয়ে ফির্‌ল।

[প্রস্থান করিতে উদ্যোগ করিলে শাকি প্রবেশ করিয়া বাধা দিল।]

শাকি

না, না, যুবক যেওনা, কথা শোন। এই রাত্রে, ঐ পিশাচিদের সঙ্গে মিশ না ; ওরা তোমায় মার্‌বে, তোমায় খাবে, আমার সোনাকে যেমন করে খেয়েচে তেমনি করে খাবে, তুমি যেওনা।

উষানাথ

আবার তুই পাগ্‌লি ! আজ পথে বড় প্রতিবন্ধক দেখ্‌ছি ! এই ত এত সময় নষ্ট করে গেল ঐ এক কাল মূর্ত্তি…বেটা প্রেত কি প্রতিদ্বন্দ্বী তা ঠাওরাতেই পার্‌লাম না। অভিসারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এতক্ষণে ছুঁড়ি বোধ হয় সর্‌ল'। কাল তোর কথা শুন্‌ব পাগলি, আজ এখন পথ ছাড়্ !

শাকি

না, না, যেওনা, আমার কথা শোন, সকলে শোনে, তুমি কেন শুনবে না ! পথে আজ প্রতিবন্ধক পেয়েছ, গেলে এখনি একটা অমঙ্গল ঘট্‌বে। (উষানাথের প্রস্থান) তবুও যাবে, যাও !…আমি কি করি…যাই, ছুটে

গিয়ে সিপাহীদের ডাকি, তবুও তারা তোমার প্রাণ রক্ষা করতে পারবে। বালক, বালক...মনে করচ তুমি সুখের অনুসরণ করছ, সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করছ, প্রেমের অনুসরণ করছ ? কি ভ্রম ! দেখতে পাচ্ছ না, তোমার সম্মুখে প্রেম নাই, সুখ নাই, সৌন্দর্য্য নাই...কেবল বহ্নি,—লোল জিহ্বায় তোমাকে আহ্বান করছে ! যাও...অগ্রসর হও...অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত কর...জ্বলন্ত বহ্নিতে ঝম্পপ্রদান কর...ভস্মরাশি মাত্র তোমার অবশিষ্ট থাকবে !

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[বিরামবাগ। মঞ্চের উপর সজ্জিত উপবন। পশ্চাতে নদী বহিয়া যাইতেছে। নদীর অপর পারে পাহাড়ের ঢালের উপর দূরে অনেক গৃহ হইতে আলোক দেখা যাইতেছে। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে উদ্যান ও নদী প্লাবিত। সম্মুখ বামে একটি মর্ম্মর বেদি। দক্ষিণে একটি পুষ্পবৃক্ষের বেদি। দক্ষিণ বেদির নিকট দাঁড়াইয়া রুস্তানা গান গাহিতেছে।

গান।

কি সুখ রজনি আজি হাসিছে,
কি মধু চাঁদিনী আজি ভাতিছে,
মধুর মাধবী বায়,
জোছনা মাখিয়ে গায়,
প্রেমিকারে,—যুথিকারে,—চুমিছে।
কোকিলের কুহুতান,
প্রেমিকের মর্ম্মগান,—
দিগন্ত ব্যাপিয়া গাথা ধ্বনিছে।

চকোর চকোরী সুখে,
প্রেম-উচ্ছ্বসিত বুকে,
সুধাংশুর সুধাপান করিছে ;
'দাও সুধা, দাও সুধা,'
পিয়াষী পরাণ শুধু
এই গান গাহিছে ।

[গান শেষ হইলে রুস্তানা উদ্যানের প্রবেশদ্বারের দিকে উষানাথ আসিতেছে কি না দেখিতে লাগিল ; সে আসিল না দেখিয়া বামে বেদির উপর আসিয়া বসিল, বেদির উপর অঙ্গুলি দিয়া অন্যমনে দাগ কাটিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখিতে লাগিল । এই অবাক্ অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃদু বাদ্য বাজিতে লাগিল । অল্পক্ষণ পরেই উষানাথ পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ করিল ।]

উষানাথ

নিশীথে, একাকিনী এই বনে অনেকক্ষণ বসে আছ, বড় অভিমান করেছ, না ?...কি করব বল ? পথে আজ বড় প্রতিবন্ধক ঘটেছিল ; রাগ কর না ।

রুস্তানা

না, না, আমি রাগ করিনি ; আমি এতক্ষণ আপন মনে গান কর্‌ছিলাম । তবে...

উষানাথ

কি...'তবে' ?

রুস্তানা

ভাবছিলাম...

উষানাথ

কি ভাবছিলে, রুস্তানা? বল...আমার কাছে মনের কথা গোপন কর না; বল্‌বে না...?

রুস্তানা

ভাবছিলাম...যে পথে চলেছি, যা করছি এ সব বড় অন্যায়,...অন্যায় প্রথম আমার নিজের উপর কিন্তু তার অপেক্ষা অনেক বেশী অন্যায় আপনার উপর।

উষানাথ

আমার প্রতি অন্যায় করেছ বটে, দস্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আমার হাত থেকে সে দিন সাফ্‌ পালালে; কিন্তু তোমার নিজের উপর কি অন্যায় করেছ তা ত জানি না। দেখ, প্রেমে ন্যায় অন্যায় নাই, আছে কেবল অবিচ্ছিন্ন সুখ। যদি ভালবেসে সুখি হয়ে থাক ত ন্যায় অন্যায় ভেব না।

রুস্তানা

সে দিন পালিয়ে অন্যায় করেছিলাম বটে কিন্তু আমি সে অন্যায়ের কথা বলছিলাম না। সে দিন কেন পালিয়েছিলাম তা আপনি জানেন না।

উষানাথ

কেন বল ত, রুস্তানা? আমি ত জানি আমাকে ভয় করছিল বলে পালিয়েছিলে।

রুস্তানা

না, না তা নয়।

উষানাথ

তবে কি বল ...?

রুস্তানা

আক্রমণের পর স্বপ্নোত্থিতার মত চক্ষু উন্মিলন করে দেখলাম সম্মুখে আপনি ;···দেখিবামাত্র মনে হ'ল যেন কোন অলোকসুন্দর দেবতা দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে তাঁর নিজ অঙ্কে আমায় স্থান দিয়েছেন। মনে হ'ল যেন সে মূর্ত্তি কোন স্বপ্নে, কোন কল্পনায়, কবে দেখেছি... যেন মুখ কত পরিচিত। সেই রূপে, সেই স্পর্শে, সেই দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সমস্ত শরীরে আমার তড়িৎ প্রবাহিত হতে লাগ্‌ল,...অন্তরে যেন কি এক মহাপ্রলয় উপস্থিত হ'ল, আর সেই হৃদিঝঞ্ঝাবাতে, সেই ভয়ানক অন্তরবিপ্লবের মধ্যে যেন কার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলাম, মনে হ'ল যেন আমার এই কবচ সঞ্জীবিত হয়ে, বাকসিদ্ধ হয়ে আমার কর্ণকুহরে বল্‌ছে...'পালাও পালাও, নিয়তিকে প্রত্যাখ্যান কর' ;...আমি কিছু বুঝ্‌তে পারলাম না, মনের ভিতর একটা ভয়ানক প্রচ্ছন্ন ভীতির সঞ্চার হ'ল, তাই পালিয়েছিলাম।

উষানাথ

তুমি বালিকা, বনে রাত্রিকালে ঐ ভীষণমূর্ত্তি দস্যুর আক্রমণে ভীতা হয়েছিলে, সেই জন্যই মনে ঐ সকল কল্পনার উদয় হচ্ছিল।

রুস্তানা

কিন্তু আজ আপনার প্রেমিকাকে বঞ্চিত করে আমার কাছে আপনাকে এনেছি, এ আমার বড়ই গুরুতর অন্যায়।

উষানাথ

ওঃ, কমলার কথা বল্‌ছ? তার জন্য ভেব না; সে আমাকে ভালবাসে কি না তাও জানি না; আমার ত তার উপর কিছু মাত্র অনুরাগ নাই। তবে কি জান, বড় মিষ্ট গান গায়, তার বোন্‌টিও বেশ নৃত্য করে, তাই মনে অবসাদ উপস্থিত হলে একটু চিত্তস্ফূর্ত্তির জন্য কখন কখন তাকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করি। সে আমার প্রণয়িনী

নয়, আর আজ তোমার কাছে এসেছি বলে তার কাছে তোমার কোন দায়িত্বই নাই।

রুস্তানা

কিন্তু কাল সন্ধ্যার সময় আপনার সঙ্গে দুটো কথা কয়েছিলাম বলে ত তিনি অত্যন্ত ত্যক্ত হয়েছিলেন, তীব্র ভাষায় আমাকে তিরস্কার করেছিলেন। আমরা স্বাধিনা ইরাণি, এ বিস্তৃত জগতে স্বেচ্ছামত ঘুরে বেড়াই, কাহারও শাষণ মানি না; তিরস্কার শুনে প্রাণে একটু অসহিষ্ণুতা আস্‌ছিল, কিন্তু তখনই আপনার মুখ দেখে সব ভুলে গেলাম; মনে হয় যেন আপনাকে দেখ্‌তে পেলে সংসারের সব দুঃখ ভোলা যায়। সেনাপতি, সে দিন পালিয়েছিলাম বলে আর আপনার প্রেমিকাকে আজ বঞ্চিত করেছি বলে আমায় ক্ষমা করুন।

উষানাথ

এ গুরুতর অপরাধের ক্ষমা নাই। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ইত্যাদি বড় বড় সংহিতাকারেরা এক বাক্যে বলে গেছেন এ অপরাধের একমাত্র দণ্ড...

[উষানাথ রুস্তনার কটি বেষ্টন করিবার উদ্যোগ করিল; রুস্তানা ত্রস্তে একটু সরিয়া গেল।]

রুস্তানা

আমার কবচ নষ্ট হবে! আপনি ত বলেছেন আপনার দ্বারা আমার কবচের কোন অনিষ্ট হবে না। আমি স্ব ইচ্ছায় এখানে এসেছি, এসে নিজের উপর অত্যাচার করেছি, কিন্তু আপনি মহৎ ... আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে রক্ষা করুন।...সেনাপতি! ভিখারিণীর উপর রাগ কর্‌বেন না, এ কবচ নষ্ট হ'লে আর আমি আমার মাকে পাব না।

উষানাথ

কিন্তু ওটা কি ঠিক সত্য কথা? তুমি বালিকা, দেশ বিদেশে তোমায় ঘুর্‌তে হয়, কত লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে হয়; পাছে কখন অপাত্রে আত্মদান করে ফেল তাই বোধ হয় তোমার ধাত্রী তোমাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য একটা গল্প সৃজন করে ঐ কবচ তোমাকে ধারণ করিয়েছেন। না হ'লে, যদিই তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা না রাখ্‌তে পার তাহলেই কি তুমি অপবিত্রা হয়ে যাবে, আর তোমার মাকে কখন পাবে না? তুমি বালিকা, জাননা,—সব প্রেমই পবিত্র, অপার্থিব, স্বর্গীয়!

রুস্তানা

প্রেম কি তা জানিনা আর চিরদিন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পার্‌ব কি না তাও জানি না; কিন্তু আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, যে দিন আপনাকে দেখেছি সেই দিন হতে আমার মনের বল যেন প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে। কাল জিজ্ঞাসা করলেন আপনাকে আমি ভালবাসি কি না; কখন ভালবাসিনি তাই উত্তর দিতে পারিনি...

উষানাথ

কিন্তু বলেছিলে ত আজ বল্‌বে,...বল···

রুস্তানা

সেনাপতি, কি আর্ বল্‌ব? আপনাকে দেখে অবধি আমি আর সে আমি নাই, যেন নুতন মানুষ হয়েছি,···যেন কি নুতন ভাবে, নুতন আবেগে, নূতন অনুরাগে অহর্নিশি উচ্ছ্বসিত হচ্ছি। আমার আর দিনে আহার নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই,...আপনাকে কখন একবার দেখ্‌তে পাব সেই যেন প্রতিদিনের এক মাত্র আশা, একমাত্র উদ্দেশ্য আর বাকি সব যেন অলীক, অমূলক, অর্থহীন। মন কেবল আপনার চিন্তাতেই সর্ব্বক্ষণ মগ্ন হয়ে আছে, অন্য চিন্তার আর স্থান নাই,···আর সে চিন্তায় কি এক

মাদকতা আছে, আমি স্বর্গ বিনিময়েও সে চিন্তা ত্যাগ করতে পারব না। আপনাকে ভাব্তে ভাব্তে আমি বিভোর হয়ে যাই, দেখ্লে যেন অন্তরে আমার বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়, স্পর্শে আমি আবেশে অবশ হয়ে যাই...আমার সংযম, প্রতিজ্ঞা, পবিত্রতা কিছুই থাকে না,...একেই কি বলে ভালবাসা...?

উষানাথ

(আলিঙ্গন করিতে করিতে) হ্যাঁ, আমার হৃদয়ের হার, ঐই ভালবাসা।

রুস্তানা

এই ভালবাসা···! তবে ভালবেসেছি...বড় ভালবেসেছি···

গান

ভাল বেসেছি...
ভাল বেসেছি...
ভাল বেসেছি...

[গান গাহিতে গাহিতে রুস্তানা অত্যন্ত কোমল হইয়া আসিল ও তাহার পৃষ্ঠদেশ উষানাথের বক্ষের উপর রাখিয়া তাহার অলস মস্তক উষানাথের স্কন্ধে স্থাপন করিল। উষানাথ দুই হস্তে রুস্তানার দুই হস্ত ধারন করিয়া তাহার কপোল চুম্বন করিল।]

অ্যাঁ...একি...আমায় ছেড়ে দিন, আমায় ছেড়েদিন ! আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট হ'ল...আমি যে নষ্ট হ'লাম... আমার যে কবচ ন করলাম...ছি ছি ছি কি করলাম···কি সর্ব্বনাশ করলাম... (বেদির উপ মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।)

উষানাথ

(স্বগত) বড় কাঁচা দেখছি ! আচ্ছা দেখি, বিহঙ্গিনী বাক্যবাণে বি হয় কি না...(রুস্তানার নিকট গিয়া) রুস্তনা, কেঁদনা, স্থির হও।..

দেখ, আজ দুদণ্ডের তরে আমরা মিলিত হয়েছি আবার দুদণ্ডের পরে বিচ্ছিন্ন হব...জীবনে আর দেখা হবে কি না জানি না! এ সুখ অভিসার নয়ন আসারে নষ্ট কর না। চেয়ে দেখ, কি প্রেমতরঙ্গে দিগন্ত উচ্ছ্বসিত হয়েছে...এ সুখ বসন্তে কি আনন্দে প্রকৃতি সতী কান্তকরে আবেশ ভরে ভাস্‌ছে···আর কি সোহাগে এই কোকিল-কুজিত কুঞ্জবনে ফুল্ল ফুল কুল ঢলে ঢলে মলয় হিল্লোলে নাচ্‌ছে। (নতজানু হইয়া) রুস্তানা, রুস্তানা, এই স্বপ্ন উপবনে, এ প্রেমের ভবনে তুমি শুধু এরূপ বিষণ্ণ হয়ে থেক না। কথা কও, স্থির হও, চেয়ে দেখ তোমার প্রেমের ভিখারী নতজানু হয়ে তোমার প্রেমাকিঞ্চন কর্‌ছে!

রুস্তানা

আমাকে একটু ক্ষমা করুন···আমি এখনি স্থির হচ্ছি। আমার উপর রাগ করবেন না···দেখছেন না আজ আমার কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, আমার আজীবনের প্রতিজ্ঞা, পবিত্রতা, মাতৃ-মিলনের একমাত্র আশা আজ আমায় সব ত্যাগ করে যাচ্ছে; তার উপর আবার সেই কণ্ঠস্বর দূর হ'তে ক্ষীণস্বরে বল্‌ছে: 'পালাও, পালাও, নিয়তিকে প্রত্যাখ্যান কর'! কিন্তু আজ আমি আর পালাব না। কি করে পালাব?···কা'কে ছেড়ে পালাব?···এ বনব্রততী আশ্রয়তরু ছেড়ে কোথায় যাবে?

উষানাথ

না, রুস্তানা, তুমি আর কোথাও যেও না; তুমি এখন আমার হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী; আমি আমার সমস্ত সম্পদ, শরীর, মন প্রাণ দিয়ে তোমার আজীবন আরাধনা কর্‌ব।

[রুস্তানাকে ধারণ করিয়া কোমলভাবে তাহার পৃষ্ঠদেশ নিজের বক্ষস্থলের উপর রাখিল। রুস্তানা তাহার মস্তকের পশ্চাৎভাগ উষানাথের স্কন্ধের উপর রাখিল।]

রুস্তানা

আঃ, কি তৃপ্তি! এস প্রিয়তম, এই সুখ-তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এই বসন্ত নিশীথে, এই স্নিগ্ধ মলয় হিল্লোলে আমরা ঐ বিস্তৃত, শশীকর-প্লাবিত, অসীম অনন্তে দুজনে অনন্তকালের জন্য মিশাইয়ে যাই জীবনে আর সাধ নাই, জীবনে আর সাহস নাই…ভয় হয়, পাছে এ স্বর্গ-সুখ-স্বপন এক দিনের জন্যও অবসান হয়। তার চেয়ে, প্রাণনাথ আজ তোমার অঙ্কে আমার মৃত্যু ভাল।

উষানাথ

মৃত্যু! সে কি প্রিয়তমে, সে কি কথা, এ অমৃতউৎস কি উচ্ছ্বাসেই শুখাবে? না, না রুস্তানা, এ ত বাঁচ্‌বার সময়, এ ত উপভোগের সময় এ ত আমাদের নব-প্রেমপ্রস্রবনে অবিচ্ছিন্ন সুধাধারা পান করে মাতোয়ারা হ'য়ে থাকবার সময়। এমন সময় মৃত্যুর কথা মুখে এন না।

[ইহা বলিতে বলিতে উষানাথ রুস্তানার বক্ষ-আভরণ উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিতেছিল।]

রুস্তানা

(চমকিয়া) ও কি কচ্ছেন?

উষানাথ

কিছু না…। দেখ, যখন তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌বে তখন এ সব পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কর্‌তে হবে।

রুস্তানা

তোমার সঙ্গে বাস কর্‌ব? তোমার কাছে দিবারাত্র থাক্‌তে পাব; ওঃ, সে যে আরও সুখ! আমার হৃদয়েশ, আমার স্বামী, তোমার ধর্ম্মে আমায় দীক্ষিত কর।

উষানাথ

ধর্ম্ম! কেন ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ কি?

রুস্তানা

তা হ'লে আমরা বিবাহিত হতে পারব; এখন যে আমি ইরাণি।

উষানাথ

বিবাহ! কেন, বিবাহে আবশ্যক কি?

রুস্তানা

আবশ্যক নাই?

উষানাথ

কি আবশ্যক? বিবাহ সমাজে একটা বিরাট ব্যাপার বটে কিন্তু তার সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ কি? ভেবে দেখ দেখি, ঐ পুরোহিত বেটারা অর্থ লোভে বিড় বিড় করে দুটো সংস্কৃত মন্ত্র না আওড়ালে তোমায় কি আমি কম ভালবাস্‌ব? আর তুমিও বল, যতক্ষণ না পুরোহিত এসে তোমার হাত আমাকে অর্পণ করে ততক্ষণ কি তুমি তোমার হৃদয় আমাকে অর্পণ করবে না?

রুস্তানা

প্রিয়তম, আমি ত তোমায় সব দিয়েছি; আর ত তোমায় দিবার আমার কিছুই নাই।

[উষানাথ হাসিতে হাসিতে হঠাৎ রুস্তানার বক্ষ-আভরণ উন্মোচন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল।]

রুস্তানা

ওকি!... না, না, আমায় ছেড়ে দিন, আমায় ক্ষমা করুন...আমার উত্তরীয় দিন...ফিরে দিন...দিন... (উষানাথের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বেদির ঠেশের উপর মাথা রাখিয়া বেদির উপর বসিয়া পড়িল।)

উষানাথ

(মৌখিক বিরক্ত হইয়া) বালিকা, এই কি তোমার ভালবাসা, এই কি তোমার সর্ব্বস্ব দান? বুঝলাম তুমি আমায় কত ভালবাস! (আভরণ রুস্তানার উপর নিক্ষেপ করিল।)

রুস্তানা

হা ভগবান! তোমায় ভালবাসি না? তবে কার জন্য তোমায় দেখে অবধি আমি বাণবিদ্ধা বণকুরঙ্গিনীর মত যন্ত্রণায় অস্থিরা হয়ে বেড়াচ্ছি? কার জন্য হৃদয়ে আমার এ বিপ্লব, এ মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়েছে...নিশিদিন হৃদিতন্ত্রী ছিন্নকারি বিজলী বিস্ফারিত হচ্ছে?...কাকে আমি আত্মহারা হ'য়ে আমার শরীর, মন, প্রাণ, অভিমান সব দান করেছি?...তুমি বিবাহ চাও না, আর আমি বিবাহের কথা বল্‌ব না, আমি ভিখারিনী...তুমি সেনাপতি, আমি হীনা বনফুল...তুমি স্বর্গের, সৌন্দর্য্যের দেবতা! আমি শুধু তোমার প্রেমিকা হয়ে থাক্‌ব, তোমার খেলার পুতুল হয়ে থাক্‌ব, যখন ইচ্ছা খেলো যখন ইচ্ছা ফেলো, আর দুদিন পরে যখন আমার সৌন্দর্য্যের অবসান হবে,—তুমি পুরুষ, তুমি প্রবল, তুমি তখনও যুবা থাক্‌বে,—তখন তুমি অন্য সুন্দরীর অন্বেষণ করো, আমি তখন শুধু তোমার তরবারি পরিষ্কার কর্‌ব, রণশ্রম নিবারণের জন্য তোমার পদসেবা কর্‌ব, আজ্ঞা পালনের জন্য তোমার দ্বারদেশে অবস্থান কর্‌ব...আমার এই সুখ, এই স্বপ্ন, এই স্বর্গ! (উষানাথের নিকটে গিয়া) তবে এস কান্ত, আমার সর্ব্বস্ব লও, নারীর শেষ সম্বল—লজ্জা, তাও লও; আমি উন্মুক্ত হৃদয়ে, আপনি এসে, তোমার পাশে প্রেমভিক্ষা চাইছি। আর কোন ক্ষতি আমার ক্ষতি নয়, আমার প্রতিজ্ঞা যাক্, পবিত্রতা যাক্, এ কবচ আমার রসাতলে যাক্,...আর আমি আমার কবচ চাই না,...মা, মা, আর আমি আজ তোমায় চাই না...প্রিয়তম, তুমিই আমার মা···তুমিই আমার এ সংসারে ভালবাসবার

একমাত্র আধার। তুমি শুধু বল, একটি কথা বল...তুমি আমায় ভালবাস? ইরাণি রমণী আর কিছু চায় না, কেবল বিমল বায়ু আর পবিত্র প্রেম...বল, ভালবাস?

উষানাথ

(রুস্তানাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া) বাসি, বাসি, বাসি!

[এই মুহূর্ত্তে উদ্যানের পশ্চাৎ হইতে পুণ্ডরীক ছুটিয়া আসিয়া উষানাথের দক্ষিণ স্কন্ধে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা আঘাত করিল। উষানাথ চিৎকার করিয়া ভূমে পতিত হইল। রুস্তানা দক্ষিণ হস্তে পুণ্ডরীকের ছুরিকা ধারণ করিল ও বাম হস্তে নিজের ছুরিকা উন্মোচন করিল। পুণ্ডরীক ছুরি ছাড়িয়া দিয়া দুই হস্তে রুস্তানাকে উন্মত্ত পশুর মত আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। রুস্তানা চিৎকার করিতে করিতে দুই হস্তে ছুরিকার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিল। পুণ্ডরীক এই সময়ে নেপথ্যে মনুষ্য কণ্ঠস্বর শুনিয়া পলায়ন করিল।]

রুস্তানা

পাষণ্ড...

[কয়েকজন সিপাহীর সহিত শাকির দ্রুতপদে প্রবেশ।]

শাকি

পাষণ্ড তুই পিশাচী! সিপাহী, সিপাহী, এই দিকে এস! ঐ দেখ তোমাদের সেনাপতি পতিত, হত! আর ঐ দেখ, রাক্ষসী, দুই হস্তে রক্তসিক্ত তরবারি, বালকের রক্তে পৃথিবী প্লাবিত করে, করাল-বদনা কালীর মত উলঙ্গ হয়ে শোণিত সমুদ্রে নৃত্য করছে। ভয় কর

সকলে মিলে ধর, এখনি রাজদ্বারে উপনীত কর। পিশাচী, আমার সোনার রক্ত পান করেও তোর তৃষ্ণা নিবারণ হয় নি, আবার এই স্বর্ণকান্তি যুবকের পূতরক্ত পান করলি!

[ইতিমধ্যে দুই জন সিপাহী রুস্তানাকে ধরিল, তাহাদের নায়ক পতিত উষানাথকে ক্রোড়ে লইল আর কয়েকজন সিপাহী মঞ্চ বেষ্টন করিয়া রহিল।]

রুস্তানা।

আমাকে একজন লোক কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয়ে আবৃত হয়ে প্রতিরাত্রে পথে অনুসরণ করে, সেই এই মাত্র এসে এ সর্ব্বনাশ করে গেল।

শাকি

সে তোর পিশাচ সহচর! হা, হা, হা, আজ ধরা পড়েছিস্, এত দিনে একজন ধরা পড়েছিস্। রোজ রোজ আমার সাম্‌নে দিয়ে যাস্—যেন আমায় ঠাট্টা করবার জন্য নাচ্‌তে নাচ্‌তে যাস্, দেখে আমার বুক কাঁপতে থাকে, আমার সমস্ত শরীর যেন কাটা ছাগলের মত ধড়ফড় করতে থাকে, রোজ ভাবি তুই মরবি কবে? এত দিনে তুই মরণ ফাঁদে পড়েছিস, মরণ ফাঁদে পড়েছিস! (উষানাথের প্রতি) পতঙ্গ, বারণ করেছিলাম, শুনলে না... বেশ হয়েছে...পুড়েছ! ইরাণি! ইরাণি! এইবার দেখ্‌ব, তোর ফাঁসি দেখ্‌ব, তোর বলি দেখ্‌ব, তপ্ত তেলের কড়ায় ফেলে জ্যান্ত তোকে ভাজ্‌তে দেখ্‌ব, এত দিন পরে তোর রক্তে আমার সোনার রক্তের প্রায়শ্চিত্ত দেখ্‌ব...হা, হা, হা, হা, হা...

[উষানাথ চিৎকার করিয়া নায়কের ক্রোড় হইতে ভূমে পতিত হইল।]

সিপাহীগণ

(উষানাথের কাছে ছুটিয়া আসিয়া) একি ! একি !

একজন সিপাহী

একি মূর্চ্ছা ?...

নায়ক

না, না,...মৃত্যু !

[রুস্তানা শুনিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল ও একজন সিপাহীর স্কন্ধে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।]

শাকি

(রুস্তানার প্রতি) রক্ত, রক্ত, তোর রক্ত দর্শন কর্‌ব !

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[কারাগার। বামে কারাকক্ষ। মঞ্চের পশ্চাতে লৌহ প্রবেশদ্বার। মঞ্চের সম্মুখ বামে একটি ছোট বসিবার স্থান, তাহার উপর ১ম রক্ষি বসিয়া আছে। ক্ষীন দীপালোকে মঞ্চ যৎসামান্য দীপ্ত। পুণ্ডরীক ও ভৃঙ্গারের প্রবেশ।]

ভৃঙ্গার

দেবতা, এইবার পেটের কথা ভাঙ্গ, বল্‌ছি। এতক্ষণ শুধু তোমার কথায় চুপ করে চলেছি, কিন্তু অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে এল, আর আমি এগুচ্ছি না।

পুণ্ডরীক

স্থির হও !

১ম রক্ষি

(পুণ্ডরীককে প্রণাম করিয়া) এই কক্ষে ইরাণি আবদ্ধ আছে। আমি দ্বার খুলে দিচ্ছি। (দ্বার খুলিয়া দিল।) বালিকা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বেশি দেরি করবেন না, বিলম্বে বিপদ ঘট্‌তে পারে।

পুণ্ডরীক

আচ্ছা যাও, আমি প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তোমাকে ইঙ্গিত কর্‌ব, সতর্ক থেক।

১ম রক্ষি

প্রণাম ;—আমি কারাগারের গুপ্তদ্বারও উন্মুক্ত করে রেখেছি, আবশ্যক হ'লে সে পথ দিয়েও নিষ্ক্রান্ত হতে পার্‌বেন। (প্রস্থান)

ভৃঙ্গার

এইবার ত দুজনে একলা হয়েছি, দেবতা ; এইবার বল, মনের ভাবটা এইবার ভাঙ্গ। উঃ, কোথায় এনেছ বল দেখি,···ভ্যাপসা গন্ধ, চারিধার জলে স্যাঁত স্যাঁত কর্‌ছে, না আছে হাওয়া না আছে আলো, যেন গারদঘর

পুণ্ডরীক

তোমার ইরাণি কোথায় ?

ভৃঙ্গার

এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য ত দেবতা পাতালের মত এই অন্ধকার প্রদেশে আসবার কোন আবশ্যক ছিল না।

পুণ্ডরীক

কাল রাত্র তাকে পাও নাই ?

ভৃঙ্গার

কই আর পেলাম, দেবতা ? দেখ্‌লে ত আমি ভুতের ভয়ে মারলাম ছুট ; কিন্তু রাত্রে বেদেরা বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সারা রাত বনে বনে

ঘুরে বেড়িয়েছিল। বিরামবাগে কে খুন হয়েছে শুনে আজ সকালে সব খবর আন্‌তে গেছে।

পুণ্ডরীক

তুমি তার স্বামী কিন্তু তোমার ত কোন উদ্বেগই দেখ্‌ছি না।

ভৃঙ্গার

তা ত দেখ্‌তে পাবে না, দেবতা, সে কথা ত তোমায় আগেই বলেছি; আমি কবি, দার্শনিক কবি...আশক্তির ধার ধারি না। এই সোজা বোঝ না,—আমি হলাম তার স্বামী কিন্তু প্রেমে উন্মত্ত তার তুমি, আর আমাকে দেখ, না আছে দ্বেষ না আছে ঈর্ষা, এক দম নির্ব্বিকার! তবে ছাগশিশুটার উপর একটু অপত্যস্নেহ পড়েছিল, সেটাও ইরাণির সঙ্গে গিয়েছে এই জন্য প্রাণটা একটু বিগ্‌ড়ে রয়েছে।

পুণ্ডরীক

বিরামবাগে কে হত হয়েছে, শুনেছ?

ভৃঙ্গার

না, দেবতা, ও সব খুন খারাপিতে আমি নেই, কি জানি?

পুণ্ডরীক

কে হত্যা করেছে জান?

ভৃঙ্গার

না, দেবতা, তাও জানি না তবে বেদেরা শুনেছে এর ভিতর কে একজন স্ত্রীলোক আছে, সে হত হয়েই থাকুক বা হত্যা করেই থাকুক।

পুণ্ডরীক

সে কে জান?

ভৃঙ্গার

না, দেবতা, অত খবর রাখিনি?

পুণ্ডরীক

সে তোমার ইরাণি!

ভৃঙ্গার

সে কি, ইরাণি হত হয়েছে?

পুণ্ডরীক

ইরাণি হত্যা করেছে।

ভৃঙ্গার

ইরাণি হত্যা করেছে!—ভুল!

পুণ্ডরীক

(রুস্তানার কক্ষের দ্বার খুলিয়া তাকে দেখাইয়া) ভুল সংশোধন কর!

ভৃঙ্গার

(ত্রস্তে) অ্যাঁ, সত্যই নাকি এটা গারদখানা? ইরাণি আবদ্ধ হয়েছে! এ সব ঘটনা ঘট্‌ল কখন, হতই বা হয়েছে কে?

পুণ্ডরীক

উষানাথ।

ভৃঙ্গার

সেনাপতি? আবার বল্‌ছি, ভুল; এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। তাকে দেখেই ইরাণি যেরূপ মজে ছিল, সে তাকে হত্যা কর্‌বে এ অসম্ভব! বিশেষতঃ, তার যেরূপ কোমল প্রাণ সে কাহাকেও হত্যা কর্‌তে পারে না।

পুণ্ডরীক

কাল রাত্রে ধর্ম্মাধিকরণে এ সব কথা বল্‌লে অভিযুক্তার উপকার হ'তে পার্‌ত।

ভৃঙ্গার

নিষ্পত্তি কি কাল রাতারাতিই হয়ে গেছে নাকি ?

পুণ্ডরীক

রাজ্যের সেনাপতি হত, তার উপর অভিযুক্তা তার দোষ স্বীকার করেছিল, সুতরাং মীমাংসা কাল রাত্রেই হয়ে গেছে ।

ভৃঙ্গার

ইরাণি তার দোষ স্বীকার করেছিল ?

পুণ্ডরীক

প্রথমে করে নাই কিন্তু অনেক পীড়নের পর স্বীকার করেছিল। (সরিয়া গিয়া স্বগত) উঃ, পীড়নের কি যন্ত্রণা ! কি ভয়ানক যন্ত্রণা...

ভৃঙ্গার

কি দণ্ড হ'ল

পুণ্ডরীক

প্রাণদণ্ড !

ভৃঙ্গার

প্রাণদণ্ড ! চল দেবতা, এ স্থান থেকে সরে পড়া যাক্, কি জানি ?

পুণ্ডরীক

অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।

ভৃঙ্গার

(গমনোদ্যত হইয়া) আমি ত আর এখানে কোন আবশ্যকই দেখ্‌ছি না। হ্যাঁ দেবতা, ছাগশাবকটাকেও কি এখানে এনেছে ?

পুণ্ডরীক

হ্যাঁ, যাও কক্ষে দেখে এস।

ভৃঙ্গার

না দেবতা, ও দিকে আর যাচ্ছি না। চল দেবতা, যাওয়া যাক্! আহা, ছুঁড়ির প্রাণদণ্ড হল! এক দিন সে আমার প্রাণরক্ষা করেছিল!

সে কথা স্মরণ আছে?

ভৃঙ্গার

স্মরণ নাই, দেবতা? শুধু প্রাণরক্ষা? তদ্দণ্ডেই আবার পাণিগ্রহন!

পুণ্ডরীক

এখন তার প্রাণসংশয়; যে প্রকারে হউক তাকে রক্ষা কর্‌তেই হবে; শীঘ্র একটা উপায় স্থির কর।

ভৃঙ্গার

উপায় শ্রীহরি...'কা চিন্তা সদয়ে হরৌ?' তবুও, দেবতা, একটা উপায় ত এই দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমি এক খানি মহাকাব্য রচনা কর্‌তে আরম্ভ করেছি; সম্পূর্ণ হলেই মহারাজের নিকট শ্রবণ করাব, আর যখন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন 'কি পুরস্কার চাও?' আমি অমনি তখনি বল্‌ব, 'ইরাণির প্রাণ ভিক্ষা চাই'।

পুণ্ডরীক

মূর্খ, দণ্ড হবে অগ্ন দ্বিপ্রহরে; আর সময় নাই। শোন, এক উপায় আছে; সে তোমার জীবন রক্ষা করেছিল, সে ঋণ তোমায় পরিশোধ কর্‌তেই হবে।

ভৃঙ্গার

দেবতা, বাল্যকাল হতে ত অনেক ঋণই করে আসছি, তার কটা পরিশোধ করেছি বল যে এই ঋণটি শুধ্‌তেই হবে,—বিশেষতঃ, যখন এটিতে মাথা নিয়ে টানাটানি···?

পুণ্ডরীক

শোন, আমি তোমাকে সব কথা খুলে বল্‌ছি। এই কারাগারের রক্ষিগণ আমার শিষ্য। আমি যদি ইরাণিকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাই তা'রা তাহাতে সহায়তা ব্যতিত আপত্তি কর্‌বে না। কিন্তু বহির্দ্বারে অতি সতর্ক প্রহরী আছে, তাদের প্রতারণা করা কঠিন। সুতরাং তুমি তোমার বেশ দাও, আমি ঐ পরিচ্ছদে ইরাণিকে এখান হ'তে লয়ে যাই আর তুমি তার বেশে এই স্থানে অবস্থান কর।

ভৃঙ্গার

তার পর ...আমার ব্যবস্থা ?

পুণ্ডরীক

তোমার পরে প্রাণনষ্ট হলেও হ'তে পারে, কিন্তু তাতে কি ক্ষতি, ইরাণি ত আজ রক্ষা হবে !

ভৃঙ্গার

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা ত বটেই দেবতা, এ একটা খুব জবর উপায় বার করেছ বটে,...এ মেধাহীন মস্তকে ও কথাটা অত সহজে প্রবেশ কর্‌ত না ;...কিন্তু আমার প্রাণটা নষ্ট হ'লে আমার কি ক্ষতি, তুমি এত মেধাবী হয়েও যে সেটা বুঝতে পাচ্ছ না, এই বড় আশ্চর্য্য !

পুণ্ডরীক

ভিক্ষান্নভোজক পশু, তোমার প্রাণদাত্রীর প্রাণসংহারকাল উপস্থিত এখন যত চিন্তা তোমার নিজের হীন প্রাণের জন্য। তোমার জীবনে বন্ধন কি ?

ভৃঙ্গার

কি বন্ধন, দেবতা ?—স্বচ্ছ আকাশ, বিমল বায়ু, স্নিগ্ধ উষা, রক্ত-রবিকর-প্লাবিত সন্ধ্যা, শুভ্রচন্দ্রকর-বিভাসিত রজনী, কত আমোদ, কত বিহার, দিনে পথে পথে নৃত্যগীত, রাত্রে বৃদ্ধা বেদেনীদের সঙ্গে

প্রেমালাপ, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে প্রচুর পরিমাণে প্রত্যবসান, তার উপর আবার একখানি মহাকাব্য রচনা...এ সব বন্ধন বন্ধন নয়, দেবতা, আর যত বন্ধন তোমার ঐ রুস্তানা ইরাণি ?

পুণ্ডরীক

কিন্তু অকৃতজ্ঞ কীট, ভেবে দেখ যে জীবন এত সুখসৌন্দর্য্যময় বলে তোমার ত্যাগ করতে কষ্ট হচ্ছে সে জীবন তোমাকে কে দান করেছিল ? স্বচ্ছ আকাশ, বিমল বায়ু, স্নিগ্ধ উষা, শান্ত সন্ধ্যা, এসব সুখ কার অনুগ্রহে উপভোগ কর্‌ছ ? না, না ভৃঙ্গার, ভেবে দেখ, মন স্থির কর...

ভৃঙ্গার

দেবতা, মাথা থেকে একবার মাথার ভাবনাটা নাবিয়ে নাও দেখি, কত রকম উপায় বার করে দিচ্ছি। গোড়া থেকেই গলায় দড়ি চড়িয়ে রেখেছ ভাব বেচারিরা ভিতর থেকে বেরোয় কি করে, বল ? শোন, বেদেরা প্রায় পাঁচশত লোক হবে, রুস্তানা তাদের রাণী, কাল রাত থেকে তা'রা উন্মত্ত হয়ে বেড়াচ্ছে,...তা'রা যদি অঙ্কুশে টের পায় যে ছুঁড়ির প্রাণদণ্ড হয়েছে আর সে এখানে আবদ্ধ আছে এখনি তা'রা তোমার এই কারাগার ভেঙ্গে চূর্ণ করে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। বল ত তাদের এখনি গিয়ে খবর দি।

তবুও তুমি তোমার প্রাণদাত্রী স্ত্রীর প্রাণরক্ষার জন্য তোমার হীন, মূল্যহীন জীবনটাকে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত নও !

ভৃঙ্গার

উদ্দেশ্য ত ইরাণির প্রানরক্ষা করা ? তা'র নিজের লোকেরা এসে যদি সে উদ্দেশ্য সাধন করে ত এই মহাকাব্য-প্রসূ কবিমস্তকটি বিনাশ কর্‌বার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন ? আর, তুমিও ত, দেবতা, সংসার-বিরাগি ব্রহ্মচারী, আত্মত্যাগ ও পরোপকার তোমার প্রধান ধর্ম্ম,

তার উপর ইরাণিকে ভালবেসেছ, তা'র মৃত্যু উপস্থিত,—তুমি কেন, দেবতা, তোমার ঐ গৈরিক চড়িয়ে ছুঁড়িকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও না, আমি তাকে ব্রহ্মচারী সাজিয়ে সাফ্ সরিয়ে নিয়ে যাই!

পুণ্ডরীক

হুঁ···(সরিয়া গেল।)

ভৃঙ্গার

তাও নয়! মৎলবটা ত এই, যদি বেদেরা নিয়ে যায় তা'রা ছুঁড়িকে নিয়ে আজই দেশছাড়া হবে, আর যদি আমি নিয়ে যাই ত এরা তোমাকে এই খানে পেয়ে কালই তোমায় দেহছাড়া কর্‌বে; সুতরাং মরুক বেটা পাগ্‌লা কবি, তুমিত ইরাণিকে নিয়ে পালাও। কিন্তু মনেও কর না, দেবতা, ছুঁড়ি তোমার সঙ্গে যাবে।

পুণ্ডরীক

কেন? আমার সঙ্গে গেলে তা'র প্রাণরক্ষা হবে, সে যাবে না? অসম্ভব!

ভৃঙ্গার

আচ্ছা, বেশ কথা, তুমি প্রস্তাব কর; যদি ইরাণি যেতে চায় ত তখন আমি তার সঙ্গে স্থান বিনিময় কর্‌ব কি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করো। আমি ততক্ষণ ছাগশিশুটাকে নিয়ে কক্ষে বসি তুমি তাকে প্রশ্ন কর।

[ভৃঙ্গার রুস্তানার কক্ষের দ্বার খুলিল ও সে বাহিরে আসিলে ভৃঙ্গার তাহার অলক্ষ্যে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।]

রুস্তানা

(ত্রস্তে) কে?...

পুণ্ডরীক

আমি...

রুস্তানা

কে তুমি ?

পুণ্ডরীক

আমি ব্রহ্মচারী শুনেছি তোমার বিপদ উপস্থিত, তাই তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি।

রুস্তানা

বিপদ ? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ বড় বিপদ ! ···কি বিপদ, বল ত··· ? হত্যা, না ? বিরামবাগে হত্যা...আমার উষানাথের হত্যা...শাকি পাগলির অভিযোগ...ধর্ম্মাধিকরণে মীমাংসা...তার পর পীড়ণ...উঃ, আবার তুমি পীড়ণ করতে আসনি ত ? আর পীড়ণ করো না...আমি সব বল্‌ছি, যা বল্‌তে বল্‌বে, যেমন বল্‌তে বল্‌বে, সব তেমনই বল্‌ছি। বল্‌ব, সেনাপতিকে আমি হত্যা করেছি ? তাই বল্‌ছি, তা ত বলেছি, আর পীড়ন করো না, বড় যন্ত্রণা...বড় যন্ত্রণা...

পুণ্ডরীক

তোমার কি দণ্ড হয়েছে, জান ?

রুস্তানা

হ্যাঁ, বলেছে ত আমায় মেরে ফেল্‌বে ! হ্যাঁগা, তুমি কে ? আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পার না ? এখানে আমার বড় ভয় কর্‌ছে বড় কষ্ট হচ্ছে ; এখানে একটুও খোলা নাই, একটুও হাওয়া নাই···

পুণ্ডরীক

দণ্ড কখন হ'বে জান ?

রুস্তানা

হ্যাঁ, বলেছিল, দুপুর বেলা। তা'র এখনও অনেক দেরি আছে, এখনই এখান থেকে নিয়ে চল···রাত পোহাতে এখনও অনেক দেরি...

পুণ্ডরীক

বালিকা, দিবা দ্বিপ্রহর আগতপ্রায় !

রুস্তানা

সেকি ! এখনও রাত পোহায় নাই, এখনি দ্বিপ্রহর !

পুণ্ডরীক

বালিকা ! কারাগারে আশা বা আলোক প্রবেশ করে না। তোমার মুমূর্ষুকাল প্রায় আগত...তুমি প্রস্তুত ?

রুস্তানা

প্রস্তুত ! তোমার সঙ্গে যা'বার জন্য ?

পুণ্ডরীক

না,···মৃত্যুর জন্য !

রুস্তানা

(ত্রস্তে) মৃত্যু !...(ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিল, পরে ধীরে স্বগত) কোল ত প্রীয়তমের বক্ষে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম...কিন্তু সে আর এ, কি প্রভেদ !...(পুণ্ডরীকের প্রতি) না, না, ব্রহ্মচারী, আমি মর্‌তে প্রস্তুত নই,...দেখ্‌ছনা আমি বালিকা...জাননা আমি নিরপরাধিনী... আমার চক্ষের উপর একজন এসে আমার স্বামীকে ছুরিকাঘাত কর্‌লে, আর শাকি পাগলি বল্‌লে আমার দোষ ! না, না, ব্রহ্মচারী আমি মর্‌তে চাই না.. হয় ত তিনি এখনও বেঁচে আছেন, মর্‌লে ত আর তাঁকে দেখ্‌তে পাব না। তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল ; তুমি কে আমি জানি না, কি উদ্দেশ্যে এসেছ তাও জানি না ! যদি আমায় মারতেই

এসে থাক, মেরেই যদি ফেল্‌বে ত একটু হাওয়ায় নিয়ে গিয়ে, একটু আলোয় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল !

পুণ্ডরীক

আমি তোমায় প্রাণদণ্ড হতে রক্ষা কর্‌তে এসেছি ; যদি আসন্নমৃত্যু প্রত্যাখ্যান করতে চাও ত আমাকে অনুসরণ কর।

রুস্তানা

চল, চল, শিঘ্র নিয়ে চল…তুমি আমার ত্রাণকর্ত্তা,...কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব ? (পুণ্ডরীকের নিকটে গেল ও তাহাকে চিনিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল) ওঃ, সেই! শেষ কর, শীঘ্র শেষ কর, পৃষ্ঠে সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ কর।

পুণ্ডরীক

ভীতা হ'ও না,…আমাকে তুমি এত ভয় কর কেন ?

রুস্তানা

তুমি হত্যাকারী...তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করেছ...তুমি ধুম্রবর্ণ উত্তরীয়ে আবৃত হয়ে প্রতি রাত্রে আমাকে অনুসরণ করেছ। পাপী, তুমি কে ? আমি তোমার কি করেছি !...কেন তুমি বিপদের এই অবিশ্রান্ত ধারা আমার উপর বর্ষণ কর্‌ছ।

পুণ্ডরীক

আমি তোমায় ভালবাসি !

রুস্তানা

ভালবাস! এ কি ভালবাসা ? যদি ভালবাস তবে কেন তুমি আমার এ মহাসর্ব্বনাশ করেছ ? নরঘ্ন, নরপিশাচ, কেন তুমি আমার নরসিংহ স্বামীকে অকারণে আমার চক্ষের উপর হত্যা করেছ ?...তোমার ঘৃণিত পাপের জন্য, আমি নিরপরাধিনী, কেন আমাকে ঘৃণিতা নরহত্যা-

কামিনী প্রতিপন্ন করেছ? কেন আমাকে সেই অসহ্য পীড়ণ যন্ত্রণা দিয়েছ?... কেন আমাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছ?...তুমি আমায় ভালবাস? এ কি ভালবাসা? তুমি কে?

পুণ্ডরীক

আমি নরপিশাচ, আমার ভালবাসা পৈশাচিক ভালবাসা!

রুস্তানা

(ভীতা হইয়া) উঃ...ভগবান! রক্ষা কর...রক্ষা কর!

পুণ্ডরীক

ভীতা হ'ও না, শোন। নৈশতিমিরগর্ভেও যে কথা কখন চিন্তাতেও স্থান দিতে পারি নাই আজ সে সব কথা অবারিত প্রাণে তোমায় বল্‌ব। শোন, যতদিন তোমায় দেখি নাই ততদিন আমি সুখে ছিলাম...

রুস্তানা

ভগবান জানেন, আমিও স্বর্গ-সুখে ছিলাম!

পুণ্ডরীক

বাধা দিও না, শোন। আমি ব্রহ্মচারী, শৈশবে সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে অধ্যয়নে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুখে কালাতিপাত করছিলাম। আমার অন্তর ছিল শরতাকাশের ন্যায় স্বচ্ছ, পুণ্যতোয়া ভাগিরথীর ন্যায় পবিত্র। লোকে আমায় আদর্শপুরুষ বলে সম্মান কর্‌ত, দেবতা বলে পূজা কর্‌ত। কিন্তু সুন্দরী, যে দিন হ'তে আচম্বিতে তুমি দীপ্ত দিবাকরের ন্যায় আমার হৃদয়াকাশে উদিত হও সেই দিন হ'তে আমি স্বর্গচ্যুত হয়েছি...প্রতিদিন অধ্যয়নে, চিন্তায়, পূজায়, যোগে তোমারি মুখ দেখেছি...প্রাণে এক বলবান বাসনা উপস্থিত হয়েছে,—কেবল তোমায় দেখি,...দশবার দেখি, শতবার দেখি, সহস্রবার দেখি...

রুস্তানা

ব্রহ্মচারী, আমাকে দেখ্‌বার জন্য তুমি এত অধীর! আর সে অধৈর্য্য তোমার কি শুধু আমায় দেখেই শান্ত হ'বে? তুমি বহুশ্রুত ব্রহ্মচারী, কঠোর নিষ্ঠাচারী, অদারপরিগ্রাহী সংযমী, আর আমি...আমি ইরাণি, ঘৃণ্য যবনি, নীচ পথের ভিখারিণী, আমার এই ক্ষণবিধ্বংসী সৌন্দর্য্য সম্ভোগলালসায় তুমি এত উন্মত্ত, এত আত্মবিস্মৃত? তোমাকে ধিক!

পুণ্ডরীক

ধিক্ আমাকে, না ধিক আমার কামান্ধ কামনাকে? কামনার এই উদ্দাম উদ্দীপ্তির জন্য কে দায়ী? আমি ইন্দ্রিয়দমন করি নাই? এ সংসারে আমার অপেক্ষা সংযম সাধনা কে বেশি করেছে? আমি আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে দিনপাত করেছি···মাতৃজ্ঞানে মনে মনে সকল রমণীকে প্রতি প্রাতে প্রণাম করেছি,···পূজায়, নিষ্ঠায়, অধ্যয়নে, সাধনায় অন্তরকে ওতপ্রোতরূপে পূর্ণকরে রেখেছিলাম যাতে কামিনীলিপ্সা কখন হৃদয়ে না স্থান পায়! এই জীবনব্যাপী পুরুষকার কেন বিফল হয়েছে? কেন আজ তোমার ঐ মোহিনীমূর্ত্তি হেরে আমার আশৈশবের চিরকৌমারব্রত ব্যর্থ হতে বসেছে? কাল, অনিবার্য্য কালস্রোত, আজ পূর্ণ হয়ে, উচ্ছলিত হয়ে আমার সকল সংযম, সকল সাধনা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাই আমি এখন করাল কামনাবশে উন্মাদ! তুমি জাননা ললনা, এই অদম্য কামনাবশে তোমার জন্য আমি কি না করেছি! অনুষ্ঠানে, অধ্যয়নে জলাঞ্জলি দিয়ে, রাজপথে নৃত্য করতে আস্‌বে, এই আশায় প্রতি অপরাহ্নে বাতায়নে বসে তোমার অপেক্ষা করেছি, তোমারি অন্বেষণে প্রতিদিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরেছি, প্রতিরাত্রে অন্ধকারে অরণ্য-মাঝারে তোমার গৃহদ্বারে ফিরেছি, নৈরাশ্যে দগ্ধ হয়ে অর্দ্ধরাত্রে গৃহে ফিরে শয়নকক্ষে বিকারগ্রস্থ রোগীর মত হর্ম্ম্যতলে পড়ে প্রলাপ বকেছি,

কেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছি, বক্ষে করাঘাত করেছি, নিজ হস্তদ্বয় ফনিনীর ন্যায় বার বার দংশন করে খণ্ড বিখণ্ড করেছি। ভাবলাম, এরূপ চিত্তবিপ্লব হ'তে কিসে শান্তি পাই,...মনে হ'ল, তোমায় জোর করে কাছে এনে দেখি, যে কল্পনা-প্রতিমা আমাকে এত উদ্‌ভ্রান্ত করেছে তাহা বাস্তবের সত্যপ্রতিবিম্ব না আমি উন্মত্ত হ'য়ে তোমার প্রেমের মৃগতৃষামাত্র অনুসরণ করছি। সে চেষ্টায় অন্তরায় হয়েছিল পাষণ্ড উষানাথ, আর সেই সন্ধ্যা হ'তে তোমারও সর্ব্বনাশ, আমারও সর্ব্বনাশ!

রুস্তানা

আমার সর্ব্বনাশ!...সে সন্ধ্যায় তিনি আমাকে ঘোর সর্ব্বনাশ হ'তে রক্ষা করেছিলেন, আমার জিবনদান করেছিলেন, পবিত্র প্রেম দান করে আমার এই অন্ধকার জীবনকে আলোকিত করেছিলেন। তুমি রাহু, আমার সে সুখ-সূর্য্যকে গ্রাস করেছ! কেন তুমি তাঁকে হত্যা করেছে? তোমার কেন এত রোষ?

পুণ্ডরীক

কেন এত রোষ?...আমার উদ্বেলিত-প্রেমসিন্ধুস্রোত-প্রতিকূলে দাঁড়িয়েছিল বলে এত রোষ! কি প্রেম তুমি দেখাও, সুন্দরী!... তোমার লক্ষ উষানাথের প্রেম একত্রিত কর আমার প্রেমের লক্ষাংশের একাংশেরও তুল্য হবে না।...এই বিপুল প্রেমের নিরুদ্ধ বেগ বক্ষে ধারণ করে ভেবে দেখ দেখি কি যন্ত্রনা আমি সহ্য করেছি। তাকে দর্শনমাত্র মনসিজবানে তোমায় বিদ্ধ হতে দেখেছি...তার দর্শন লালসায় লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করে তার প্রেমিকার গৃহে যেতে দেখেছি...তার সহবাস প্রয়াসে তোমায় বিরামবাগে তার অভিসারে যেতে দেখেছি; সেখানে তার সঙ্গে প্রেমালাপ করেছ, তার সম্মুখে বক্ষের আভরণ উন্মোচন করেছ, তাকে আলিঙ্গন করেছ, চুম্বন করেছ,

ঐ মনোহর মদনমন্দিরে তাকে ধারণ করে তার সঙ্গে বক্ষে বক্ষে, ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলিত হয়েছ ; এ সব দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আর সেই মুহূর্ত্তে এক অশনিসম্পাত আমার দেবত্ব, মনুষ্যত্ব দগ্ধ করে সেই ভস্মরাশি হ'তে এক পিশাচ উদ্ভূত করেছিল ; সেই পিশাচ তোমার উষানাথকে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত করেছিল ; সে তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিশ্চয়ই তার মর্ম্ম বিদ্ধ করেছিল,...আমার সব দ্বেষ, সব জ্বালা সেই নিষ্ঠুর ছুরিকাগ্রে রোপিত ছিল !...সুন্দরী ! সুন্দরী ! তোমার জন্য আমি হত্যা করেছি,...পুরুষপুঙ্গব আমি পুণ্ডরীক,—আমি হত্যা-করেছি...ধর্ম্মচারী হয়ে হত্যা করেছি...ব্রহ্মচারী হয়ে হত্যা করেছি... এই দেখ, হস্ত দেখ, এখনও তোমার প্রেমিকের তপ্ত শোণিতে সিক্ত...

রুস্তানা

উঃ, অসহ্য ! দূর হও, দূর হও, হত্যাকারী, আমায় শান্তি দান কর !

পুণ্ডরীক

আমিই হত্যা করেছি,—তুমি হত্যা কর নাই ? তবে এ পুণ্যদেহ-মন্দিরে যে দেবতা অধিষ্ঠিত ছিল সে কোথায় গেছে ? কে তাকে হত্যা করেছে ? কার চিতা-ভস্ম হ'তে দেবতার পরিবর্ত্তে এই নরকের নরপিশাচ উত্থিত হয়েছে ? কিন্তু সুন্দরী আর আমি নিরয়ে ভয় করি না ; আমি নরকে তোমায় পেলে স্বর্গে ভগবানকেও চাই না। আমার সুনাম, সুখ্যাতি, ইহকাল, পরকাল সব গিয়াছে কিন্তু তোমাকে হৃদয়ে ধারণ কর্‌তে পেলে আমি মোক্ষসুধা তুচ্ছ করি···(রুস্তানার নিকটে গিয়া) তবে এস, রুস্তানা, আমার সঙ্গে এস, এ মৃত্যুর করাল ভব থেকে শীঘ্র পলাই এস, তোমায় বক্ষে ধারণ করে পৃথিবীর কোন সুদূর প্রান্তে চলে যাই, এস...(রুস্তানা পুণ্ডরীকের নিকট হইতে পলাইয়া গেল ও পুণ্ডরীক তাহাকে অনুসরণ করিল) এরূপ করে আমাকে প্রত্যাখ্যান কর না, আমায় ক্ষমা কর (জানু পাতিয়া) তোমা

পায়ে ধরি আমায় দয়া কর, (ভুয়ে মস্তকাঘাত করিতে করিতে) দয়া কর···দয়া কর...আমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করে তোমায় উপহার দিচ্ছি, গ্রহণ কর। আজ আমার ক্ষোভ হচ্ছে কেন আমি রাজা হই নাই, দেবতা হই নাই, ভগবান হই নাই তা হ'লে এই গৈরিকবসনধারী ভিখারীর মস্তক অপেক্ষা অনেক উচ্চতর মস্তক তোমায় উপহার দিতাম। (রুস্তানা আবার অন্য স্থানে সরিয়া গেল, পুণ্ডরীক তাহাকে অনুসরণ করিল) পাষাণী, আর কঠিনা হ'ও না। আমার এই উচ্ছলিত প্রেম-পয়োধির সংক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে পর্ব্বতও প্রকম্পিত হ'ত, তোমার প্রাণ কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন?...এস, শীঘ্র পলাই এস···আমি তোমায় মর্‌তে দিতে পার্‌ব না...তুমি ধৃতা হবে, এখানে আবদ্ধা হবে, এ স্থান হ'তে শিষ্যসংযোগে তোমায় উদ্ধার করে কোন সুদূর প্রদেশে নিয়ে যাব, এইরূপ ভ্রান্ত কল্পনাবসে আমি রাজদ্বারে আত্মসমর্পণ করি নাই। (রুস্তানাকে ধারণ করিয়া) এস, রুস্তানা, শীঘ্র এস, আর বিলম্ব নাই, চরমসময় সমাসন্ন, সংহারকাল সমাগত, শ্মশান তোমার সম্মুখে!...শীঘ্র এস, শীঘ্র এস, তোমারও প্রাণরক্ষা কর, আমারও প্রাণরক্ষা কর...

রুস্তানা

ছেড়ে দে, পাষণ্ড! আমি প্রাণ চাই না, আমি মর্‌তে প্রস্তুত!

ভৃঙ্গার

[কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া।]

নিয়ে যাও দেবতা, তুমি ইরাণিকে; আমিও এখানে থাক্‌তে প্রস্তুত! কেমন, দেবতা, বলেছিলাম!

[বেগে প্রথম রক্ষির প্রবেশ।]

১ম রক্ষি

প্রভু, ভয়ানক বিপদ উপস্থিত! ইরাণি বেদেরা দণ্ডিতাকে

বলপূর্ব্বক উদ্ধার করে নিয়ে যাবে বলে দলে দলে এসে কারাগার আক্রমণ করেছে; বহির্দ্বারের মুষ্টিমেয় প্রহরীরা তাদের নিবারণ করতে পার্‌ছে না, এখনি তা'রা অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। এ দিকে দ্বিপ্রহর আগত, কারাধ্যক্ষ্যের আজ্ঞা এখনি ইরাণিকে গুপ্তদ্বার দিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে শীঘ্র সংহারকার্য্য সম্পন্ন হয়। কারাধ্যক্ষ্য এখনি এখানে আস্‌ছে...

[কারাধ্যক্ষ্য ও চারিজন রক্ষির দ্রুত প্রবেশ।]

কারাধ্যক্ষ্য

কই, ইরাণি কোথায়?

১ম রক্ষি

এই যে আমি কক্ষ হ'তে নিক্রান্ত করে রেখেছি।

কারাধ্যক্ষ্য

(অন্য রক্ষিদের প্রতি) গুপ্তদ্বার দিয়ে শীঘ্র নিয়ে চল, ইরাণি বেদেরা এখনি প্রবেশ করবে; তাদের কাছে প্রহরীরা পরাভূত হয়েছে। আমি সিপাহীদের সংবাদ পাঠিয়েছি কিন্তু ইতিমধ্যে কারাগৃহের সম্মুখদ্বার ভগ্ন করে তা'রা প্রবেশ করেছে, ঐ তাদের চিৎকার শ্রবণ কর। দণ্ডিতাকে শীঘ্র নিয়ে চল—শীঘ্র চল...

[রক্ষিরা রুস্তানাকে ধরিল।]

রুস্তানা

না, না, আমি যাব না, আমি মর্‌তে পার্‌ব না; ওগো, আমার বড় ভয় কর্‌ছে, আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!...উষানাথ, উষানাথ...

[মূর্চ্ছিতা হইল।]

কারাধ্যক্ষ্য

ঐ অবস্থাতেই লয়ে চল, আর সময় নাই! এক মুহূর্ত্তও দেরি কর না।

[কাশীমদ বেগে প্রবেশ করিল ও মুহূর্ত্তের মধ্যে কারাধ্যক্ষ্য ও রক্ষিদের আহত করিয়া মূর্চ্ছিতা রুস্তানাকে স্কন্ধে লইয়া লৌহদ্বারের বাহিরে গেল ও বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সেই সঙ্গে উচ্চ সুরে বাদ্য বাজিল।]

কাশীমদ

কারারক্ষিগণ, হত ও আহত হয়ে সব কারাগৃহে আবদ্ধ থাক! গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত আছে, ইরাণি এখন মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত... ।

[যবনিকা]

রুস্তানা

উষানাথ, প্রীয়তম, তুমি রক্ষা পেয়েছ, তুমি বেঁচে আছ, এ আমার কি সুখ! এ যেন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ দীপ্তি। কিন্তু, নাথ, কেন তুমি এ অভাগিনীকে অপরাধিনী ভেবেছ? কেন তুমি আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হয়েছ, কেন তুমি এ অবিচার করেছ? তুমি এস, একবার এস! আমার যে আর দিন নাই নাথ, আমি যে শ্মষানে শয্যা পেতেছি, শমন আমার শিয়রে! ছি, ছি,—আমি তোমাকে হত্যা কর্‌তে যাব! জান না কি, প্রিয়তম, তোমার প্রাণরক্ষার জন্য আমি আমার সহস্র প্রাণ পাত করতে প্রস্তুত। তুমি একবার এস, এক মুহূর্ত্তের জন্য এস,...আমার একটি কথায়, একটি দৃষ্টিতে, এক বিন্দু চোখের জলে তোমার সব অবিশ্বাস কেটে যাবে, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে তুমি ভুল বুঝেছ।

[কাশীমদ প্রবেশ করিয়া তাহার হস্তস্থিত আহার্য্য ও জল রুস্তানার নিকট রাখিল।]

কাশীমদ

খাও...(রুস্তানা তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল) আমাকে দেখে তোমার বড় ভয় করে...না? আমি বড় কুশ্রী! দেখ, তুমি আমার দিকে চে'ও না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার সঙ্গে কথা ক'ও।

রুস্তানা

এ বেলা আর তাঁকে দেখ্‌তে পেয়েছ কি?

কাশীমদ

না, আমি ত এ বেলা আর সহরে নাবি নাই। মন্দির থেকে তোমার জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্য আন্‌তে গিয়েছিলাম। এই রেখেছি, খাও।

রুস্তানা

কাল প্রাতে তাঁর সংবাদ আন্‌তে যাবে?

কাশীমদ।

যাব। তাঁর জন্য ব্যাকুলা হ'ও না; তিনি এখন বেশ সুস্থ হয়েছেন বলেছি ত, তাঁকে ঘোড়া চড়ে যেতে দেখেছি! শুন্‌লাম চিকিৎসকের বলেছেন তাঁর কোন রূপ গুরুতর আঘাত লাগে নাই। বিশেষত' তিনি বলিষ্ঠ, এক সপ্তাহেই বেশ বললাভ করেছেন। আর যদিও এখনও যৎসামান্য ক্ষত থাকে তার জন্য তিনি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন না।

রুস্তানা

কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই কাল প্রাতে তাঁর সংবাদ এনো।

কাশীমদ

আন্‌ব, কিন্তু যতদিন তিনি এখানে না আসেন ততদিন দিনের বেলা তুমি গুহার ভিতরেই থেকো, বেরিও না; তোমাকে দেখ্‌তে পেলেই সিপাহীরা তোমায় ধরে নিয়ে যাবে; তা হ'লে তোমার প্রাণ যাবে...(মুখ ফিরাইয়া স্বগত) আর আমিও মর্‌ব।

রুস্তানা

গুহার ভিতর আমার একলা থাক্‌তে বড় ভয় করে, তাই একবার বাহিরে এসে বসেছি।

কাশীমদ

তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাই না তুমি সাত দিন প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলে তাই জান না যে আমি এখানে দিবারাত্র থাকি। এখন আমি একবার মন্দিরে যাব; আমি চলে যাচ্ছি,—চলে গেলে তুমি চোখ্ চে'ও।

[কাশীমদ যাইতে উদ্যত হইলে রুস্তানা তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল।]

রুস্তানা

যে'ও না, শোন...

কাশীমদ

(অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) না, না, আমাকে দেখ্‌লে আবার তোমার ভয় কর্‌বে। (রুস্তানার দিকে চাহিয়া) তুমি আমাকে যেতে বারণ কর্‌ছ ?

রুস্তানা

হ্যাঁ...

কাশীমদ

দেখ, তোমার ভয় কর্‌বে। আমি দেখ্‌তে বড় কদর্য্য। ভগবান আমাকে এই রকম গ'ড়েছেন, কি কর্‌ব বল ? আমি যে কতদূর কদাকার তা আমি আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। যখন তোমার দিকে চাই মনে তখন আমার নিজের উপর দয়া উপস্থিত হয়, দেখ্‌তে আমি এতই জঘন্য ! আর তুমি·· তুমি সুন্দরী...পূর্ণিমার পূর্ণশশী...তরুণ অরুণ রশ্মি··· কোকিলের কুহুতান...

রুস্তানা

তুমি আমাকে কেন বাঁচালে ?

কাশীমদ

কেন বাঁচালাম ? মনে আছে কি, একদিন সন্ধ্যারাত্রে এক দস্যু বনপথে তোমায় আক্রমণ করেছিল ? তার পরদিন, যখন তার পাপের জন্য সেই পাষণ্ডের শাস্তি হচ্ছিল, যখন ক্লান্তিতে তৃষ্ণায় সে মৃতপ্রায় হয়েছিল, যখন চারিদিকে দর্শকবৃন্দ তার যন্ত্রণা দেখে হাস্‌ছিল, উপহাস কর্‌ছিল, তখন তুমিই সেই হতভাগ্যকে জল দিয়ে, শুশ্রূষা করে তার প্রাণরক্ষা করেছিলে। সে বেশি দিনের কথা নয়, কিন্তু তোমার এই বিপদের স্রোতে সে হতভাগ্য বোধ হয় তোমার স্মৃতি থেকে ভেসে গেছে, তাকে আর বোধ হয় তোমার স্মরণ নাই ; কিন্তু সে তোমার উপকার জীবনে কখন ভুল্‌বে না, আমার

জীবন দিয়েও তোমার সে ঋণ আমি কখন পরিশোধ করতে পার্‌ব না। (তাহার চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইল।)

রুস্তানা

কাশীমদ, তোমার চোখে জল কেন? এখন যেওনা, একটু বস।

কাশীমদ

দেখ, এই পর্ব্বতশ্রেণীপার্শ্বে অনেক গভীর খাদ আছে, খুব গভীর খাদ। যদি কেহ উপর থেকে ঐ খাদে পতিত হয় ত নিম্নে পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্বেই তার প্রাণান্ত হয়।...তুমি যদি ইচ্ছা কর ত যেদিন বল্‌বে সেই দিনই, তৎক্ষণাৎ, ইঙ্গিতমাত্রেই আমি ঐ গভীর খাদতলে আত্মনিক্ষেপ কর্‌ব!...আমি যাই।

রুস্তানা

যেওনা।

কাশীমদ

না, না, আমি যাই; আমার মনে কষ্ট হবে বলে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ না, চোখ্‌ বুজে থাক্‌ছ না। আমি যাই, শীঘ্রই মন্দির থেকে ফিরে আস্‌ব। তুমি ততক্ষণ আহার করে গুহায় নিদ্রা যাও। ফিরে এসে যদি দেখি তুমি নিদ্রিতা তোমার কাছেই বসে থাক্‌ব, তা'তে তোমার কোন কষ্ট হবে না; তোমার যখন চক্ষু মুদিত তখন আমি তোমায় দেখি, না দেখি, তা'তে তোমার কি এসে যাবে? কিন্তু তুমি যতক্ষণ জেগে থাক্‌বে ততক্ষণ আমি খুব দূরে থাক্‌ব, এমন যায়গায় থাক্‌ব যেখান থেকে আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাব কিন্তু তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাবে না। (গমনোদ্যত হইয়া আবার ফিরিল ; হ্যাঁ, দেখ, তোমার জন্য এই শঙ্খটি এনেছি, রেখে দাও, সর্ব্বদা কাছে রেখ; যদি কখনও তোমার কোনও বিপদ উপস্থিত হয়, যদি কোন কারণে তোমার আমাকে আবশ্যক হয় আর সে সময় মনে হয় আমি কাছে

এলে তোমার ভয় কর্‌বে না, তখনই এই শাঁকটি বাজিও ; আমি যেখানেই থাকি না কেন তৎক্ষণাৎ ছুটে তোমার কাছে আস্‌ব। এখন চল্লাম... (আবার গমনোদ্যত হইল)।

রুস্তানা

(চিৎকার করিয়া) কাশীমদ! ঐ দেখ তিনি,—পর্ব্বতের নীচে... অশ্বপৃষ্ঠে...সিপাহীদলের অগ্রে...নিশ্চয়ই তিনি! তুমি যাও, শীঘ্র যাও, ছুটে যাও, হওয়ার বেগে যাও, গিয়ে তাঁকে আমার সব কথা বল, আমার কাছে তাঁকে ডেকে আন। আন্‌তে পার্‌লে আর তোমাকে দেখে কখন ভীতা হব না...তোমায় খুব ভালবাস্‌ব...যাও, খুব শীঘ্র যাও...

কাশীমদ

আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি ; কিন্তু তিনি অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুতপদে যাচ্ছেন, ধর্‌তে পার্‌ব কিনা জানিনা, দেখি···

[কাশীমদ পর্ব্বত হইতে পশ্চাতে নামিয়া গেল ; রুস্তানা তাহাকে দেখিতে লাগিল ও "শীঘ্র", "খুব শীঘ্র", ইত্যাদি বলিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিল ; সম্মুখ বাম হইতে পুণ্ডরীক প্রবেশ করিল।]

পুণ্ডরীক

উষানাথ মরে নাই,···সেও জীবিত, ইরাণিও জীবিত! আবার সেই দ্বেষ, সেই ঈর্ষা, সেই দাবানলের দিবারাত্র দহন। শান্তি, শান্তি, দেখি কাননকান্তারে, পর্ব্বতগুহায় কোথায় শান্তি পাই। (রুস্তানাকে দেখিয়া) একি!...সেই?...এখানে? ...সেই ত···হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বটে! সন্ন্যাসিনী বেশে, পর্ব্বতে বসে কার প্রতিক্ষা কর্‌ছে? দেখি, দেখি...(ফিরিয়া) যাক্, সব ভেসে গেল!...আবার এস কুহকিনী স্মৃতি, খুলে দাও রুদ্ধদ্বার!···সেই করতাল বাজায়ে মোহিনীর

পথে পথে নৃত্যগীত, তা'রি অন্বেষণে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ, ঈর্ষাপূর্ণ-প্রাণে
তার অভিসারে অনুসরণ, হত্যা, পীড়ন, প্রাণদণ্ড, কারাগারে অপমান
...এস, সব কথা মনে এস, আমার সব সংযম,
কর, এ বক্ষের প্রধূমিত প্রেম-বহ্নিমাঝে প্রলয়-প্রভঞ্জন ব্যজন কর!

রুস্তানা

(পুণ্ডরীককে দেখিয়া) কে!

পুণ্ডরীক

এখানে তোমাকে কে এনেছে?

রুস্তানা

আবার এখানেও অনুসরণ করেছ? হত্যাকারী চণ্ডাল, এখান থেকে
দূর হও!

পুণ্ডরীক

(অগ্রসর হইয়া) আমায় ক্ষমা কর...আমায় দয়া কর...

রুস্তানা

(স্থানান্তরে গিয়া) সরে যাও, পিশাচ! জান না উষানাথ এখনও
জীবিত, তিনি এখনি এখানে আস্‌বেন,—এসে তোমার প্রাণনাশ
কর্‌বেন। তোমার আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন কিন্তু তাঁর
আঘাতে তোমার প্রাণান্ত হবে। এখনও বল্‌ছি, শীঘ্র পালাও
উষানাথ...প্রাণনাথ...

পুণ্ডরীক

ও নাম আমাকে শুনিও না, শতদগ্ধ-হৃদয়ে আর লবণ বর্ষণ কর না
(আরও অগ্রসর হইয়া) আমায় দয়া কর, আমার কি অবস্থা করে
একবার কল্পনা কর! নরকযন্ত্রণা, নরকযন্ত্রণা, অন্তরে আমার নিশিদিন
অসহ্য নরকযন্ত্রণা ভোগ হচ্ছে, যেন লক্ষ লক্ষ তীক্ষ্ণ ছুরিকা অন্তরকে আমার

অহর্নিশি ক্ষত বিক্ষত কর্ছে! (অগ্রসর হইয়া) আমাকে কণামাত্র দয়া কর!

রুস্তানা

কাছে এস না, ভণ্ড ব্রহ্মচারী, এখান থেকে দূর হও।

পুণ্ডরীক

তিরস্কার কর, অপমান কর, পদাঘাত কর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,—কেবল দয়া করে ভালবাস...এখন না পার, বল বাস্‌বে!

রুস্তানা

তোমাকে পদাঘাত কর্‌ব। এখান থেকে দূর হও, না হ'লে আমি চিৎকার কর্‌ব, রাজদ্বারে বল্‌ব, পথে পথে বল্‌ব, ঘরে ঘরে বল্‌ব,—'ঐ ভণ্ড ব্রহ্মচারী আমার সহিত তার ঘৃণ্য ইন্দ্রিয়লালসাতৃপ্তির জন্য উষানাথকে হত্যা কর্‌তে গিয়েছিল'।

পুণ্ডরীক

আর তোমার সেই উষানাথ তার পলাইতা প্রেমিকাকে ধর্‌বার জন্য, রাজদ্বারে অর্পণ করে তার প্রাণসংহার করা'বার জন্য তা'র সিপাহীসহ দিবারাত্র সমস্ত অম্বর অন্বেষণ কর্‌ছে।...করুক, ভয় নাই, কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌ব...

[রুস্তানাকে বক্ষে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।]

রুস্তানা

ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, পাষণ্ড! কি করি...কে কোথায়...কাশীমদ... ওহো, এই যে... (শঙ্খনাদ করিতে লাগিল।)

পুণ্ডরীক

ওকি, শঙ্খনিনাদ কর্‌ছ কেন? এখনই অন্বেষণকারী সিপাহীরা এসে তোমায় ধর্‌বে। স্থির হও, আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌ব, আমি তোমাকে

বক্ষে ধারণ করে পৃথিবীর এক সুদূর প্রান্তে নিয়ে চলে যাব…সেখানে আর কেহ তোমাকে ধর্‌তে পার্‌বে না…

রুস্তানা

কি করি...কি করি...কে আছ… রক্ষা কর, রক্ষা কর (আবার শাঁখ বাজাইল।)

পুণ্ডরীক

ও কি কর্‌ছ? উন্মাদ হ'ও না।

রুস্তানা

(কাশীমদকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) এই যে, এসেছ! আমাকে বাঁচাও! সেই হত্যাকারী, ব্যভিচারী ব্রহ্মচারী...

[কাশীমদ পুণ্ডরীককে দূরে নিক্ষেপ করিয়া রুস্তানাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।]

কাশীমদ

পিতা, দেবতা, ভগবান,…এই বালিকার উপর আপনি যাহা ইচ্ছা করুন কিন্তু তার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে এ হতভাগ্যকে বধ করুন, (নত জানু হইয়া)...এই লউন, ছুরিকা গ্রহণ করুন!

[কাশীমদ পুণ্ডরীককে ছুরিকা দিতে উদ্যত হইল। পুণ্ডরীক ছুরিকা লইয়া তাহাকে আঘাত করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল; তদ্দণ্ডে রুস্তানাও ছুটিয়া আসিল ও সেই ছুরিকা নিজহস্তে লইয়া পুণ্ডরীকের দিকে উত্তোলন করিল।]

রুস্তানা

খবরদার! এক পদ অগ্রসর হ'লে তোমার প্রাণান্ত হবে!

[দুর্গের ভিতরে মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণ। পুণ্ডরীক ও শাকি।]

শাকি

বাবা, বাবা, এমন করে আর কতদিন কাটবে? দিন যায় কিন্তু আশা ত যায় না, বাবা। একবার ভাবি হয়ত বেদেনীরা বাছাকে খেয়েছে; কিন্তু আবার তাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, মনে হয়,—না, খায়নি, অমন মেয়েকে কি কেহ খেতে পারে? হয় ত কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, হয় ত বাছা আমার বেঁচে আছে, হয় ত খুঁজ্‌লে এখনও পা'ব—তাই ত এখনও বুকে আশা পুষে রেখেছি; কিন্তু বাবা, আর কতদিন·· কতদিন... (চোখের জল পুঁছিল।)

শাকি, তোর এ শোকের কি শান্তি নাই, এ আগুনের কি নির্ব্বাণ নাই? যখন প্রথম সদ্যশোকসন্তপ্তা হয়ে আমার কাছে এসেছিলি তোর সে দিনেও যেমন, আর ১৫ বৎসর কেটে গেল, আজও তেমন! তুই তাকে, সেই এক বৎসরের সন্তানকে কি দিয়েছিলি, সে তোর এমন কি নিয়ে গেছে যার জন্য তোর এই শোক, এই রাবণের চিতা এতদিন ধরে সমভাবে জল্‌ছে?

শাকি

বাবা, তুমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তুমি মার ব্যথা কি বুঝ্‌বে? বাবা, মায় ব্যথা কখন পুরাণ হয় না। দিন যায়, বয়স কাটে, চোখের জলও শুখিয়ে যায় কিন্তু মার বুকের আগুণ কখন নেবে না,...সে আগুণ প্রথম দিনেও যা আর শেষ দিনেও তা।

পুণ্ডরীক

শাকি, যে যাবার সে গিয়েছে, আগুন নিবিয়ে ফেল, ভগবানের দিকে মন ফেরা, শান্তি পেলেও পেতে পারিস ; পাবি কি না জানি না, অদৃষ্টে থাকে পাবি। (স্বগত) আমি অনেক চেষ্টা করেছি, অদৃষ্টে নাই, পাইনি ; তাই আজ অশান্তির এই সর্ব্বগ্রাসী শিখায় অহর্নিশি জ্বলছি ! উঃ, কি জ্বালা ! শাকি, আগুন নিবিয়ে ফেল, না হ'লে শান্তি নাই, শান্তি নাই...

শাকি

শান্তি ? শান্তি কোথা ? সন্তান হারিয়ে কি মার শান্তি আছে, বাবা ! যে মা প্রসব করে একবার তার সন্তানকে দেখেছে, একবার তাকে স্তন দিয়েছে, তার হাসিমুখে চুমো খেয়েছে, তার অশান্ত পাদুখানি বুকে ধরেছে সে মার জীবনে কি আর শান্তি আছে, বাবা ? বল্‌ছ, ভগবানকে ডাক্‌ব ? কে ভগবান ? আমার ত আর ভগবান নাই ; যে মা তার সন্তান হারিয়েছে সে যে ভগবানকেও হারিয়েছে, বাবা,—ডাক্‌ব কাকে ?

পুণ্ডরীক

তবে কর্ আশা, পোষ্ আশা ; কিন্তু পাগলি মনে রাখিস যত আশা তত নিরাশা ; এখন আশার জ্বালায় জ্বলছিস পরে নিরাশার দারুণ দাবাগ্নিতে দগ্ধ হবি। কিন্তু শাকি, আর কত সহিবি ? ১৫ বৎসরের আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক্ হস্‌নি ? ধন্য তুই, ধন্য তোর প্রাণ ! তুই জানিস, —ঐ ইরাণিরা তোর সন্তান হরণ করেছে, তোর বুকে আগুন জ্বেলেছে, তোকে পাগল করেছে আর তুই—মা হ'য়ে, জেনে শুনে স্থির হয়ে আছিস, নীরবে এই ঘোর নির্য্যাতন সহ্য করছিস্ ? তোর শরীর কি রক্তে মাংসে গড়া নয় ? তোর প্রাণে কি প্রতিহিংসা নাই ? তুই কি প্রতিশোধ চাস্ না, শাকি ? প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ ?

শাকি

প্রতিশোধ চাহি না, বাবা? তবে কেন ঐ বেদেবেটিদের দিবারাত্র গালপাড়ি? বিশেষতঃ, বাবা, যখন সেই ছুঁড়িকে দেখি, যেটা পথে নাচ্‌তে নাচ্‌তে যায়, আমার বুক যেন কি করে ওঠে, যেন সর্ব্বাঙ্গ আমার কাঁপ্‌তে থাকে, যেন আমি আত্মহারা হ'য়ে যাই। দেখ্‌লে তাকে গালপাড়ি, তার মাকে গালপাড়ি;...বাবা, তাকে সিপাহী ধরিয়ে দিলাম, খুনের দায়ে তার প্রাণদণ্ড দেওয়ালাম, তবুও ছুঁড়ি পালা'ল! কি অবিচার! ভগবানের রাজ্যে কি বিচার আছে, বাবা? বিচার নাই, বিচার নাই, বিচার নাই···(প্রস্থান।)

পুণ্ডরীক

যাস্‌নি, শাকি, আমি তোর বিচার কর্‌ব! সয়তানে ভগবানে লড়াই লাগা'ব, দেখি কে হারে কে জেতে...

[ভৃঙ্গারের প্রবেশ।]

রেখে দাও, দেবতা, তোমার লড়াইএর বড়াই। ঢের দেখ্‌লাম... একটা এক ছটাক ছুঁড়ির সঙ্গে লড়্‌তে গিয়েছিলে, কেমন তোমাকে ছিনিমিনি খেলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে; তুমি আবার ভগবানের সঙ্গে লড়াই লাগাবে!

পুণ্ডরীক

হ্যাঁ, ভৃঙ্গার, এখন সয়তান আমার সহায় তবে আর আমার কিসের ভয়? (ক্ষনেক বিচরণ করিয়া) ভৃঙ্গার, ভৃঙ্গার, ভাই, কি ভয়ানক পরিণাম! ভেবে দেখ, এই ভিখারিণীর ভালবাসায় আমি কোথায় ভেসে চলেছি। আমি সর্ব্বস্ব হারায়েছি, নরকে নেবেছি, সয়তান হয়েছি···কিন্তু এ মূল্যেও কি তাকে পেয়েছি? ইরাণি, ইরাণি, এততেও যদি তোমাকে না পাই...(উত্তেজিত হইয়া উঠিল আবার সংযত হইয়া) ওঃ, সত্য সত্যই আমি সয়তান হয়েছি, সয়তান হয়েছি...

ভৃঙ্গার

দেখ দেবতা, তুমি সব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হতে পার কিন্তু রতিশাস্ত্রে দেখ্‌ছি তোমার কিছুমাত্র বুৎপত্তি হয়নি। তুমি প্রেমশাস্ত্রের প্রথম সূত্রই ভুলে যাচ্ছ,—

কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমানা চেৎ সরসা বিরসায়তে॥

ভেবে দেখ, একে ত ছুঁড়ির প্রাণভয়ে সব রস শুখিয়ে রয়েছে, তার উপর 'বলাদাকৃষ্যমানা', যাতে শাস্ত্রে বল্‌ছে রসে টলটলে ছুঁড়িরাও এক দম বিরস মেরে যায়। এ অবস্থায় তুমি কি হিসাবে তার প্রণয় প্রত্যাশা কর বল দেখি?

পুণ্ডরীক

তা বলে কি দানের প্রতিদান নাই? আমি যে তার পদে আমার যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি, তা'র প্রতিদানে কি এক কণা দয়াও প্রত্যাশা কর্‌তে পারি না?...সমানুভূতি সংসারের নিয়ম,—লোকে অশ্রুদিয়ে অশ্রুপায়, হাসি হাসির বিনিময়...

ভৃঙ্গার

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ! দেবতা, তোমার মতিভ্রম উপস্থিত! একবার বেশ করে তলিয়ে ভেবে দেখ দেখি, তুমি কি বাস্তবিকই বালিকাকে ভালবাস যে সে তোমায় প্রতিদান দেবে? তুমি তার পদে, না তোমার আপন ইন্দ্রিয়তৃপ্তিলালসার পদে তোমার যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করেছ? ভালবাস তা'কে না তোমার অহংকে? আজীবন কেবল অধ্যয়ন আর অনুষ্ঠানই করে এসেছ কিন্তু বাসনার বিনাশ কর্‌তে পেরেছ কি? তা যদি পার্‌তে তা হ'লে দেখ্‌তে দেবতা, এই বেদেনী ত বেদেনী সমগ্র মেদিনী তোমার পদতলে পতিত! কামনা ছাড়, লক্ষ কামিনী পাবে।

পুণ্ডরীক

কামনা কখন কামিনীপ্রেম হ'তে বিচ্ছিন্ন নয়! তবে আমার অপরাধ, আমি ব্রহ্মচারী হয়ে কামিনী-কামনা-জালে আবদ্ধ হয়েছি! কিন্তু, ভৃঙ্গার, সেই জন্যই ত পতিত হয়েছি, সে পতন ত গ্রহণ করেছি, স্বর্গপণে ত নরক কিনেছি, তবুও কি তাকে পেয়েছি...? আর কি দিব? এ সংসারে আর আমার দিবার কি আছে? আর কিসে পুরুষ কামিনীকে পায়?

ভৃঙ্গার

যতই দাও, দেবতা, পুরুষ কামিনীকে চাহিলেই পায় না! কামিনী পুরুষকে ভালবাসে কখন?—যখন প্রথমে তার রূপে আকৃষ্ট হয়, পরে যখন তার মনমাধুর্য্যে সে আকর্ষণ বদ্ধমূল হয়, যখন ক্রমে তাকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্তমনে তার উপর আত্মনির্ভর করে! তুমি কি চাওরাও তোমার ঐ দাড়ি, জটা আর গৈরিকবসনে আকৃষ্টা হবে তোমার সন্তান-তুল্যা ঐ ষোড়ষী বালিকা? তারপর, তুমি প্রতিরাত্রে কাল কাপড় মুড়ি-দিয়ে কাফ্রি সেজে তাকে বনে অনুসরণ করবে, ভূতের মত তোমার ঐ ভৃত্যটাকে দিয়ে রাত্রে পথিমধ্যে তাকে টানাটানি করবে, যখন তার প্রেমিকের মৃত্যুশোকে সে জর্জ্জরিত, নিজেও আসন্নমৃত্যুমুখে পতিত, তখন তুমি কামার্ত্তনয়নে, কামকম্পিত কলেবরে তোমার দীর্ঘশ্বাস, হা হুতাশ নিয়ে কারাগারে গিয়ে তার সঙ্গে প্রেমের হাঙ্গাম করবে, আর তুমি প্রত্যাশা কর ঐ উন্মেষিতযৌবনা বালিকা প্রেম-উচ্ছ্বসিত প্রাণে তোমাকে বিশ্বাস করে আত্মসমর্পণ করবে, ভালবাস্‌বে? ছেড়ে দাও, দেবতা, তোমার ও সব প্রেমের পাগ্‌লাম; এখন একটা কাযের কথা শোন।

পুণ্ডরীক

কি কথা?

ভৃঙ্গার

কাশীমদ সেদিন গারদখানা থেকে ইরাণিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে শুনছি এক পর্ব্বতগুহায় লুকিয়ে রেখেছে; এদিকে, কারাগার আক্রমণ করেছিল বলে বেদেবেটাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল', তা'রাও সব লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরে এসেছে। তা'রা সকলে মিলে গুহা অন্বেষণ ক'রছে,—মৎলব, ইরাণিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কাশীমদ বেটা, দেখে এলাম, খুব লড়্ছে, বাঁদরের মত পাহাড়ে পাহাড়ে লাফালাফি করছে আর উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে বেদেবেটাদের দাবিয়ে রেখেছে। বেদেরা নিয়ে যায় ক্ষতি নাই...বনের পাখি বনে উড়ে যাবে; কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে গোলমাল শুনে এখনই অন্বেষণকারী সেনাপতির সিপাহীরা সেখানে উপস্থিত হ'বে; তা হ'লেই বালিকা ধরা পড়্বে আর তৎসঙ্গেই তা'র প্রাণান্ত হবে।

পুণ্ডরীক

হয় হবে, তাতে আমার কি? তার প্রাণের সঙ্গে আর আমার সম্বন্ধ কি? যথেষ্ট করেছি, তার রক্ষার জন্য উদ্যোগ, উদ্যম, কিছুমাত্র ত্রুটি করিনি; কি ফল হয়েছে? এত প্রাণভরা যত্ন, আয়োজন কি গৃহীত হয়েছে? না, আমার সকল আয়াষ, সকল আগ্রহ ঐ প্রগল্‌ভযৌবনা বালিকা বার বার পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান করেছে? অপমানের জন্য আমার কোন অভিমান, অভিযোগ নাই;—যার ত্রাণ নষ্ট হয়েছে তার আবার মান কিসের? কিন্তু যে প্রতিপদে প্রত্যাখ্যাত, প্রতিদিন হীন হিংস্র পশুর মত প্রতিক্ষিপ্ত, পরিত্যক্ত, তার কাছে আবার উপায়ের জন্য কেন এসেছ? বালিকা ধৃতা হউক বা উদ্ধৃতা হউক,—মৃতা হউক বা মুক্তা হউক এখন আমার পক্ষে সব সমান। সয়তান, সয়তান, ভৃঙ্গার আমি এখন সয়তান...

ভৃঙ্গার

সয়তান নয়, সয়তান নয়,—তুমি ত এখন আমাদের কদমতলার কৃষ্ণঠাকুর। কিন্তু দেবতা, পাগ্‌লা কবির একটা কথা নাও, তোমার ঐ গৈরিকবসনটা বদ্‌লে ফেল, আর ওটা ভাল দেখাচ্ছে না, এখনি পথের ছোঁড়াগুলো তোমার পেছনে লাগ্‌বে আর গাইতে সুরু কর্‌বে :

"ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী"...

তার চেয়ে, দাড়ি জটা ছাঁটো, চুড়িদার কোর্‌তা আঁটো, বেল্‌দার টুপি, বেলফুলের মালা...যার যা!

পুণ্ডরীক

(ত্যক্ত হইয়া) পরিহাস্! পরিহাস ত্যাগ কর; পরিহাসের সময় নয়!

ভৃঙ্গার

পরিহাস! প্রেমের কথায় পরিহাস! প্রাণের কথায় পরিহাস! লক্ষ কবিতার কবি আমি, আমার পক্ষে সে কি সম্ভব, দেবতা? বরং তুমিই এই কবির কথাটা পরিহাসে ভাসিয়ে দিলে। বল্‌তে এল্‌াম বালিকার বিপদ উপস্থিত, তুমি নানা বর্ণের বায়ণা তুলে কথাটা কানেই তুল্‌লে না। ছুঁড়ি এখন তোমার কাছে যতই দোষী হউক এ বিশ্বাস কর ত যে এ হত্যাকাণ্ডে তার কোন অপরাধ নাই। যখন আশা ছিল তখন ত তাকে বাঁচাবার জন্য এ অধমের উত্তমাঙ্গটি নিয়ে অনেক উৎপাৎ করেছিলে; এখন আশা গেছে বলে কি ছুঁড়িকে বিপদসাগরে ভাসিয়ে দিতে হ'বে? নিরপরাধিনী ত বটে!

পুণ্ডরীক

(চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া) নিরপরাধিনী! নিরপরাধিনী! (চঞ্চল হইয়া) একি! পুণ্ডরীক, দুর্ব্বলপ্রাণ পুণ্ডরীক, এ কা'র কণ্ঠস্বর অন্তরে তোমার ধ্বনিত হচ্ছে?...কে তুমি, কে তুমি...? অন্তর্যামী?...

না, না, কেহ নয়! কেবল অতৃপ্ত কামনার কাতর কণ্ঠস্বর! আশা, শেষ আশা…(ক্ষণেক বিচরণ করিয়া) হাঁ, ভৃঙ্গার, বালিকা নিরপরাধিনী বটে। তা'কে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। শোন, পথ খুব সহজ। আমি গুহা চিনি, চল আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। বেদেরা বোধ হয় এখন সে দিকেও যেতে পারে নাই। তুমি ইরাণিকে গিয়া বল, কাশীমদ তোমাকে পাঠাইয়াছে, তাকে স্থানান্তর কর্‌বার জন্য…তাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য পাঠাইয়াছে। সন্ধ্যার পর পর্ব্বতের উপর তোমাদের কেহ দেখ্‌তে পাবে না। তুমি তার স্বামী, তোমার সঙ্গে আস্‌তে তারও কিছুমাত্র আপত্তি হবে না। আমি মন্দিরপ্রাঙ্গণে তোমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌ব। সোজা মন্দিরে লয়ে এস।…নিরপরাধিনী বটে… রক্ষা কর্‌তেই হ'বে…(স্বগত) একটা কথা…মাত্র একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব। এখনও আশা আছে, শেষ আশা…অন্তগামী সহস্রাংশুর শেষ রশ্মি!…চল ভৃঙ্গার, আমি গুহা দেখিয়ে দিচ্ছি, (স্বগত) এখনও সময় আছে, এখনও আছে…আর একবার দেখ্‌ব, শেষবার! ‥কই ভৃঙ্গার… (স্বগত) শেষবার, শেষবার, শেষবার… (উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[প্রথম গর্ভাঙ্কের পর্ব্বতদৃশ্যাবলী। গুহার অভ্যন্তরে রুস্তানা নিদ্রা যাইতেছে। কেবল মাত্র তাহার স্কন্ধদেশ ও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ দেখা যাইতেছে। রুস্তানা স্বপ্ন দেখিতেছিল; ভৃঙ্গার পশ্চাৎ বাম হইতে প্রবেশ করিয়া গুহা অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ব্বতের উপর দিয়া দক্ষিণে প্রস্থান করিল। সেই সঙ্গে মৃদু বাদ্য বাজিতে লাগিল। পরে গুহার পশ্চাৎস্থিত দৃশ্যাবলীর

পরিবর্ত্তন হইয়া স্বপ্ন দৃশ্যাবলী দৃষ্ট হইল। স্বপ্ন দৃশ্য ঃ— উত্তালতরঙ্গালোড়িত মহাসমুদ্র, তুফান চলিতেছে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইতেছে, বিদ্যুৎ হানিতেছে। সমুদ্রবক্ষে একখানি ছোট নৌকা যাইতেছে; নৌকায় মাঝি নাই, একদিকে সুসজ্জিত হইয়া উষানাথ ও কমলা বসিয়া আছে, অপর দিকে রুস্তানা,—তাহার পরিধানে কারাগারের বেশ। কমলা গান গাহিতেছে।]

গান।

গভীর মন্দ্রে গরজিছে ঘন,
নিনাদে সিন্ধু আজি ;
স্বনিছে পবণ, ঝরিছে বরষা,
উথলে উর্ম্মিরাজি ;
খেলিছে চপলা চমকি অন্তর,
ধ্বনিছে অশনি বিদারি অম্বর,
যেন নাচিছে বিশ্বে বিকট দানব
প্রলয়লীলায় লাজি।

রুস্তানা

নৌকাটা বড় দুল্‌তে আরম্ভ করেছে।

কমলা

নৌকায় যে তুমি রয়েছ, দুল্‌বে না?

রুস্তানা

আমি ত এত স্থির হয়ে রয়েছি, তবু নৌকা দুল্‌বে কেন?

কমলা

তোমার যে প্রাণদণ্ড হয়েছে; দণ্ডের পর পালিয়ে এসেছ, তাই ত নৌকা দুল্‌ছে, দুলে দুলে তোমায় বল্‌ছে, 'তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও।'

রুস্তানা

এ যে সমুদ্র, চারিধারে জল, আমি যা'ব কি করে?

কমলা

যাও না, নেবে যাও, জলের উপর দিয়ে চলে যাও; তোমার এখন প্রাণদণ্ড হয়েছে, তোমার পক্ষে ত জল ও স্থল দুই সমান; নেবে যাও...:

রুস্তানা

এখানে যে অথৈ জল; তার উপর, জলে ভয়ানক ঢেউ চলেছে, এমন জলে নাব্‌ব কি করে? এখনি যে তলিয়ে যাব।

কমলা

তুমি তলাবে ত আমার কি? আমার দোষ? আমি কি হত্যা করতে গিয়াছিলাম? তুমি মেরেছ, তুমি মর। তোমার জন্য আমি ডুব্‌ব? বা রে! নাব্‌বে না? তবে এই দেখনা, এই দেখনা, নৌকা আবার দোলাই,—তুমি ডোবো আর আমি বাঁচি...

গান।

দোল্, দোল্, দোল্—দোল্,
আমার সোণার তরি দোল্;
দুলে দুলে ফেনোচ্ছল তরঙ্গশিরে
দাও, ফেলে দাও দণ্ডিতারে জলধি নীরে।
নইলে আমার হৃদয়-নিধি হর্‌বে বিধি,
হবে মহা গোল;
আমার সোণার তরি দোল্।

[গানের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা আবার বেশি দুলিতে আরম্ভ করিল। রুস্তানা ভীতা হইয়া 'পড়ে যাব', 'পড়ে গেলাম', বলিতে লাগিল ও গান শেষ হইলে নৌকা হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গেল। কমলা হাসিতে হাসিতে হাততালি দিতে লাগিল। রুস্তানা জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল ও উষানাথের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। সেই সময় গুহায় নিদ্রিতা বাস্তব রুস্তানা গোঁ গোঁ করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।]

রুস্তানা

সেনাপতি, রক্ষা করুন, আমি ডুবে যাচ্ছি, আমায় বাঁচাবার আর কেহ নাই। গেলাম্, আমাকে বাঁচান, তুলে লউন...

[নৌকার ধার ধরিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে করিতে একবার নৌকা ধরিতে লাগিল আবার ছাড়িয়া দিয়া জলে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।]

কমলা

তুমি উঠ্‌লে নৌকা ভারি হবে, আমরাও নৌকাডুবি হয়ে মর্‌ব। তুমি ডুবেছ না ডুব্‌তে আছ, পাতাল কত দূরে দেখ।

[উষানাথ অনিচ্ছা স্বত্বেও রুস্তানার হস্ত নৌকার ধার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। রুস্তানা স্রোতের টানে অনেক দূর গিয়া পড়িল ও ভাসিয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলঃ]

রুস্তানা

আমায় ফেলে যেও না, আমায় অকূল পাথারে ভাসিও না; হে নাবিক, হে আমার বিপদসমুদ্রের কাণ্ডারি, তোমার তরিতে আমায় তুলে লও,

আমি বড় আশায় তোমার আশ্রয় লয়েছিলাম,...আমায় এমন করে ডুবিও না,...আমায় পার কর, আমায় ত্রাণ কর...আমি বড় পাপী...

কমলা

এ যে তোমার জীবনসমুদ্র, জান না? পাপ করেছ, এখন আর পস্তালে কি হবে? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

রুস্তানা

হে আমার কর্ণধার, সত্যই চলে যাবে? ফেলে যাবে? এই উন্মত্ত জলধি-জল-স্রোতে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে যাবে...? আমি ডুবলাম... ডুবলাম···বাঁচাও...,ডুবলাম...

[রুস্তানা ডুবিয়া গেল। ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুত, বজ্রাঘাত থামিল; সমুদ্র স্থির হইল, মেঘ কাটিয়া গেল ও স্বচ্ছ, নক্ষত্র-খচিত আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখা দিল।]

কমলা

(আগ্রহের সহিত) ছুঁড়ি ডুবেছে, ডুবেছে, আর উঠ্‌বে না! আঃ, বাঁচ্‌লাম! না হ'লে এখনি আমার নৌকাডুবি হ'ত! ওঃ, কি তুফানেই পড়েছিলাম!

উষানাথ

তুলে নিলে হ'ত! লঘুকায়া বালিকা,—ওর ভারে নৌকাডুবি হ'ত না। আর আমার তরি কি এতই অপদার্থ যে একটা ক্ষীণা, সহায়হীনা বালিকার ভার সহিত না? যাক্,...ডুবেছে, ডুবুক, কষ্ট পাবে না; শুনেছি, ডুবে মর্‌লে আজীবনের সুখ-স্মৃতি সব সুন্দর গানের মত কাণের কাছে ধ্বনিত হ'তে থাকে...

কমলা

এস, প্রীয়তম, আমিও আমাদের প্রেম-সুখ-স্মৃতি গান তোমার

কর্ণকুহরে ধ্বনিত করি, আর সেই গীতি লহরিতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে আমাদের জীবনের কোন সুদূর, সুন্দর, সুখ-তটভূমে উপনীত হই।

গান।

আজি এ সুখ দিনে
পড়িছে মনে
যত কথা প্রেমগাথা
আছে স্মরণে।

প্রথম মিলন রাগ
বাড়ে প্রতি দরশনে,
চপলা চমকে প্রাণে
প্রতি কর-পরশনে ;

হৃদযে হৃদয় মিলে,
অধর—অধর সনে,
আবেশে অবশ হই
সে প্রেম-সুখ-মিলনে।

তবুও মেটেনা আশা,
'আরও সুধা, সুধা,'—তৃষা ;
সুধা-সিন্ধু-নীরে হেসে-
চল ভেসে দুইজনে।

উষানাথ

একি! শোন, শোন, জলধিগর্ভ হতে কি সুন্দর গীতিলহরি উচ্ছলিত হচ্ছে? একি আবার! দেখ, দেখ...উর্ম্মিমালা ভেদ করে জলদেবীর ন্যায় শুভ্রবসনা কে এক সুন্দরী শূন্যে উত্থিতা হচ্ছে...

কমলা

(আশ্চর্য্য হইয়া) সেই যে আবার!

[রুস্তানা শুভ্রবসন পরিধৃতা হইয়া সমুদ্রজল হইতে গান
গাহিতে গাহিতে শূন্যে উত্থিতা হইতে লাগিল।]

রুস্তানা

গান।

চাঁদেরই কিরণে ভাসিতে ভাসিতে,
চলে যাই ঐ চাঁদেরই পানে...

তোমরা আমায় তুললে না,...দেখ আমি কেমন জল থেকে আপনি উঠছি...মরে গেছি কি না, তাই এত হাল্কা হয়েছি। আমায় দেখে তোমরা ভয় পে'ও না। ওগো প্রেমিক...একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমি তোমার মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে, তোমায় দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে, চন্দ্রালোকে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ঐ চাঁদের কাছে চলে যাই...

গান।

চলে যাই ত্যজি এ মরুজগৎ,
হাসিতে হাসিতে ঐ চাঁদেরই সনে...

[গাহিতে গাহিতে আরও উর্দ্ধে উত্থিতা হইয়া
ক্রমে শূন্যে মিশাইয়া গেল।]

কমলা

(বিস্মিতা হইয়া) কোথায় গেল...?

উষানাথ

ঐ যে যাচ্ছে, এখনও দেখা যাচ্ছে...মাধবী-উষার একটি স্নিগ্ধ নিশ্বাসের মত নিদাঘ উত্তাপে ত্যক্ত হয়ে বালিকা ঐ অনন্ত আকাশে মিশাইয়া গেল!...তুমিও যাবে...?

কমলা

(ত্রস্তে উষানাথকে ধারণ করিয়া) না, না আমি যাব না।

[স্বপ্নের সমুদ্রদৃশ্যাবলী অদৃশ্য হইল ও বাস্তব পর্ব্বত-
দৃশ্যাবলী পুনর্স্থাপিত হইল। রুস্তানা গুহায়
শুইয়া নিদ্রায় চিৎকার করিতেছে।
ভৃঙ্গার প্রবেশ করিল।]

ভৃঙ্গার

দেবতা ত খুব দেখিয়ে দিয়ে গেল। এখন এই অমাবস্যার অন্ধকারে গুহাটি কোথায় পাই? ঠাকুর ত দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন— ঐ, ঐ, ঐ...আমি এখন খুঁজে পাই কই, কই, কই? (রুস্তানা আবার একবার চিৎকার করিয়া উঠিল) ওকি, কা'র কণ্ঠস্বর...? নিকট থেকে আস্‌ছে না? এই যে, এই স্থানে...

রুস্তানা

(নিদ্রিতাবস্থায়) পড়লাম্, পড়লাম্...উঁ...উঁ...উঁ...

ভৃঙ্গার

একি! সেই শু'য়ে নাকি?...হ্যাঁ হ্যাঁ, তা'রি ত বিকৃত কণ্ঠস্বর বটে! তবে ত মিল্ গিয়া!...আবার, দেবতা বলে কবি বেটার বুদ্ধি নাই;... (রুস্তানার নিকটে গিয়া) রুস্তানা, স্ত্রী আমার, প্রাণেশ্বরী...(রুস্তানার অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে একবার চিৎকার করিয়া উঠিল ও তখনই তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।)

রুস্তানা

উঃ, উঃ, কি ভয়ানক!...কে, ভৃঙ্গার?

ভৃঙ্গার

হ্যাঁ, আমি,...তুমি চিৎকার কর্‌ছিলে কেন?

রুস্তানা

দাঁড়াও, দাঁড়াও, উঃ...একটা ভয়ানক খারাপ স্বপন দেখ্‌ছিলাম। উঃ, এখনও হৃৎকম্প হচ্ছে···

ভৃঙ্গার

বাহিরে একটু হাওয়ায় এস,...কি স্বপন দেখছিলে?

রুস্তানা

দেখ্‌ছিলাম,—যেন ভয়ানক ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ মহাপারাবারে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকায় ভেসে যাচ্ছি। ক্রমে তুফান আরও উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌ল, ফেণশীর্ষ তরঙ্গমালা ক্ষুদ্র তরিখানিকে বিষম আলোড়িত করতে লাগিল. আমি অতল জলধিবক্ষে নিক্ষিপ্ত হলাম; কত চিৎকার করলাম, কত আর্ত্তনাদ করলাম, কেহ শুন্‌লে না, কেহ তুল্‌লে না, আমি অতল জলে তলিয়ে গিয়ে যেন মরে গেলাম! আবার তখনি যেন শুভ্র-বস্ত্র-পরিধৃতা হ'. জল থেকে আকাশে উঠ্‌তে লাগলাম। বিশ্বব্যাপী চন্দ্রালোকে ভাস্‌তে ভাস্‌তে মনে হ'ল যেন চাঁদের কাছে যাচ্ছি। কিন্তু যাই খুব কাছে পৌঁছিছি তখনি হঠাৎ দেখ্‌লাম যেন রাহু কৃষ্টবর্ণ উত্তরীয়ে আবৃত হয়ে শশধরকে গ্রাস করলে। তৎক্ষণাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল, আর আমিও সেই নৈশতিমিরে শোঁ শোঁ করে শূন্যে পড়্‌তে লাগ্‌লাম। সৌভাগ্য, তুমি ঘুম ভাঙ্গালে, না হ'লে স্বপ্নে যখনি কোথাও ঠেক্‌তাম তখনি শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যেতাম!

ভৃঙ্গার

ঘুম ভেঙ্গেও তোমার ভাগ্য বড় সুবিধার নয়; তুমি এখানে লুকাইত. আছ সে কথাটি প্রকাশ পেয়েছে...

রুস্তানা

সে কি! জান্‌তে পেরেছে?

ভৃঙ্গার

সুধু জান্‌তে পেরেছে! তোমাকে ধর্‌বার জন্য এই গুহা ঘেরাও করেছে, কাশীমদ আক্রমণকারীদের সঙ্গে খুব লড়্‌ছে, পাহাড়ের উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের সব দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু তোমার আর এখানে থাকা নয়, কাশীমদ একলা আর কতক্ষণ যুঝ্‌বে বল? কথায় বলে, 'একা ভেকা'। সে পরাস্ত হ'লেই তুমি ধৃতা হ'বে, তাই তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। শীঘ্র আমার সঙ্গে এস...পথ বড় খারাপ, একে পাহাড় তার উপর অন্ধকার, সাবধানে এস, খুব সাবধানে, এখনই নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হ'বে।

রুস্তানা

চল যাচ্ছি; কিন্তু ভৃঙ্গার, আমার প্রাণে আর কোন আশা নাই, বুকে আর বল নাই, যেন সদাই কাঁপ্‌ছি, ক্ষীণা বনলতার মত যেন নিজের ভারে নিজেই ভেঙ্গে পড়্‌ছি; তুমি এসেছ, চেষ্টা করে দেখি, কিন্তু অন্ধকারে, দুর্গম পাহাড়ে চল্‌তে পার্‌ব কি?

ভৃঙ্গার

এস, আমার হাত ধর, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।...বালিকা, পাগল বলে আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলে; তবুও তোমার কোমল প্রাণ, তাই আসন্ন-মৃত্যুমুখে-পতিত, সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত এই পাগলকে ছুটে এসে স্বামীত্বে বরণ করেছিলে, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে। আজ অবধি তোমার সে ঋণ কখনও পরিশোধ কর্‌বার চেষ্টা করিনি। যে নিজে ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর, কাতর, দুর্ব্বল তার কাছ থেকে আর কত প্রত্যুপকার প্রত্যাশা করতে পার? তবুও, তোমায় দেখে অবধি অনেক শিখলাম; আজীবনের অধ্যয়নে যা শিখিনি এক দিনের, এক মুহূর্ত্তের অনুভূতিতে সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, আর আমি ভীরু নই, দুর্ব্বল নই। তবে তুমি,

পরিচ্ছদের পারিপাট্যে, যৌবনের উদ্দীপ্ত জ্যোতিতে, বাহ্যিক রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়েছ, ক্ষীণ পতঙ্গের মত অনলে আকৃষ্ট হয়ে ভস্মীভূত হতে বসেছ ;— তোমার এই দগ্ধ জীবনে যদি কিছুমাত্র শান্তি দান করতে পারি সেই আশায় তোমাকে নিতে এসেছি ; এস, দুর্গম পাহাড়, খুব সাবধান ! সম্মুখে কেবল অন্ধকার, আর দূরে,...শোন...ঐ শোন...অশান্তির ঘোর কোলাহল...খুব সাবধান...

রুস্তানা

(যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া) ভৃঙ্গার...ভৃঙ্গার, স্বপ্ন কি কখন সত্য হয় ?

ভৃঙ্গার

দুস্বপন, দুস্বপন, কেবল দুস্বপন সত্য হয় ! এস, এস, সাবধান···খুব সাবধান...!

[ভৃঙ্গার একখানি প্রস্তর খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া তাহার হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল, রুস্তানা আর একখানি প্রস্তরে দাঁড়াইয়া তাহা ধারণ করিল !]

রুস্তানা

(হঠাৎ চমকিত হইয়া) ভৃঙ্গার, একি কোলাহল ! চতুর্দ্দিকে শত-কণ্ঠস্বর আমাকে বেষ্টন করে চিৎকার করছে,—'পালাও, পালাও, নিয়তিকে প্রত্যাখ্যান কর' !

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[দুর্গস্থিত শিলাদেবীর মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে বারান্দা। বারান্দার সম্মুখে প্রত্যেক পার্শ্বে একটি থাম। সম্মুখে প্রাঙ্গণ।

প্রাঙ্গণের বামে হাড়িকাট ও তৎপার্শ্বে প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বার। দক্ষিণে, দুর্গের যে অংশে উষানাথ বাস করে তাহার পশ্চাদ্ভাগ। তাহার দ্বিতলে প্রাঙ্গণের দিকে ছোট বারান্দা, ও নিম্নতলে উষানাথের আগারে প্রবেশ করিবার দ্বার। মঞ্চ অন্ধকার; হাড়িকাটের পার্শ্বে পুণ্ডরীক বসিয়া আছে। পুণ্ডরীক ও হাড়িকাট উজ্জ্বল আলোকে দীপ্ত।]

পুণ্ডরীক

নিয়তি, কি ক্রূর পথ অবলম্বন করে আজ দুজনকে এই ভীষণস্থানে একত্রিত করতে চলেছ! পরস্পরের প্রতিঘাতে আজ উভয়ই নষ্ট,... তাহার ইহকাল নষ্ট, আমার পরকাল নষ্ট !...যে অন্তর আমার এতদিন স্বর্গের পুণ্যালোকে বিভাসিত ছিল আজ তাহা নরক তিমিরে আচ্ছন্ন হয়েছে, দেবতার মন্দির দানবের ক্রীড়াভুমি হয়েছে ;...শোণিত সমুদ্রে অবতীর্ণ হয়েছি, মনুষ্যরক্তে আপাদমস্তক স্নাত হয়েছি...যা হবার হয়েছি...আর তবে আমার কিসের ভয় ?

[মঞ্চ দীপ্ত হইল ; ভৃঙ্গার ও তাহার পশ্চাতে রুস্তানা প্রবেশ করিল ; পুণ্ডরীক উঠিল।]

ভৃঙ্গার

এই দেখ, দেবতা, কার্য্য উদ্ধার করে এসেছি !

রুস্তানা

সর্ব্বনাশ, আবার এর কাছে এনেছ ! কি অদৃষ্ট, কি অদৃষ্ট···

ভৃঙ্গার

এ দেবীমন্দির, এখানে তোমার কিছু ভয় নাই ! (পুণ্ডরীকের প্রতি) দেবতা, আমায় বল—পাগ্‌লা কবি ? কোথায় আমায় ছেড়ে এসেছিলে ভেবে দেখ দেখি। বাবা ! যেমন অন্ধকার তেমনি বেয়াড়া পথ।

কি কষ্টে গুহা বা'র করেছি আর কত কষ্টে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পথ ঠাউরে এসেছি তা জিজ্ঞাসা কর'। তবুও এখনও কাজ শেষ হয়নি,—ছাগ বেচারিটি এখনও সেখানে পড়ে। এক হাতে রুস্তানাকে ধরেছি, আর এক হাতে পাহাড়েপথের টাল সাম্‌লেছি। ছাগবেটাকে নেবার জন্য হাতের কম পড়ে গেল; আর এও ভাবলাম যদি বেটা পথের মধ্যে মিহিঁহিঁ করে ডেকে ওঠে তা হ'লেই একদম মাটি! যাক, আমি বেটার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সেখান থেকে সোজা নিয়ে আস্‌ছি...(রুস্তানাকে) একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি আসছি।

[প্রস্থান।

রুস্তানা

না, না, তুমি আমায় নিয়ে চল। আমি এখানে থাক্‌ব না!...আমার প্রাণের জন্যও না...

পুণ্ডরীক

(বাধা দিয়া চঞ্চল ভাবে) ব্যস্ত হও না, ব্যস্ত হ'বার আর সময় নাই; শোন...ভয়ানক স্থানে আজ দুজনে মিলিত হয়েছি! তোমাকে একটা কথা বল্‌বার আছে...এ স্থান তোমার পক্ষে শ্মশান সমান...মনে রেখ, ইহাই তোমার চরমস্থান! নিয়তি আজ উভয়কে পরস্পরের হস্তে অর্পণ করেছে,...আমার ত্রাণ তোমার হাতে, তোমার প্রাণ আমার হাতে! (হাড়িকাট দেখাইয়া) দেখ, ঐ তোমার পার্থিব জীবনের প্রান্ত সীমা, ও সীমার পরে আর তোমার স্থান নাই, এ উষার আজ আর প্রভাত নাই। শোন তবে, মন দিয়ে শোন, আমি সব কথা বল্‌ছি...

রুস্তানা

উষানাথ...

পুণ্ডরীক

আঃ...ও নাম কানে শুনিও না...শুনছ?...ও নাম আমায় শুনিও না।

যদি শোনাও ত আমি কি করে ফেল্‌ব বল্‌তে পারি না.. কিন্তু নিশ্চয়ই ভয়ানক একটা কিছু ঘটে যাবে...

রুস্তানা

ঘৃণ্য আততায়ী, যে প্রাণ হারাবার আর ভয় রাখে না তাকে আবার 'ভয়ানক'এর কি ভয় দেখাও ?

পুণ্ডরীক

এত দর্প, এত অবজ্ঞা কর না !···শোন, অতি গুরুতর কথা...হ্যাঁ, কি কথা বল্‌ছিলাম...কি কথা ? মনে করে দাও...! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে রাজকর্ম্মচারিরা অনুসরণ করছে...ঐ শোন, অশ্বের পদশব্দ শোন···দুর্গ হ'তে সিপাহীরা অবতীর্ণ হচ্ছে, তোমারই অন্বেষণে গুহা আক্রমণ করতে যাচ্ছে ; আমি সে সংবাদ পূর্ব্বেই পেয়েছিলাম তাই তোমাকে এখানে এনেছি...ঘাতকের হাত থেকে তোমার প্রাণরক্ষা করেছি...বুঝেছ... ?

রুস্তানা

আমার আর কিছু বুঝ্‌বার আবশ্যক নাই ! কর্ম্মচারিরা আসুক, তোমার হস্ত হ'তে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমি স্বেচ্ছায় তাদের হস্তে আত্মসমর্পণ কর্‌ব...আর কি চাও ?

পুণ্ডরীক

না, না, সুন্দরী...তুমি অতি কোমল, তোমার ঐ কুসুমকোমল দেহ মত্তহস্তিপদতলে দলিত হ'তে দিও না !···কিন্তু তুমি এখানেও নিরাপদ নও ; তুমি প্রাণদণ্ড হ'তে পলাইতা,—রাজআজ্ঞা, তোমাকে যেখানে পা'বে সেই খানে তোমাকে হত্যা কর্‌বে। যদি এখানে ধৃতা হও ত মনুষ্য-রক্ত-লোলুপা মা শিলাদেবীর প্রাতঃরক্তপিপাসা তোমারই তপ্ত শোণিতে তৃপ্ত হবে ! (রুস্তানা ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল) কিন্তু আমি এখনও তোমার প্রাণরক্ষা করতে প্রস্তুত, হ্যাঁ, হ্যাঁ এখনও প্রস্তুত ! তোমার

উপর দিয়ে বিপদের প্রলয় বয়ে যাক্,—তা হ’তে তোমাকে এক হস্তে আমি রক্ষা কর্‌ব কিন্তু যদি তবুও নিষ্ঠুরা হও ত অপর হস্তে (উত্তেজিত হইয়া রুস্তানার নিকট ছুটিয়া গেল আবার তখনই সংযত হইয়া) কি কর্‌ব তা বলতে পারি না! ভেবে দেখ, ভেবে দেখ, কি কর্‌বে... ! (অস্থির হইয়া মঞ্চ বিচরণ করিতে লাগিল।)

রুস্তানা

(উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া) মা, মা, নিষ্ঠুরা মা, কোন যমপুরে আছিস, অভাগিনী মেয়েকে কি এ সঙ্কটেও একবার দেখ্‌তে নাই, মা!

পুণ্ডরীক

তুমি কাঁদ্‌ছ...কাঁদ্‌ছ? দেখ, আমার চোখে জল নাই, কিন্তু চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ, আমার অন্তরের আগুন অশ্রুজলের পরিবর্ত্তে স্ফুলিঙ্গের মত নির্গত হচ্ছে! এ দাবাগ্নিতে শান্তিদান কর না হ’লে এ বহ্নি বিশ্বব্যাপী হ’বে, তুমি তাতে দগ্ধ হবে, ভস্মসাৎ হ’বে। না, না, তোমাকে মর্‌তে দেব না...মর্‌তে দেব না···! একটি কথা, মাত্র একটি কথা...‘ভালবাস’ বল্‌তে হবে না, বল ‘দেখ্‌ব’, তাহাই যথেষ্ট, তা হ’লেই তোমার প্রাণরক্ষা হবে! আর যদি তাও না বল···ওঃ! তা হ’লে কি কর্‌ব, কি কর্‌ব...? সময় যাচ্ছে, আর দেরি কর না, কুসুমকোমল অন্তর আমার কুলিশকঠোর করো না!...প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণ আমার ঐ প্রস্তরস্তম্ভের ন্যায় কঠিন হচ্ছে, ঐ লোলজিহ্ব খড়্গের ন্যায় নিষ্ঠুর হচ্ছে;...তোমায় মিনতি কর্‌ছি আর দেরি কর না, পরে আর সংযম থাক্‌বে না। এখন আমাদের দুজনেরই নিয়তি আমার এই দুই মুষ্টি মধ্যে...জান! আমি কি উন্মাদ হচ্ছি? উঃ! কি ভয়ানক, উন্মাদ! হ্যাঁ, হ্যাঁ উন্মাদ! বল, শীঘ্র বল,···আমার সমস্ত শরীর কম্পিত হচ্ছে, মস্তিষ্ক ঘুরছে, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে,...একটি কথা বল, একটি মাত্র···শুধু একটি কথা...(নতজানু হইয়া) সুন্দরী!...

রুস্তানা

হত্যাকারী!

পুণ্ডরীক

(রুস্তানার দুই স্কন্ধ দুই হস্তে ধারণ করিয়া) হত্যাকারী···? বেশ, তবে হত্যাকারী! (একটু বিচরণ করিয়া আবার রুস্তানাকে ধারণ করিল) মনে রেখ, তোমার মুমূর্ষু কাল উপস্থিত! শেষ কথা,—হয় আমার সঙ্গে এসে আমার গৃহেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী হও, না হ'লে ঐ অন্বেষণ-কারী কর্ম্মচারিদের হস্তে অর্পিত হয়ে ঘাতকের নিষ্ঠুর খড়্গাঘাতে নিহত হও। ঐ দেখ, চেয়ে দেখ, মৃত্যুর মহাযন্ত্র তীক্ষ্ণ খড়্গাসহ সম্মুখে বিরাজ-মান...শ্মশান না সুখশয্যা...কি চাও, কি চাও, কি চাও···?

রুস্তানা

[পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছুটিয়া দুই
হস্ত দ্বারা হাড়িকাট বেষ্টন করিয়া বসিল।]

মূর্খ! ব্যভিচারী ব্রহ্মচারী! ঘৃণ্য লম্পট সন্ন্যাসী! এই আমার বন্ধু,... আমি মৃত্যু চাই, মৃত্যু চাই, মৃত্যু চাই!

পুণ্ডরীক

তাই পাবে, তাই পাবে, (উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান করিতে করিতে আবার ফিরিল) শাকি···শাকি! শেষ কথা,...একটা কথা...আর জিজ্ঞাসা কর্‌ব না···শেষ প্রশ্ন...বাঁচ্‌তে চাও?

রুস্তানা

না···

পুণ্ডরীক

না...? তবে আর আমায় ছুঁয়' না...আর আমায় ছুঁয়' না...

(কিয়ৎক্ষণ উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিল) শাকি !...শাকি !

[শাকির প্রবেশ।]

শাকি

কি বাবা, তোমার চোখ অমন করম্‌চার মতন রাঙ্গা কেন, বাবা ?

পুণ্ডরীক

শাকি, প্রতিশোধ চাস্‌ ? এই দেখ, তোর সেই পলাইতা ইরাণি! ধর, জোর করে ধর, ছাড়িসনি ! আমি রাজকর্ম্মচারিদের সংবাদ দিতে যাচ্ছি ! তুই দেখ্‌বি, নিজের চোখে দেখ্‌বি, এতদিনে আজ তোর সন্তানসংহারিণীর মরণ দেখ্‌বি ! ধর, খুব ভাল করে ধর, ধরিস, জোর করে ধরিস, আবার যেন পালায় না !...প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ...! (উন্মত্তের ন্যায় বেগে প্রস্থান করিল।)

শাকি

(বলপূর্ব্বক রুস্তানাকে ধারণ করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ, বড় পালিয়েছিলি, কেমন হয়েছে, আবার ধরা পড়েছিস্‌। এখনি সিপাহী এসে তোকে ধর্‌বে, যেমন বিরামবাগে ধরেছিল তেমনি করে ধর্‌বে, ধরে তোকে মার্‌বে,—হয় ফাঁসি দেবে, না হয় বলি দেবে, না হয় তপ্ত তেলের কড়ায় ফেলে জ্যান্ত তোকে ভেজে মার্‌বে ; হাঃ হাঃ হাঃ ! আমি দেখ্‌ব, আজ তোর রক্ত দেখ্‌ব, তোর রক্ত গায়ে মেখে আমার সোনার রক্তের শোধ্‌ তুল্‌ব, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...

রুস্তানা

হ্যাঁগা, আমার উপর তোমার কেন এত রাগ ? তোমার আমি কি করেছি ?

শাকি

আমার কি করেছিস, ইরাণি ? আমার একটি মেয়ে সোনা,

আমার রতন মেয়ে সোনা, তোরা ইরাণিরা, তোরা বেদেনীরা, তোরা কুহকিরা তাকে চুরি করে নিয়ে গেছিস্, তাকে নিয়ে গিয়ে খেয়েছিস্, ওরে তোরা আমার সাধের সোনাকে কচ্‌মচ্‌ করে কামড়ে কামড়ে খেয়েছিস্। আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্, কি করেছিস্? আমার মেয়ে খেয়েছিস, আমায় পাগল করেছিস, আমায় উৎসন্ন দিয়েছিস;...আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস, আমার কি করেছিস?

রুস্তানা

তার জন্ম আমায় কেন দোষ'; আমি বালিকা, আমার হয়ত তখন জন্মও হয়নি।

শাকি

আবার জন্মাস্‌নি! তুইও তাদের সঙ্গে ছিলি, বাঁচ্‌লে আজ তা'র তোর বয়সই হ'ত। আমি আজ ১৫ বৎসর দিনরাত এই মন্দিরে মাথা খুঁড়্‌ছি, পাগলিনী হয়ে তাকে পথে পথে খুঁজ্‌ছি, উন্মাদিনী হ'য়ে পথে সুন্দর মেয়ে দেখ্‌লে জিজ্ঞাসা করি,—'হ্যাঁগা, তুই কি আমার সোনা মেয়ে?' ভেবে দেখ দেখি, ইরাণি,—ননীর পুঁতুল, সোনার বরণ মেয়ে, হেঁসে হেঁসে খেলা করে, চুক্ চুক্ করে দুধ খায়, ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমোয় যেন একটি পদ্মফুল! এমন মেয়ে কখন চুরি যায়, এমন মেয়েকে কেহ কখন কাম্‌ড়ে খায়? ভেবে দেখ্‌দেখি, মার মন! তোর মা নাই? ভেবে দেখ্‌ তোর মা থাক্‌লে আজ তোর এই অবস্থা দেখে তার কি অবস্থা হ'ত? এখন আমার পালা; আজ আমি তোর মাংস খাব, চোঁ চোঁ করে তোর রক্ত খাব, আর তোর মা এসে যখন আছ্‌ড়া আছ্‌ড়ি কর্‌বে তখন হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ব, 'বেদেনী মেয়ের মা, আমার মেয়েকে খেয়েছ, এখন তোমার মেয়ের অবস্থা দেখ'! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...

রুস্তানা

ওগো, তোমার প্রাণে কি একটু দয়া নাই? ঐ আস্‌ছে! কেন তুমি আমায় ধরিয়ে দিতে যাচ্ছ? কেন অমন ক'রে আমায় মার্‌তে চাচ্ছ? আমি বালিকা, জীবনে জেনেশুনে কখন কাহারও মন্দ করিনি।... ঐ আস্‌ছে, আমায় যেতে দাও, আমি পালাই, পাহাড়ের ভিতর কোথাও গিয়া লুকাই, আমার বড় ভয় কর্‌ছে...

শাকি

তবে ফিরে দে আমার সোনাকে...দে আমার মেয়ে ফিরে!

রুস্তানা

ঐ আস্‌ছে, ওগো একটু দয়া কর।

শাকি

দে আমার মেয়ে ফিরে...

রুস্তানা

ওগো, তোমার পায়ে ধরি একটু দয়া কর।

শাকি

দে আমার মেয়ে ফিরে...

রুস্তানা

ওগো, তোমার মেয়ে আমি কোথায় পাব? হা ভগবান! তুমি তোমার মেয়ে হারিয়ে উন্মাদিনী,—আমিও যে তেমনি আমার মা হারিয়ে উন্মাদিনী; আমি যে তোমারই মত পাগলিনী হয়ে আমার মাকে পথে পথে অন্বেষণ কর্‌ছি! আমার মাথার উপর দিয়ে বিপদের প্রভঞ্জন বয়ে যাচ্ছে, কাকে ডাক্‌ব? এ অভাগিনীর দীর্ঘশ্বাস কে শুন্‌বে, এ হতভাগিনীর অশ্রুজল কে পুঁছাবে? মাকে আমার কত ডাকি...চিৎকার করে ডাকি...বার বার ডাকি...সন্তানের এ কাতর আর্ত্তনাদ ত মা

কাণে কখন পৌছায় না ! এত করেও আমি আমার মার খোঁজ পাইনি, আমি তোমার মেয়ে কোথা থেকে খুঁজে দেব !

শাকি

দিবিনা আমার মেয়ে খুঁজে, বল্‌বি না আমার মেয়ে কোথা ? তবে মর, ঐ সিপাহীরা আস্‌ছে ; নিয়ে যাক্‌ তোকে ধরে, ফেলুক্‌ তোকে মেরে ; আর তোর মা যখন জিজ্ঞাসা করতে আস্‌বে তার মেয়ে কোথা, তখন হাততালি দিয়ে বল্‌ব 'বেদেনী মা, ঐ দেখ হাড়িকাট দেখ,...ঐ দেখ, রক্তমাখা খাঁড়া দেখ' ! না হ'লে বল আমার সোনা কোথা, বল কোথা, (কটি হইতে একটি ছোট বালা দেখাইয়া) এই দেখ্‌, বালা দেখ্‌...বেদেবেটিরা বাছাকে আমার নিয়ে যাবার দিন তা'র এই বালাগাছটি ঘরে ফেলে গিয়েছিল। বল এ বালাটির জোড়া কোথা, তার জন্য যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যেতে হয় ত যাব, এখনি যাব, ছুট্‌তে ছুট্‌তে যাব, বলিস্‌ ত পথে গণ্ডি দিতে দিতে যাব, বল বেদেনী, বল ইরাণি...বল, বল...এ বালার জোড়া কোথা !

[বালা দেখিবামাত্র রুস্তানা তাহার বক্ষঃস্থিত পদক ছিন্ন করিয়া তাহার ভিতর হইতে ঐ বালার জোড়া বাহির করিল।]

রুস্তানা

এই যে আমার বুকে ঐ বালার জোড়া।

[শাকি উন্মত্তভাবে দুই গাছি বালা দুই হস্তে লইয়া দেখিল, ও মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় উভয়ে স্তম্ভিতা হইল।]

শাকি

সোনা ···

রুস্তানা

মা ···

[দশ সেকেণ্ডের জন্য মঞ্চালোক নির্ব্বাপিত হইল ও মৃদু 'বাদ্য বাজিল; আলোক পুনর্দীপ্ত হইলে দৃষ্ট হইল শাকি সোনাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।]

শাকি

সোনা, সোনা, মা আমার, এতদিন আমার চোখে চোখে রয়েছ আর আমি তোমায় চিন্‌তে পারিনি, মা!...মা, অষ্টভুজা শিলামা, এত সুন্দর করে ফিরিয়ে দিবি বলে কি সোনাকে আমার এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলি, আমায় এত কষ্ট দিয়েছিলি, মা? সোনা, সর্ব্বস্ব আমার, তবে ত বেদেরা তোমায় খায়নি; কেন খাবে? বেদেরা যে বড় ভাল লোক, তাই ত ওদের আমি অত ভালবাসি! এই যে গলায় জড়ুলের দাগটিও বড় হয়েছে! তাই ত বলি মা, তোকে দেখ্‌লেই আমার প্রাণটা কেন অমন করে উঠ্‌ত, কেন আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌তে থাক্‌ত; আমি মনে কর্‌তাম রাগ,—এখন বুঝ্‌ছি, ভালবাসা। বাবা ব্রহ্মচারী, দেখ্‌বে এস, ওগো পাড়ার লোকেরা, ওগো রাস্তার ছোঁড়ারা, তোরা সব দেখ্‌বি আয় কার জন্য শাকি এতদিন পাগল হয়েছিল!

সোনা

মাগো, ছেলেবেলা থেকে একজন বেদেনী আমাকে বড় ভালবাস্‌ত; সেই আমাকে মানুষ করেছিল, লেখাপড়া করিয়েছিল আর নাচ্‌তে গাহিতে শিখিয়েছিল। সে আমাকে ঐ বালাগাছটি দিয়ে এই পদক পরিয়ে রেখেছিল, আর বলেছিল,—যে দিন বেদেরা আমায় চুরি করে আনে সে দিন আমার কেবল এক হাতে বালা আর এক হাত খালি ছিল। সে বার বার বল্‌ত যে গাছটি বাড়িতে পড়ে আছে সে গাছটি নিশ্চয়ই আমার মায়ের কাছে আছে। বল্‌ত, 'এ পদক কখন

হারাস্‌নি যে দিন এই বালাটির জোড়া পাবি সেই দিন তুই তোর মাকেও পাবি'। বেদেনী ত ঠিক বলেছিল, মা!

শাকি

(আদর করিতে করিতে) কি মিষ্ট মিষ্ট কথা, কি সুন্দর মুখখানি! আয় মা আমার সোনা, আমার বুকে আয়, আমার বুকের মাণিক বুকে এসে আমার বুক জুড়ো! ভাগ্যিষ বালাগাছটি যত্ন করে রেখেছিলাম তাইত তোকে পেলাম, মা!

[সোনাকে বক্ষে ধারণ করিল ; তখনি বাহিরে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল।]

সোনা

ঐ আস্‌ছে, ঐ আমাকে ধর্‌তে আস্‌ছে! মা, মা, আমায় বাঁচাও মা, আমায় ধর্‌তে পার্‌লে এখনি আমাকে মেরে ফেল্‌বে!

শাকি

অ্যাঁ, সে কি! কি সর্ব্বনাশ। আমি সব ভুলে রয়েছি! না, না, না, তা কখনও হ'তে পাবে না; ১৫ বৎসবের পর আজ তোকে ফিরে পেয়ে আজই তোকে হারাব, আমাব বুক থেকে ছিড়ে নিয়ে গিয়ে আমার সাম্‌নে তোকে মার্‌বে, অসম্ভব! তা কখন হবে না, মা! এ যে ভগবানের রাজ্য, তাঁর রাজ্যে এ অবিচার হ'বে না মা, তোর কিছু ভয় নাই!

নেপথ্যে নায়কের কণ্ঠস্বর

সিপাহীগণ, এই দিকে এস! ব্রহ্মচারী বলেছে ইরাণি মন্দির প্রাঙ্গণে আবদ্ধা আছে; এই দিকে এস!

শাকি

ওকি, সত্যই আস্‌ছে, তোকে ধর্‌তে আস্‌ছে! আর ত বাহিরে পালাবার উপায় নাই, ভোর হয়ে এসেছে! লুকো মা, লুকো, ঐ

থামের পেছনে লুকো। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ, শীঘ্র লুকো; নীরব হয়ে থাক্...চঞ্চল হস্‌নি...নিশ্বাস ফেলিস্‌নি...চুপ...

[সম্মুখে আসিয়া নিজের হস্ত নিজে দংশন করিয়া রক্তপাত করিল ও সেই রক্তে তাহার অঞ্চল সিক্ত করিল।]

নেপথ্যে পুণ্ডরীক

সেনাপতি উষানাথ...

[উষানাথের নাম শুনিয়া সোনা চঞ্চলা হইল।]

শাকি

চুপ...চুপ...নড়িস্‌নি...স্থির...

[নায়কসহ কয়েকজন সিপাহীর প্রবেশ।]

নায়ক

পাগলি, কই ইরাণি কোথা? তোর কাছে যে রেখে গেছে।

শাকি

কি বল্‌ছ, বাবা? তোমরা কা'রা?

নায়ক

বাঃ! তবে ব্রহ্মচারী পাগলের মত হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে আমাদের কাছে কি একটা বাজে খবর দিয়ে এল! একটা ইরাণিদের মেয়েকে তোর কাছে রেখে যায়নি? ব্রহ্মচারী গেল কোথা?

জনৈক সিপাহী

তাঁকে ত আর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না।

নায়ক

(শাকির প্রতি) দেখ্‌ পাগলি, ঠিক বল্, মিছে কথা বলিসনি, ব্রহ্মচারী যে তোর কাছে একটা ইরাণি মেয়েকে রেখে গিয়েছিল সে কোথা গেল?

শাকি

তাই বল, তার জন্য এসেছ? এই যে ব্রহ্মচারী বাবা ছুঁড়িকে আমার কাছে রেখে তোমাদের খবর দিতে গেল। যাই ব্রহ্মচারী বাবা ঐ দ্বারটির বার হয়েছে, জান বাবা, অমনি ছুঁড়ি আমার হাতে এক কামড়! এই দেখনা বাবা, এখনও রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়্ছে, রক্তে আঁচলখানা ভেসে গেছে; যাই 'গেলুম,' 'গেলুম' বলে চেঁচিয়ে উঠিছি, জান বাবা, অমনি ছুঁড়ি মার ছুট! তার সঙ্গে আমি পার্‌ব কেন বাবা, সে বেদের মেয়ে, মহা জাঁহাবাজ! তবুও তার পেছনে পেছনে ছুট্‌লুম, দেখি পাহাড়ের নীচের দিকে নেবে যাচ্ছে; স্বচক্ষে দেখ্‌লাম বাবা, পাহাড়ের নীচে নেবে গেল। যাওনা, পাহাড়ের নীচে নেবে যাও, এখনি খুঁজে পাবে এখন; হাজার হোক, মেয়ে মানুষ,—কতদূর যাবে, বাবা?

নায়ক

পাগলি বুড়ি, আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিস্‌নি, ঠিক করে বল্‌। জানিস্‌, আমি কে? আমার নামে অম্বরে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়! ঠিক বল্‌, ইরাণি কোথা গেল।

শাকি

আর কত ঠিক বল্‌ব, বাবা। এই ছিল, আমার হাতটা কাম্‌ড়ে নিয়ে আর তখনি ছুটে পালিয়ে গেল। কি মেয়ে, বাবা! আমি যত বলছি 'যাসনি, যাসনি,' তত ঐ দরজা দিয়ে মার্‌লে ছুট!

নায়ক

মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেনি ত?

শাকি

(ব্যস্ত ভাবে নায়কের পথরোধ করিয়া) না, না, ওদিকে সে কোথা যাবে, বাবা? ওদিকে ত যাবার পথ নাই, মন্দিরের দ্বারও এখন খোলা

হয়নি...মন্দিরের দ্বার কি যে সে খুলতে পারে, যখন তখন খুলতে পারে। চলনা, চলনা, বাহিরের প্রাঙ্গণে যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে দেখি।

নায়ক

এই যে বল্‌লি তাকে স্বচক্ষে দুর্গ থেকে নেবে যেতে দেখেছিস্, তবে আবার বর্হিপ্রাঙ্গনে কি করে লুকিয়ে থাক্‌বে?

শাকি

তা কি করে থাক্‌বে, বাবা? তা কি কখন থাক্‌তে পারে?

নায়ক

তবে?

শাকি

(মৃদুস্বরে) তবে যদি ফিরে এসে ঐখানে লুকিয়ে থাকে, তাই বল্‌ছিলাম, বাবা।

নায়ক

ঐ হাড়িকাটে গলাটি দিবার জন্য একবার পালিয়ে সে আবার ফিরে আসবে, অ্যাঁ...?

জনৈক সিপাহী

এ বুড়িকে আমি অনেক দিন থেকে জানি, ও বদ্ধ পাগল,—কেন ওর সঙ্গে বাক্যব্যয় করে সময় নষ্ট কর্‌ছেন। বিশেষতঃ, ও মাগি ইরাণিকে রক্ষা কর্‌বার জন্য কখন তাকে লুকিয়ে রাখ্‌বে না। আমি ত ওকে ১৫ বৎসর দিন রাত বেদেনীদের গাল পাড়্‌তে দেখ্‌ছি। বিশেষতঃ, আমরা যে ছুঁড়িকে খুঁজ্‌ছি পাগলির সকলের চেয়ে বেশী রাগ তার উপর।

শাকি

ঠিক বলেছ বাবা, সকলের চেয়ে বেশী রাগ তার উপর। বেঁচে থাক, বাবা।

অন্য একজন সিপাহী

আমরাও দেখেছি, বুড়ি যখনি বেদেদের দেখে তখনি তাদের গাল পাড়ে।

নায়ক

তবে চল এখান থেকে যাওয়া যাক; কিন্তু আজ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেখান থেকে হোক পলাইতাকে ধর্‌তেই হবে। রাজার আদেশ মনে রেখো,—যেখানে বালিকা ধৃতা হ'বে সেই স্থানেই যেন তার বধকার্য্য সম্পন্ন হয়। কাশীমদের মত আবার কোন রাজদ্রোহী তাকে উদ্ধার করে নিয়ে না পালায়! চল, পাগলি যখন বল্‌ছে, পাহাড়ের নীচে একবার দেখা যাক্।

[সকলে প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে বামে দ্বারের নিকট গেল।]

শাকি

(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে) নিশ্চিন্ত!

[দক্ষিণে, দ্বার দিয়া উষানাথের প্রবেশ।]

উষানাথ

এই যে নায়ক! তোমার পলাইতাকে পেলে না কি?

নায়ক

অতি প্রত্যুষে গুহা আক্রমণ করে দেখ্‌লাম সেখান থেকে ইরাণি পলায়ন করেছে। পাষণ্ড কাশীমদ বোধ হয় এতক্ষণ ধৃত হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মচারী মহারাজের নিকট সংবাদ পেয়েছিলাম তিনি ইরাণিকে এই পাগলির কাছে রেখে আমাদের সংবাদ দিতে গেছেন! ইরাণি মন্দিরপ্রাঙ্গণে কোথা থেকে বা কি করে এ'ল তা এখনও জানিনা, কিন্তু এখানে এসে শুন্‌ছি পাগলির হাত কাম্‌ড়ে ছুঁড়ি এখান থেকেও পলায়ন করেছে। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন কিন্তু এখানে ত তাকে

পেলাম না। পাগলি বল্‌ছে পলাইতার পশ্চাতে অনুসরন করে দেখেছিল সে পাহাড়ের নীচে নেবে গেছে। এখন যেরূপ আদেশ হয়।

উষানাথ

আমার আদেশ,—তোমার যেরূপ ইচ্ছা ক'র। নায়কজি, বালিকার প্রাণদণ্ড ত হয়েছিল আমার প্রাণনষ্ট করেছিল বলে; আমি ত স্বশরীরে বর্ত্তমান, এ স্থলে ঐ ক্ষুদ্র ভিখারিণীর অকারণ প্রাণদণ্ডের জন্য আমি নিজে কিছুমাত্র তীব্র নহি। তবে রাজআজ্ঞা,—সুতরাং কর্ত্তব্যবোধে যাহা আবশ্যক মনে কর করতে পার। আমার কর্ম্মক্ষেত্র, রণক্ষেত্র...একটা নগণ্য বালিকা বধ নয়।

[দক্ষিণে তাহার গৃহদ্বার দিয়া উষানাথ প্রস্থান করিল, নায়ক ও সিপাহীগণ বামদ্বার দিয়া প্রস্থান করিল। সোনা থামের পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ সম্মুখে আসিল।]

সোনা

(ব্যস্তভাবে) উষানাথ, প্রীয়তম! শোন!

[উষানাথ শুনিতে পাইল না। শাকি ধাক্কা দিয়া সোনাকে থামের পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু নায়ক সোনার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিল ও তখনই সিপাহীসহ পুনঃপ্রবেশ করিল।]

নায়ক

হাঃ হাঃ হাঃ! এইবার এক ফাঁদে দুটি পাখিই ধরা পড়েছে! হাত কাম্‌ড়ে দিয়ে পাহাড়ের নীচে পালালো...না, পাগলি? (একজন সিপাহীর প্রতি) কই...ডাক। (এক জন সিপাহী বাহিরে গেল) পাগলি, আমি মনে করেছিলাম তুই সত্যই পাগলি! (সিপাহী ঘাতককে সঙ্গে করিয়া ফিরিল) যে বালিকা ঐ স্তম্ভের পশ্চাতে লুকাইতা রয়েছে

ওকেই আমরা অন্বেষণ কর্‌ছি। এখন তোমার কর্ত্তব্য পালন কর। পলাইতার প্রাণদণ্ডের জন্য স্থান বা উপায়ের কোন বিচার নাই; রাজআজ্ঞা,—যেখানে ও যেরূপে সম্ভব সেই স্থানে ও সেইরূপেই ওর বধ কার্য্য সম্পন্ন হ'বে। ঐ বলিস্থানে খড়্গ আছে, তোমার হাতেও ছুরিকা আছে। যেরূপ উপায়ে পার ইরাণিকে সংহার কর। আমরা প্রাঙ্গণে আছি। (প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।)

ঘাতক

যেরূপ আজ্ঞা। আয় ছুঁড়ি বেদেনী, আর পালাবার পথ নাই,.... আয়।

শাকি

কেন, কি দরকার?

ঘাতক

তোকে নয় পাগলি, ছুঁড়িকে।

শাকি

কোন ছুঁড়িকে, এখানে ত কেহ নাই।

[নায়ক ইত্যাদি ফিরিল।]

নায়ক

জানিস্‌ ত পাগলি, তবে মিছে কেন ধাপ্পা দিচ্ছিস্‌? তোকে ত ধর্‌বে না; তোর ত কোন ক্ষতি হবে না...তোর ভয় কি?

শাকি

(উন্মত্তার ন্যায়) হাঃ হাঃ হাঃ, আমার কোন ক্ষতি হবে না। (হটাৎ রুক্ষ হইয়া) এখানে কেহ নাই, এখান থেকে যাও, চলে যাও।

নায়ক

আছে, আছে...

শাকি

(অত্যন্ত ক্রোধে) আছে ত দেখ্‌বে এস...ঘাড়ে কার কত রক্ত আছে, একবার দেখ্‌বে এস...

[চোখ ঘুরাইতে ঘুরাইতে দুই হাতের নখ প্রদর্শন করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল।]

নায়ক

পাগলি, মানে মানে সর।

একজন সিপাহী

পাগলি, তুই ত ঐ ছুঁড়িকে দিবারাত্র গাল পেড়ে থাকিস্, তোর মেয়ে মেরেছে বলিস্, আর ওর রক্ত দেখ্‌বি, রক্ত দেখ্‌বি বলে কেবল চেঁচাস্। তোর আজ হটাৎ ও ছুঁড়িকে বাঁচাবার এত চেষ্টা কেন ? দে, পথ ছেড়ে দে, ওকে বাঁচিয়ে তোর লাভ কি ?

শাকি

হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, ওকে বাঁচিয়ে আমার লাভ কি, বটে ?

নায়ক

পাগলি, রেখে দে এখন তোর পাগ্‌লামি, বুড়ি বলে অনেকক্ষণ তোর মান রেখেছি ; রাজআজ্ঞা-পালন ত তোর জন্য দেরি কর্‌তে পারি না !

শাকি

(উচ্চৈস্বরে হাসিয়া) রাজ আজ্ঞা ! সে তোমার রাজা, আমার কে ? ঐ বালিকার কে ? তবে বল্‌ছি শোন...ঐ ইরাণি বালিকা আমার সন্তান !

সিপাহীগণ

তোর মেয়ে মরেনি ?

শাকি

না, না,...মা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

নায়ক

মাগিকে বলপূর্ব্বক সরিয়ে বালিকাকে ধরে নিয়ে এস।

শাকি

খবরদার, কেহ এ দিকে এস না! (সিপাহীরা তাহার কাছে অগ্রসর হইল) ওগো তোমরা শোন, একটা কথা শোন...বাবা তোমরা আমার'সন্তান...এ অভাগিনীর একটা কথা শোন। বাবা, আমি বড়ই অভাগিনী। এ সংসারে আমার আর কেহ ছিল না, কেবল একটি মেয়ে, আঁধার ঘরের দীপ একটি মাত্র মেয়ে; তার রঙে ঘর আলো করে থাকৃত, হাসলে ঘরে পদ্মফুল ফুট্‌ত। সেই মেয়ে যখন ১ বৎসরের হল' বেদেনীরা তাকে চুরি করে নিয়ে গেল, আর দিলে না বাবা, ১৫ বৎসর লুকিয়ে রেখেছিল। ১৫ বৎসর ধরে এই মন্দিরে মায়ের কাছে বুক চাপ্‌ড়েছি, দিনরাত মাথা খুঁড়েছি...এই দেখ, মাথা দেখ;...প্রতিদিন পথে পথে হা হা করে বেড়িয়েছি, উন্মাদিনী হ'য়ে খুঁজেছি, পাগল হয়েছি, বাবা, পাগল হয়েছি!...পাড়ার লোকে উপহাস করৃত, রাস্তার ছোঁড়াগুলো পেছনে লাগ্‌ত, খেপাতো, আর বল্‌ত 'শাকি পাগলি, শাকি পাগলি, ঐ যে তোর মেয়ে'! এই করে, বাবা, ১৫ বৎসর কেটেছে, ১৫ বৎসরের পর মা মুখ তুলে চেয়েছে, আজ রাত্রে...এইমাত্র, আমার হারান' সন্তানকে আবার ফিরে পেয়েছি।

সিপাহী

ঐ ইরাণি ছুঁড়ি কি তবে সত্য ইরাণি নয়, তোর মেয়ে?

শাকি

হ্যাঁ বাবা, সেই আমার মেয়ে, যাকে এত দিন দিনরাত গাল পেড়েছি সেই আমার মেয়ে, যাকে আমার মেয়ে খেয়েছিস্ বলে মার্‌তে যেতুম সেই আমার মেয়ে, যার বিপক্ষে সেনাপতিকে হত্যা করেছে বলে

মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছি, যা'কে মিথ্যা অভিযোগে অসহ্য পীড়ন যন্ত্রণা দিইয়েছি, মা হ'য়ে যার নিরপরাধে প্রাণদণ্ড দিইয়েছি সেই আমার মেয়ে, সেই আমার এতদিনের হারা'ন সোনা মেয়ে! (নিজের বুকে হাত দিয়া) ওমা, ওমা, একি! (একটু স্থির হইয়া) বাবা, বাবা, ওকে মের' না বাবা, নিরপরাধিনীকে হত্যা কর না; তোমরা ত সব শুন্‌লে, সব জান বাবা, তোমরা নিজেই ত বিরামবাগে ছিলে, আমরা ত কেহ তাকে হত্যা কর্‌তে দেখিনি। আমি রোষ করে দ্বেষ করে বলেছিলাম ঐ মেরেছে!...আমারি সব দোষ, তার জন্য আমায় মার, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে ঐ হাড়িকাটে গলা দিচ্ছি; কিন্তু ওকে ছেড়ে দাও, ওকে দূর করে দাও, ওকে দেশ থেকে বার করে দাও; ওকে বনবাস দাও, কিন্তু ওকে মের' না, বাবা, ও নিরপরাধিনী, ওকে মের' না, ওকে মের' না...(হাঁপাইতে হাঁপাইতে বুকে হাত দিয়া) ওমা...ওমা...।

নায়ক

রাজআজ্ঞা ত অবজ্ঞা করা যায় না!

শাকি

(আবার উত্তেজিত হইয়া) রাজ আজ্ঞা! এ হতভাগিনীর হারানিধিকে হত্যা করে রাজার কি সুখ হবে? আর তোমরা যদি ছেড়ে দাও তাতেই বা রাজার কি ক্ষতি হবে? তারপর, মেয়ে ত আমার···আমার মেয়ে...মেয়ে ত রাজার নয় যে তিনি নিজের ইচ্ছায় তাকে মার্‌বেন···মেয়ে ত তোমাদের নয় যে তোমরা নিজের ইচ্ছায় তাকে মার্‌বে!

নায়ক

(ঘাতককে) যাও, বল পূর্ব্বক যাও! (ঘাতক সোণার নিকট অগ্রসর হইল।)

সোনা

মা...ও মা !...(ছুটিয়া আসিয়া শাকিকে জড়াইয়া ধরিল ।)

শাকি

কি মা...ও কি !

[শাকি সোনাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। ঘাতক সোনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ও দুইজন সিপাহী শাকিকে ধরিয়া রহিল ; শাকি সোনাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতে লাগিল।]

কথা শুন্‌বে না, জোর করে নেবে, মেয়েমানুষের উপর জোর... ভীরু, কাপুরুষ, হত্যাকারী, নরঘ্ন, নরপিশাচ, সিংহিণীর বুক থেকে তার সাবককে জোর করে কেড়ে নিয়ে তার চোখের সাম্‌নে তাকে হত্যা কর্‌বে! নিষ্ঠুর...জল্লাদ...ছুঁস্‌নি, ছুঁস্‌নি! মা অষ্টভুজে, কে বলে তুই সঙ্কটতারিণী !...ছেড়ে দে, ছেড়ে দে,... মা সোনা আমার, ভয় নেই, আমার প্রাণ থাকতে তোমায় ছাড়্‌ব না...আমি ছাড়্‌ব না, ছাড়্‌ব না...ছাড়্‌ব না...(ঘাতক সোনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল) একি ! নিলি, নিলি...উঃ...আমার বুক...একি, একি,...উঃ...

[হাঁপাইতে, হাঁপাইতে ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।]

সোনা

(উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া) মা, মা,...ওগো, আমায় একবার ছেড়ে দাও !

[শাকি পতিত হইলে দক্ষিণে দ্বিতল বারান্দায় কমলা ও উষানাথ প্রবেশ করিল।]

কমলা

দেখ, দেখ, সেই ইরাণিটা ধরা পড়েছে...

সোনা

(উষানাথকে দেখিয়া) ঐ যে, ঐ যে, উষানাথ,...স্বামী, প্রীয়তম, বিপদভঞ্জন, বন্ধু, একবার দেখ আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে!...এতদিনে আমার মা পেয়েছিলাম, দেখ তাঁরও কি সর্ব্বনাশ···! একবার এস, তুমি ছাড়া যে আমার আর কেহ নাই, নাথ,...তুমি ত জান আমি নিরপরাধিণী...একবার এস···

[কমলা উষানাথকে টানিয়া বারান্দা হইতে কক্ষে ফিরিতে ইঙ্গিত করিল, উষানাথও চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।]

ওকি, চলে যাচ্ছ, তুমিও আমাকে অবিশ্বাষ করেছ? উঃ...(ঘাতকের হাতের উপর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, ও তাহার মুখপানে চাহিয়া কোমল-স্বরে বলিল) শেষ কর, আর কার জন্য প্রাণ! উঃ!...(উষানাথের প্রতি চাহিয়া) তবে যাও, উষানাথ, এ হতভাগিনীর হৃদয়াকাশ হ'তে অস্ত যাও...নব দেশ, নব দিগন্ত তোমার উজ্জ্বল প্রেমালোকে দীপ্ত কর!... এক আমার অন্তিম মিনতি, হে আমার সুখ-সূর্য্য,—ক্ষণেক দাঁড়াও, এ অভাগিনী সূর্য্যমুখী তোমা' পানে চেয়ে চেয়ে ঐ···ঐ অনন্তের অসীম অন্ধকারে মিশাইয়া যা'ক···বিদায়...বিদায়···ওঃ···ওঃ...

[ঘাতকের বাহুতে রুস্তানার বক্ষ রক্ষিত হইয়া উম্মুক্তকেশ মস্তক ঝুলিয়া পড়িল ও এইরূপে ঝুলিতে ঝুলিতে তাহার প্রাণত্যাগ হইল। কাশীমদ বেগে প্রবেশ করিল।]

কাশীমদ

রুস্তানা, রুস্তানা! (প্রবেশ করিয়া) একি...

[ঘাতক রুস্তানার মৃতদেহ কাশীমদের হস্তে প্রদান করিল ও রুস্তনার মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া ঘৃণায় তাহার ছুরিকা

ভূমে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। নায়ক ও সিপাহীগণ তাহাকে অনুসরণ করিল। কাশীমদ সোনার মৃতদেহ নিজহস্তে লইয়া ভূমে বসিল ও তাহার অঙ্কে সোনার দেহ রক্ষা করিয়া ছুরিকা দ্বারা তাহার নিজ মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে লাগিল ;]

কাশীমদ

বালিকা, আমার প্রাণদাত্রী, দেবী, এত করেও তোমার প্রাণরক্ষা কর্‌তে পারলাম না, তুমি চলে গেলে...? আর তোমায় একলা ছেড়ে দিব না !...চল, বালা, আমিও তোমার সঙ্গে যাই···এমন জগতে যাই যেখানে সৌন্দর্য্য কদর্য্যতায় কোন প্রভেদ নাই···

[কাশীমদের মৃত্যু হইল ও তাহার দেহ ভুমে শায়িত হইয়া পড়িলে সোনার মৃতদেহ তাহার বক্ষের উপর পড়িল। ভৃঙ্গার ও পুণ্ডরীক বামদ্বার দিয়া প্রবেশ করিল ; ভৃঙ্গার বামেই দাঁড়াইল, পুণ্ডরীক বিস্মিত নেত্রে সোনা, শাকি, ও কাশীমদের মৃত দেহ দেখিতে দেখিতে মন্দিরদ্বারের সম্মুখে গিয়া জড়পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।]

ভৃঙ্গার

দেবতা ! লোকে বলে তুমি স্বর্গের দেবতা, তোমার উন্মত্ত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-লালসা যে প্রলয়-বহ্নি প্রজ্জলিত করেছিল আজ পশু কাশীমদ, পাগলি শাকি, আর ঐ অভাগিনী ইরাণি ভিখারিণী তাদের অবারিত শোণিত বর্ষণে সে হুতাষণে শান্তি দান করেছে। দেবতা, দেবতা, এতদিনে তোমার সেই গোড়ার কথা বুঝ্‌লাম...'এ দুনিয়ায় উঁচু নীচু সব সমান' !